উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮১,৯০৯.৬৩ (-২৭০.৮৪)

নিফটি : ২৫,১৫৭.৫০ (-৭৫.০০)

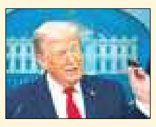

বিনা যুদ্ধে গ্রিনল্যান্ড চাই, ট্রাম্প বার্তা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
২৭° সর্বোচ্চ	১১° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন

মহাকাশকে বিদায় সুনীতার ৭

বিনা ভিসায় বিশ্বভ্রমণের ঠিকানা
পিকনিকে হুল্লোড় ৮

৮ মাঘ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 22 January 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 244

জয়তু দেবী। বাড়ির পথে সরস্বতী। কলকাতায় বুধবার।

বন্দে ভারত নিরামিষ স্লিপার!

বাঙালি মানেই চিরকালীন ভোজনরসিক। খেতে বসলে পাতে মাছ, মাংস চাইই চাই। কিন্তু রেলকর্তাদের ‘সাত্ত্বিক অনুশাসনে’ বন্দে ভারত স্লিপারে সফরকালে জিভে আমিষের স্বাদ নেওয়া এখন ‘বারণ’।

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২১ জানুয়ারি : বাজি ধরেছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। সেই বাজি জিতে নিতে গোপাল ভাঁড় সটান হাজির হয়েছিলেন তাঁর কিপটে বিধবা পিসিমার বাড়ি। নিরামিষভোজী পিসিমার পাতেই চালাকি করে খেতে বসেছিলেন গোপাল। আর সুযোগ বুঝে পিসিমার নজর এড়িয়ে পাতে পড়া লাউঘণ্টে মিশিয়ে দিয়েছিলেন লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া কুচো চিংড়ি। তারপর পরম তৃপ্তিতে চেটেপুটে খেয়ে বলেছিলেন, ‘পিসিমা, লাউ-চিংড়ির ঘণ্টটা কিন্তু খাসা হয়েছে!’ গোপালের মুখে এই কথা শুনে তো পিসিমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড়! সে যাত্রায় পিসিমাকে জব্দ করে কার্যসিদ্ধি করেছিলেন গোপাল।

কিন্তু মুশকিল হল, দেশের অন্যতম প্রিমিয়াম ট্রেন ‘বন্দে ভারত স্লিপার’-এর যাত্রীদের সঙ্গে তো আর সব সময় ‘গোপাল’ থাকবেন না! তাই পকেটে পয়সা থাকলেও রেলকর্তাদের ‘সাত্ত্বিক অনুশাসনে’ সফরকালে জিভে আমিষের স্বাদ নেওয়া এখন বারণ। আইআরসিটিসি-র কড়া ফতোয়া- আমিষ নৈব নৈব চ, মেনুজুড়ে শুধুই নিরামিষের দাপট।

হোলির ছুটিতে পরিবার নিয়ে কলকাতায় যাবেন বলে বুধবার ল্যাপটপ খুলে বন্দে ভারত স্লিপারের টিকিট কাটতে বসেছিলেন সূর্যনগরের বাসিন্দা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী সঞ্জীব দত্ত। টিকিট বুকিংয়ের ঠিক আগে তাঁর চোখ আটকে যায় সেমিহাইস্পিড ট্রেনটির ফুড মেনুতে। তন্নতন্ন করে খুঁজেও চিকেন বা মাটনের দেখা মেলেনি। এমনকি, বাঙালির প্রিয় মাছও উধাও। গোটা তালিকা সাজানো অসম ও বাংলার রকমারি নিরামিষ পদ দিয়ে। রেলের এই অভাবনীয় ‘সাত্ত্বিক’ ভাবনায় হতবাক সঞ্জীববাবু। তাঁর আক্ষেপ, ‘চাকরি সূত্রে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ট্রেনে সফর করেছি। কিন্তু এমন অদ্ভুত খাদ্যতালিকা কোথাও দেখিনি। তাই বলে হোলির সময়েও নিরামিষ খেতে হবে?’

ভোজনরসিক হিসেবে বাঙালির খ্যাতি বা কুখ্যাতি বিশ্বজোড়া। আবার অসমের বাসিন্দারাও যে মাছ-মাংস পছন্দ করেন না, এমনটা নয়। তাহলে বাংলা ও অসমের মধ্যে

এরপর দশের পাতায়

উপাচার্য পেল আরও আট বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে মনোনীত হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায়। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই একই পদের দায়িত্ব দেওয়া হল অর্ণব সেনকে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে দেবব্রত বসুকে। উত্তরবঙ্গের এই তিনটি সহ রাজ্যের আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশেষে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা বুধবার সামনে এল।

শীর্ষ আদালতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যপাল ওই আট নামে সহমত জানিয়েছিল। তার ভিত্তিতে এই নির্দেশিকা। আদালতের নির্দেশ, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অবিলম্বে উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। রাজ্যপালের আনুষ্ঠানিক অনুমতি মিললেই নিয়োগপত্র দেবে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। লোকভবন ও নবান্নের সংঘাতে উপাচার্য নিয়োগের জট কিছুতেই কাটছিল না।

শেষপর্যন্ত ৮ বিশ্ববিদ্যালয়ে জটিলতা কাটলেও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সহ তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ঝুলে রইল। উপাচার্য না থাকায় উত্তরবঙ্গ

এরপর দশের পাতায়

১৪ অধ্যাপকের পদোন্নতি নিয়ে বিতর্ক

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক ছাড়াই ১৪ জন অধ্যাপকের পদোন্নতির অনুমোদনপত্র দেওয়ায় বিতর্ক দেখা দিয়েছে। গত ১৯ জানুয়ারি অস্থায়ী উপাচার্য পদোন্নতির অনুমোদনপত্র অধ্যাপকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এদিকে, সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় সহ মোট ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে। স্থায়ী উপাচার্য শীঘ্রই জয়েন করবেন। অথচ তার আগেই তড়িঘড়ি এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক ছাড়াই অধ্যাপকদের পদোন্নতির অনুমোদন দিয়েছেন অস্থায়ী উপাচার্য দীপককুমার রায়। কেন এই তৎপরতা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অধ্যাপকদের একাংশ। অস্থায়ী উপাচার্যের অধীনে পদোন্নতি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় তারা অংশ নেয়নি। তাদের আশঙ্কা আগামীতে স্থায়ী উপাচার্য জয়েন করলে পদোন্নতি তালিকা বাতিল হতে পারে। তাই তারা বৈঠক থেকে বিরত থেকেছে।

- অস্থায়ী উপাচার্য এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক ছাড়াই ১৪ জন অধ্যাপকের পদোন্নতির অনুমোদনপত্র দিয়েছেন
- সহযোগী অধ্যাপক হওয়ার জন্য ন্যূনতম যে এপিআই স্কোর দরকার সেই স্কোর কারও কারও না থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি
- উপাচার্য দীপককুমার রায়ের কেন এই তৎপরতা তা নিয়ে প্রশ্ন

বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোজাম্মেল হকের কথায়, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য না থাকায় পদোন্নতির

এরপর দশের পাতায়

স্কুলের দরজা খোলাটাই বাহুল্য

আঁধারে পাঠশালা

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ২১ জানুয়ারি : বুধবার দুপুর পৌনে একটা। লক্ষ্মীপুর জুনিয়ার হাইস্কুলের দরজায় তালা লাগালেন শিক্ষক রঞ্জিতকুমার কুণ্ডু। তারপর রওনা দিলেন বাড়ির দিকে। পাশেই প্রাথমিক স্কুলে তখন ছাত্রছাত্রীরা যে যার ক্লাসে পড়াশোনায় ব্যস্ত। এই জুনিয়ার হাইস্কুলে যে এমনটাই দস্তুর, তা বোঝাই গেল। সামনের ফাঁকা মাঠে তখন রোদ্দুরে ধান শুকাতে দিয়েছেন মহিলারা। আজ তো স্কুল ছুটি নয় তবে স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে বাড়ির পথে কেন? জমে থাকা ক্ষোভ উগরে দিলেন টিআইসি রঞ্জিত। বললেন, ‘একটাও ছাত্র নেই। আমি নিজেও আসতে চাই না আর স্কুলে। কিন্তু যতদিন না আমাকে ট্রান্সফার করা হচ্ছে, ততদিন আসতেই হবে।’

আর ২৪ ঘণ্টা বাদে স্কুলে স্কুলে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনা হবে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখন তা নিয়েই ব্যস্ততা। অথচ লক্ষ্মীপুর জুনিয়ার হাইস্কুলে বোধহয় দেবীর নজরই পড়ে না।

কুশমণ্ডি বিডিও অফিস থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে এই স্কুল।

এরপর দশের পাতায়

কাঠগড়ায় সমবায় ব্যাংকের কর্তা দুই ভাই

প্রায় ১৩ কোটি তছরুপ

শেখ পান্না

রতুয়া, ২১ জানুয়ারি : কয়েক কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠেছে এক সমবায় ব্যাংকের ম্যানেজার ও ক্যাশিয়ারের বিরুদ্ধে। আর তার জেরে সমস্যায় পড়েছেন সেই ব্যাংকের প্রায় ১৫ হাজার গ্রাহক। সেই ম্যানেজার স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে। আর ক্যাশিয়ার তাঁর খুড়তুতো ভাই।

ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া-১ ব্লকের বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সেখানে রয়েছে সাহানগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের মিনি ব্যাংক। ওই ব্যাংকেই টাকা জমা রেখে পথে বসতে চলেছেন হাজার পনেরো গরিব মানুষ। গ্রাহকদের অভিযোগ, পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হচ্ছে না। এদিকে, অভিযোগ কার্যত মেনে নিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী। মেনে নিয়েছেন এলাকার তৃণমূল বিধায়কও। কিন্তু গ্রাহকরা কবে তাঁদের জমানো টাকা ফেরত পাবেন কেউ জানে না। পুলিশ তদন্তের আশ্বাস দিচ্ছে।

সমবায় ব্যাংকের সামনে পাসবুক হাতে প্রতারিত গ্রাহকরা।

ব্যাংকের ম্যানেজার অমিতকুমার মণ্ডলের মা স্মৃতিকণা মণ্ডল বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। বাবা অনিলকুমার মণ্ডল এলাকার নামকরা তৃণমূল নেতা। অভিযোগ, ক্ষমতাবলে ছেলেকে ব্যাংকের ম্যানেজার পদে বসিয়েছিলেন তাঁরা। আর অমিতের খুড়তুতো ভাইপো প্রণবকুমার মণ্ডলকে বসিয়েছিলেন ক্যাশিয়ারের চেয়ারে। ব্যাংকে তছরুপের ঘটনা সামনে আসার পর এর পুরো দায় প্রণবের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন অনিলরা।

সেই ব্যাংকের এক গ্রাহক ডলি কুমারীর তিন লক্ষ টাকা জমা ছিল। অভিযোগ, এখন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেই টাকা আর ফেরত দিচ্ছে না। ডলি বলছিলেন, ‘সাত মাস ধরে ঘুরছি। ব্যাংকের লোক বলছে, দেব দেব। কিন্তু কবে দেবে বলছে না। ব্যাংকই খুলছে না।’ মিনা মণ্ডল নামে আরেক গ্রাহক বলেন, ‘এখানে আমার সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা জমা আছে। সাত মাস ধরে ঘোরার পর মাত্র ৩৫ হাজার টাকা ফেরত পেয়েছি। এরা সবাই তৃণমূলের লোক। এখন ক্যাশিয়ার প্রণবের দোষ দিচ্ছে।’

গ্রাহকদের আরও অভিযোগ, ব্যাংকের সামনে এখন পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকছে। পুলিশের দাপটে ব্যাংকে

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

’২৬-এ দেখে নেওয়ার হুমকি আশাকর্মীদের

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে পথ দখল আশাকর্মীদের। কলকাতায়।

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : বেগুনি ছাড়া অন্য কোনও রংয়ে তাঁদের রুচি নেই। কাজের পোশাকের রং বেগুনি। সেই পোশাকের মিছিলে-বিক্ষোভে বুধবার বেগুনি হয়ে গিয়েছিল কলকাতা। রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের অভিযোগ ছিল, এই আন্দোলনের পিছনে আছে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল। অন্য রংয়ের ছোঁয়া এড়াতে তাই আশাকর্মীরা ‘গো ব্যাক’ স্লোগান দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। প্রত্যাখ্যান করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পাঠানো খাবার।

কিন্তু শেষপর্যন্ত আশাকর্মীদের আন্দোলনে রাজনৈতিক কথা হলই। ডাক দেওয়া হল তৃণমূল সরকারকে উচ্ছেদের। আন্দোলন ঠেকাতে চেষ্টার কসুর ছিল না পুলিশের। তা সত্ত্বেও গ্রামগঞ্জ থেকে বেগুনি শাড়ি পরা বাংলায় মহিলার ঢল নেমেছিল কলকাতায়। একেবারে সাধারণ ঘরের মহিলা। অধিকাংশ নিম্নবিত্ত, দরিদ্র পরিবারের। পথে বাধা, ব্যারিকেড ইত্যাদিতেও আটকাতে না পেরে যখন গ্রেপ্তার শুরু করল পুলিশ, উত্তেজনায় তখন সরকার বিরোধী আবহ তৈরি হয়ে গেল নিমেষে।

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ইশমত আরা খাতুন বলেন, ‘যে আগুন রাজ্য সরকার জ্বালিয়েছে, তাতে তাদেরই পুড়ে মরতে হবে। বিক্ষোভকারীদের পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশাকর্মীদের দিনভর হয়রান করেছে পুলিশ।’ গ্রেপ্তার হওয়ার

বেগুনি বিক্ষোভে ধুন্ধুমার কলকাতায়

পর আরও এক ধাপ এগিয়ে উত্তেজিত এক আশাকর্মী চিৎকার করে বললেন, ‘রাজ্যজুড়ে ৮০ হাজার আশাকর্মী, ২০২৬-এ আমরা আপনাদের দেখে নেব।’

সরকারি হিসাবে অবশ্য ৮০ হাজার নয়, ৬০ থেকে ৬৫ হাজার আশাকর্মী আছেন বাংলায়। তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভিত তাঁরাই। এজন্য গ্রামে তাঁদের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সেই আশাকর্মীদের এই অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়লে

এরপর দশের পাতায়

নাতনিদের সঙ্গে পড়তে বসেন সোফিয়া

৩০ বছর ধরে অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার টানছেন। কিন্তু পড়াশোনার জেদ তাঁকে দমে যেতে দেয়নি। বছর বাষট্টির সোফিয়া প্রমাণ করছেন, ইচ্ছেটাই সব। সরস্বতীপুজোর প্রাক্কালে উত্তরবঙ্গ সংবাদের বিশেষ প্রতিবেদন।

সরস্বত্যৈ নমো নমঃ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : বয়স ষাটের গণ্ডি পেরিয়েছে। চুলে পাক ধরেছে। কপালে বয়সের বলিরেখা। কিন্তু দু’চোখে এখনও একরাশ স্বপ্ন। যে বয়সে মানুষ বিশ্রামের কথা ভাবেন, সেই বয়সে দুই নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে প্রতি শনি ও রবিবার কোচিং সেন্টারে যান রায়গঞ্জের বোগ্রাম খালপাড়ের সোফিয়া রায়। তবে নাতনিদের পৌঁছে দিতে যান না। সোফিয়া সেখানে যান নাতনিদের সঙ্গে বেঞ্চে বসে অ আ ক খ শিখতে। ৬২ বছর বয়সে এসে সোফিয়া প্রমাণ করে দিচ্ছেন, শেখার কোনও বয়স হয় না।

দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন সোফিয়া। বাড়িতে অসুস্থ স্বামী আর দিনমজুর ছেলেকে নিয়ে অভাবের সংসার। এতকাল প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে টিপসই দিতে হত তাঁকে। সোফিয়ার কথায়, ‘ব্যাংকে গিয়ে টাকা তোলার সময় আগে টিপসই দিতাম, খুব লজ্জা লাগত। কোনও কিছু পড়তে পারতাম না, লিখতে পারতাম না।’ সেই লজ্জা কাটাতেই লড়াই শুরু। বোগ্রাম খালপাড়ে গাছতলায় বসা একটি ফ্রি কোচিং সেন্টারের এখন

খুদেদের সঙ্গে পড়াশোনায় ব্যস্ত বছর বাষট্টির সোফিয়া।

তিনি নিয়মিত ছাত্রী। তিনি বলেন, ‘এই কোচিং সেন্টারে মাসিরা আমাকে সবকিছু শিখিয়েছে। এখন পঞ্চায়েত বা ব্যাংকে কোনও কাজে গেলে নিজের নাম লিখতে পারি।’

সোফিয়ার জীবনযাত্রা কিন্তু খুব একটা সহজ নয়। ৩০ বছর ধরে অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার টানছেন। কিন্তু পড়াশোনার জেদ তাঁকে দমে যেতে দেয়নি। তাঁর কথায়, ‘ছেলেমেয়েদের কিছু লেখাপড়া করিয়েছি। এখন নাতি-নাতনিরা লেখা-পড়া করছে। তাদের দেখে আমারও পড়তে ইচ্ছে করে। আমি ৩০ বছর ধরে এই এলাকায় পরিচারিকার কাজ করছি। ওই বাড়ির দিদিরা উৎসাহ দেওয়ায় পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছি।’

ছোটরা তো মাঝেমধ্যে স্কুল কামাই করে, ফাঁকি দেয়। সোফিয়া তা করেন না। ভুলে যাওয়ার ভয়ে এই বয়সেও তিনি নিয়মিত ক্লাসে হাজির থাকেন। বললেন, ‘বয়স হয়ে গিয়েছে তো, নিয়মিত পড়তে না গেলে ভুলে যাই। তাই সব দায়িত্ব সামলানোর পর শনি ও রবিবার নাতনিদের সঙ্গে কোচিং সেন্টারে গিয়ে পড়াশোনা করি। যতদিন সুস্থ থাকব সেন্টারে আসব, পড়াশোনা করব।’

বোগ্রামের এই ফ্রি কোচিং সেন্টারটি চালান নিবেদিতা ভট্টাচার্য, ঝুমকি পাল ও সঞ্চিতা ভট্টাচার্যরা। এলাকার ৩০ জন কচিকাঁচার মধ্যে স্বভাবতই সোফিয়া সবথেকে ‘বয়স্ক ছাত্রী’। তবুও সবার সঙ্গে তাঁর ভাব জমেছে দারুণ।

এরপর দশের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/আরটি২-২৭_২০২৫/কে/১৩৫৪; তারিখ: ০৮-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : আরটি-২৭_২০২৫। কাজের নাম : বাণিজ্যিক কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ "কাটিহার ডিভিশনের ১৮টি প্রস্তাবিত স্থানে এটিভিএম স্থাপনের জন্য সিভিল, বৈদ্যুতিক এবং লাইন সংযোগের কাজ"। (স্টেশন-কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জং., বারসোই জং., পূর্ণিয়া জং., জোগবানি, কিষাণগঞ্জ, সামসি, রায়গঞ্জ, ফোর্বসগঞ্জ জং., আররিয়া কোর্ট, কালিয়াগঞ্জ, ডালখোলা, বালুরঘাট, আলুয়াবাড়ি রোড, জলপাইগুড়ি, বুনিয়াদপুর এবং গঙ্গারামপুর)। টেন্ডার মূল্য: ৩৩,৬১,০০২/- টাকা; বায়না মূল্য : ৬৭,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পোর্টেবল মলমূত্র বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট সরবরাহ ও স্থাপন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি-৪৮-২০২৫-২৬; তারিখ: ১২-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম : কমিশনিংয়ের পর ২ বছরের ওয়ারেন্টি মেয়াদ সহ ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে ৫০ কেএলডি (প্রতিদিন কিলো লিটার) ক্ষমতাসম্পন্ন পোর্টেবল মলমূত্র বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট সরবরাহ এবং স্থাপন। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৭৪,৯৮,২৫১/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৫০,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৩-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি ০৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম, ডিব্রুগড়

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সেন্ট্রল বৈঙ্ক ऑफ इंडिया / সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া / Central Bank of India

১৯১১ সে আপকে লিয়ে "সেন্ট্রল" — "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE : COOCHBEHAR

সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া সামাজিক উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (CBI-SUAPS), একটি সমিতি/ট্রাস্ট, যা ১৮৬০ সালের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইনের অধীনে নিবন্ধিত এবং যার প্রধান কার্যালয় মুম্বইয়ে অবস্থিত। ব্যাংকের নিকট বরাদ্দপ্রাপ্ত দেশের ৫১টি লিড জেলায় অবস্থিত ৪৬টি RSETI এবং ৪৮টি FLCC কেন্দ্রের মাধ্যমে এ সংস্থা গ্রামীণ যুবকদের স্বনিযুক্তির প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গ্রামীণ জনগণের মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত।

সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া সামাজিক উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (CBI-SUAPS), যা সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত একটি সমিতি/ট্রাস্ট, কুচবিহারে FLCC কাউন্সেলরের সেবা বার্ষিক চুক্তিভিত্তিকভাবে নিয়োগের জন্য খুঁজছে।

আবেদনপত্রের বিন্যাস, বেতনভাতা, বয়স, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন:

https://www.centralbankofindia.co.in।

উপরোক্ত ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করা যাবে। আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ০৭/০২/২০২৬।

আঞ্চলিক প্রধান/সহ-চেয়ারম্যান (DLRAC), কুচবিহার, ২১/০১/২০২৬

অ্যাফিডেভিট

আমি Sujit Mandal, S/o. Prabir Mandal, গ্রাম- দক্ষিণ খানপুর, পোঃ খানপুর, থানা ঃ বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর আমার মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট Roll- B14461G No- 0079 আমার নাম Sujit Mondal, S/o Prabir Mondal থাকায়, আমার ভোটার কার্ডে No. UNZ1702786 আমার নাম Sujit Sarkar S/o- Kalipada Sarkar থাকায় গত 20/1/26 এ E.M বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমি Sujit Mondal, Sujit Sarkar থেকে Sujit Mandal ও আমার বাবা Prabir Mondal, Kalipada Sarkar থেকে Prabir Mandal নামে পরিচিত হলাম, যাহারা যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/1200073)

•

আমি Palash Mandal, S/o- Prabir Mandal, গ্রাম- দক্ষিণ খানপুর, পোঃ খানপুর, থানা ঃ বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর আমার মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট Roll- Q00881G No- 0327, আমার বাবার নাম Pabitra Mandal থাকায় ও আমার ভোটার কার্ডে No. UNZ1744481 আমার নাম Palash Sarkar S/o- Kalipada Sarkar থাকায় গত 20/01/26 এ E.M বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমি Palash Sarkar থেকে Palash Mandal ও আমার বাবা Pabitra Mandal, Kalipada Sarkar থেকে Prabir Mandal নামে পরিচিত হলাম, যাহারা যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/1200072)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৫৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৬১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৩১৯৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৩২০০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

আমার মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডে বাবার নাম Prasanna Kumar Barman থাকায় দিনহাটা নোটারি কোর্টে 16/01/09 তারিখে 04 নং অ্যাফিডেভিট বলে Pushan Barman হল। প্রসন্ন কুমার বর্মন ও পূষন বর্মন একই ব্যক্তি। চন্দন কুমার বর্মন, পিতা - পূষন বর্মন, সাং- বিল কালাইঘাঁটি, খোঁচাবাড়ি, দিনহাটা। (S/M)

•

আমি তপন অধিকারী, পিতা মৃত গোপীনাথ অধিকারী, সাং ও পোঃ- বড়ধাপেরচাত্রা, শিতলখুচী, কোচবিহার, 2002 সালের ভোটার তালিকায় আমার পিতার ডাক নাম ভূপেন্দ্র অধিকারী উল্লেখ থাকায়, 21/01/2026 তারিখে মাথাভাঙ্গা নোটারী অ্যাফিডেভিটে জানাই আমার পিতা গোপীনাথ অধিকারী ও ভূপেন্দ্র অধিকারী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে গণ্য হইল। (C/119784)

•

I, Ayesah Barman, W/o Bappa Hossain, R/o Natunpara, PO: Jaldapara, PS & Dist: Alipurduar. My name is recorded as Asha Khatun in place of Ayesah Begam in my Adhar Card (No: 524332727072). By affidavit on 07/01/2026 at Alipurduar LD. 1st class J.M court my name has been rectified from Asha Khatun to Ayesah Begam. Asha Khatun & Ayesah Begam is one and same identical person. (C/1201105)

•

আমি Rostam Sarkar, S/o Matior Rahaman গ্রাম ঃ উত্তর রায়পুর, পোঃ পতিরাম, থানা ঃ বালুরঘাট, জেলা ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর 2002 এর ভোটার লিস্ট 37 Kumarganj Constituency, Part No- 195, Sl. No. 519 আমার নাম রোস্তম আলী সরকার, পিতা- মতিওর রহমান সরকার থাকায় গত 21/01/26 এ E.M বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে রোস্তম আলী সরকার, পিতা - মতিওর রহমান সরকার থেকে Rostam Sarkar, S/o. Matior Rahaman নামে পরিচিত হলাম যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120075)

অ্যাফিডেভিট

তুফানগঞ্জ ই এম কোর্টে 20/1/26 এ অ্যাফিডেভিট বলে বর্তমান ভোটার কার্ডে (No. DMY 1381912) আমি Gafur Ali পিতা Safir ও ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় (Part No. 162, Sl. No. 705) আমি Gufurali Mia এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (S/A)

•

আমি বুল্টি দাস, স্বামী গোপাল দাস, সিলভার জুবলী রোড, ওয়ার্ড নং- ৬, থানা- কোতয়ালী, পো:+জেলা - কোচবিহার, গত ২০/০১/২৬ J.M., ফার্স্ট ক্লাস সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি রীনা মহন্ত (বিবাহের পূর্বে) থেকে বুল্টি দাস হলাম। বুল্টি দাস ও রীনা মহন্ত একই ব্যক্তি।

•

আমি সোনা দেব, পিতা সাধন দেব, আমার বাবার নাম ভোটার কার্ডে ভুল থাকায় Voter Id - WB/03/020/237312 গত 21.01.26 তারিখে JM - 1st class court - 1952 অ্যাফিডেভিট বলে Sadhan Deb এবং Swapan Kumar Deb, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলো। (C/120206)

অ্যাফিডেভিট

আমি সারথী দাস কর্মকার আমার স্বামী সঞ্জয় দাস কর্মকার ও মেয়ে রূপালী দাস কর্মকার। কিন্তু মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে মেয়ের নাম রূপালি দাস বাবা সঞ্জয় দাস ও মা সারথি দাস। তুফানগঞ্জ জে এম কোর্টে ১৪/১/২৬ এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি সারথি দাস কর্মকার ও সারথী দাস, আমার মেয়ে রূপালী দাস কর্মকার ও রূপালী দাস এবং আমার স্বামী সঞ্জয় দাস কর্মকার ও সঞ্জয় দাস প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (S/A)

•

আমি Kiran Debi Surana, W/o Parash Surana, ঠিকানা 154 Nagar Changrabandha, Coochbehar. আমার নাম Pan Card (No- FHRPS9789F) Kiran Debi Surana D/o Chenrupaji Kothari ও Post Office Pass Book (A/C No B/16467/1/05) Kiran Surana (Kothari) থাকায় গত 25/08/25; Sub- Divisional Magistrate, Mekhliganj কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Kiran Debi Surana W/o Parash Surana, Kiran Debi Surana D/o Chenrupaji Kothari ও Kiran Surana (Kothari) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/120070)

অ্যাফিডেভিট

গত 31/12/25 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে LD. E.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Md. Aarzoo Mallick & Md Arjoo থেকে Md. Arzoo Mallick নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/113671)

•

আমি সুদীপ্ত বিশ্বাস পিতা স্বর্গীয় স্বপন কুমার বিশ্বাস, ওয়াকার গঞ্জ জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি J.M 1st class court 1571 তাং:- ২০.০১.২৬ এর অ্যাফিডেভিট বলে স্বর্গীয় স্বপন কুমার বিশ্বাস এবং স্বপন বিশ্বাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হল। (C/120204)

•

আমি Ashish Sarkar আমার ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ডে পদবি উল্লেখ আছে Sarkar কিন্তু 2002 এর ভোটের লিস্ট এ মায়ের নাম Minati Mandal ও পিতা Late Bhabesh Mandal রয়েছে সুতরাং গত 20/1/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে E.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, পদবি Mandal থেকে Sarkar করা হলো এবং (বাবা) Bhabesh Mandal থেকে Bhabesh Sarkar নামে পরিচিত হলো, উভয় একই ব্যক্তি। (C/120066)

বিক্রয়

1262 Sq.ft. 3BHK, 3rd floor. Flat for sale at Gopal More, Siliguri. (M) 9830692444. (C/119783)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি বিশ্বনাথ রায়, আমার পাসপোর্টটি (R-9073527) গত ইং 5/1/26 হারিয়ে গেছে। কেউ সন্ধান দিলে উপকৃত হইবো। পূর্ব আলতাগ্রাম। ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি। M - 7501012912. (A/B)

কর্মখালি

Need Male law clerk at Siliguri must be good in English, drafting & computer. Bike Must. Ph 9476296580. (C/119785)

•

শিলিগুড়িতে ছোট পরিবারে 8am - 3 pm থাকার জন্য 45 উর্ধ্বে রান্না জানা মহিলা প্রয়োজন। M:- 9832492627. (C/119785)

•

কোম্পানির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, বেতন 13,500/- PF, ESI, মাসে ছুটি আছে। M:- 8653609553, 9635508609. (C/119784)

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লীজিং

লামডিং মণ্ডল থেকে যাত্রা প্রারম্ভ করা ট্রেনসমূহে ৩ বৎসরের জন্যে এসএলআরের লীজিং ঠিকা এবং এলভিপিএইচ/ভিপিএইচের রাউন্ড ট্রিপের আধারে লীজিং হেতু ই-নীলাম ঠিকা। বিবরণঃ এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), রেট ইউনিটঃ প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অক্সন ক্যাটালগ নং. লীজ-এলএমজি-০৪-২৬

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা/শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৫৬১৩-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এমজেডএস-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২	১৫৬২৪-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-বিজিকেটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এবি/১	১৫৬০৩-১৫৬০৪-ভিপি-১-ডিএইচওয়াই-লিডু-২৫-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১০৯৬
এবি/২	১৯৬১৬-১৯৬১৫-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-ইউডিজেড-২৫-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫৭
এবি/৩	১৫৬২৪-১৫৬২৩-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-বিজিকেটি-২৬-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫৭
এবি/৪	১৫৬৪০-১৫৬৩৯-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-পুরী-২৫-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫৭
এবি/৫	১৫৬৬২-১৫৬৬১-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-আরএনসি-২৫-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫৭

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৯-০১-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১৩.৩০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এসএলআর এবং ভিপিএইচ লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম

এসএলআর এবং ভিপিএইচ লিজের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। বিবরণ ঃ এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/১৪ ঃ এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট) এবং এসইকিউ নং. এবি/১ঃ পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ ২৯-০১-২০২৬-এর ১২.৩০ ঘন্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৯-০১-২০২৬-এর ১৫.২০ ঘন্টা, রেট ইউনিট ঃ এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/১৪ ঃ প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল, এসইকিউ নং. এবি/১ ঃ প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (টু ওয়ে)।

নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ এসএলআর-লিজিং-০৫৯

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
এএ/১	১৫৭০৪-এসএলআর-এফ১-বিএনজিএন-এনজেপি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২	১৫৯৬৭-এসএলআর-এফ২-আরএনওয়াই-এলইডিও-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৭
এএ/৩	১৫৭০৪-এসএলআর-এফ২-বিএনজিএন-এনজেপি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪	১৫৯৬৭-এসএলআর-আর১-আরএনওয়াই-এলইডিও-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৬১
এএ/৫	১৫৮১৮-এসএলআর-এফ১-এনএইচএলএন-এসকেএইচজি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/৬	১৫৮১৫-এসএলআর-এফ১-আরএনওয়াই-এমজেডএস-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৭	১৫৭০৪-এসএলআর-আর১-বিএনজিএন-এনজেপি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৮	১৫৯২৭-এসএলআর-এফ২-আরএনওয়াই-এনটিএসকে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৪
এএ/৯	২২৪১১-এসএলআর-এফ১-এনএইচএলএন-এএনভিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২০১
এএ/১০	১৫৯২৭-এসএলআর-এফ১-আরএনওয়াই-এনটিএসকে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪১৮
এএ/১১	১৫৯৬৭-এসএলআর-এফ১-আরএনওয়াই-এলইডিও-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৬১
এএ/১২	১৫৮১৫-এসএলআর-এফ২-আরএনওয়াই-এমজেডএস-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৩	১৫৮১৫-এসএলআর-আর১-আরএনওয়াই-এমজেডএস-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৪	১৫৯২৭-এসএলআর-আর১-আরএনওয়াই-এনটিএসকে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৬২৭
এবি/১	১৫৬১১-১৫৬১২-ভিপি-১-আরএনওয়াই-এসসিএল-২৫-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	৬২৬

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ০৯-০১-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবে প্রকাশিত হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ট্রেন নং. ২০৬০৪/২০৬০৩ নাগেরকয়েল জংশন-নিউ জলপাইগুড়ি-নাগেরকয়েল জংশন এবং ২০৬১০/২০৬০৯ তিরুচ্চিরাপল্লী জংশন-নিউ জলপাইগুড়ি- তিরুচ্চিরাপল্লী জংশন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)-এর সূচনা

২০৬০৪/২০৬০৩ নাগেরকয়েল জংশন-নিউ জলপাইগুড়ি-নাগেরকয়েল জংশন এবং ২০৬১০/২০৬০৯ তিরুচ্চিরাপল্লী জংশন-নিউ জলপাইগুড়ি- তিরুচ্চিরাপল্লী জংশন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)-এর নিয়মিত পরিষেবা নীচে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ট্রেন নং.- 20604 নাগেরকয়েল জংশন থেকে ২৫-০১-২০২৬ থেকে কার্যকর (প্রত্যেক রবিবার) | ট্রেন নং.- 20603 নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ২৮-০১-২০২৬ থেকে কার্যকর (প্রত্যেক বুধবার)

পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
---	২৩.০০	↓ নাগেরকয়েল জংশন	২৩.০০	----
১২.৩০	১২.৩৫	কাটপাডি	০৮.২০	০৮.২৫
০৪.১০	০৪.৩০	বিশাখাপত্তনম	১৭.১০	১৭.৩০
০১.৪০	০১.৪২	বারসোই জং.	১৮.৩০	১৮.৩২
০২.৩৩	০২.৩৫	কিষাণগঞ্জ	১৭.৪৫	১৭.৪৭
০৫.০০	----	নিউ জলপাইগুড়ি ↑	-----	১৬.৪৫

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ তিরুনেলভেলি জং., কোভিলপট্টি, সাতুর, বিরুধুনগর জং., মাদুরাই জং., ডিন্ডিগুল জং., পালানি, উদুমালাইপেত্তাই, পোল্লাচি জং., কোয়েম্বাটোর জং., তিরুপুর, ইরোড, সালেম, জোলারপেট্টাই, রেনিগুন্টা, গুডুর, ওঙ্গোল, বিজয়ওয়াড়া, রাজামুন্ড্রী, দুভাদা, ভিজিয়ানগরম, শ্রীকাকুলাম রোড, পালাসা, সোমপেটা, ইচ্ছাপুরম, ব্রহ্মপুর, বালুগাঁও, খুর্দা রোড, ভুবনেশ্বর, কটক, জাজপুর কেওনঝার রোড, ভদ্রক, বালাসোর, খড়গপুর, আন্দুল, ডানকুনি, বোলপুর, রামপুর হাট এবং মালদা টাউন।

গঠনঃ শয়ন শ্রেণি (আট), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (এগারো), এসএলআরডি (দুই) এবং প্যান্ট্রি কার (এক) = ২২ টি কামরা।

ট্রেন নং.- 20610 তিরুচ্চিরাপল্লী জংশন থেকে ২৮-০১-২০২৬ থেকে কার্যকর (প্রত্যেক বুধবার) | ট্রেন নং.- 20609 নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ৩০-০১-২০২৬ থেকে কার্যকর (প্রত্যেক শুক্রবার)

পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
---	০৫.৪৫	↓ তিরুচ্চিরাপল্লী জংশন	১৬.১৫	----
২১.৫০	২২.০০	বিজয়ওয়াড়া	০০.২০	০০.৩০
১১.০৫	১১.১০	ভুবনেশ্বর	১০.১৫	১০.২০
০১.৪০	০১.৪২	বারসোই জং.	১৮.৩০	১৮.৩২
০২.৩৩	০২.৩৫	কিষাণগঞ্জ	১৭.৪৫	১৭.৪৭
০৫.০০	-----	নিউ জলপাইগুড়ি ↑	----	১৬.৪৫

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ তঞ্জাভুর জং., কুম্বাকোনাম, মায়িলাদুথুরাই জং., চিদাম্বরম, তিরুপ্পাদিরিপ্পুলিউর, ভিল্লুপুরম জং., চেঙ্গলপাট্টু জং., তাম্বরাম, চেন্নাই এগমোর, সুলুরুপেটা, নয়ুদুপেতা, গুডুর, ওঙ্গোল, রাজামুন্ড্রী, দুভাদা, বিশাখাপত্তনম, ভিজিয়ানগরম, শ্রীকাকুলাম রোড, পালাসা, সোমপেটা, ইচ্ছাপুরম, ব্রহ্মপুর, বালুগাঁও, খুর্দা রোড, কটক, জাজপুর কেওনঝার রোড, ভদ্রক, বালাসোর, খড়গপুর, আন্দুল, ডানকুনি, বোলপুর, রামপুর হাট এবং মালদা টাউন।

গঠনঃ শয়ন শ্রেণি (আট), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (এগারো), এসএলআরডি (দুই) এবং প্যান্ট্রি কার (এক) = ২২ টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন্স)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

বৃন্দাবন বিলাসিনী সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ তুমি আসব বলে, দুপুর ১২.৩০ শ্রীমান ভূতনাথ, বিকেল ৩.৩০ আশ্রিতা, সন্ধে ৭.১৫ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, রাত ১০.০০ কী করে তোকে বলব
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ দুজনে, দুপুর ১২.৩০ অন্নদাতা, বিকেল ৪.০০ হীরক জয়ন্তী, সন্ধে ৭.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.০০ খিলাড়ি
জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ মেজবউ, বিকেল ৪.০০ এক চিলতে সিঁদুর, সন্ধে ৭.৩০ প্রাণের স্বামী, রাত ৯.৩০ তোমায় পাব বলে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অন্তর বাহির
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরজামাই
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অমর সঙ্গী
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৯ সিং ইজ কিং, দুপুর ২.০৩ স্কন্দ, বিকেল ৪.৪২ টু পয়েন্ট জিরো, সন্ধে ৭.৩০ সূর্যবংশী, রাত ১০.১২ অন্তিম দ্য ফাইনাল ট্রুথ
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৩০ ঘর ঘর কি কহানি, বিকেল ৩.৪০ হিম্মতওয়ালা, সন্ধে ৬.৫০ শোলে, রাত ১১.১০ রাম জানে
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৩৪ আরাধনা, বিকেল ৫.০৮ ঘর এক মন্দির, সন্ধে ৭.০৫ ওয়াক্ত কি আওয়াজ, রাত ১০.৩৫ সাজন চলে সসুরাল
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.১০ হমরাজ, বিকেল ৩.৩৫ গেস্ট ইন লন্ডন, বিকেল ৫.৪৫ জলি এলএলবি, সন্ধে ৭.৫৭ পটনা শুক্লা, রাত ১০.০৯ হম তুম
জি সিনেমা : বেলা ১১.১৯ দবং-টু, দুপুর ১.৪৯ গীতা গোবিন্দম, বিকেল ৪.৩১ জওয়ান, রাত ৮.০০ ভেট্টাইয়ান দ্য হান্টার, ১১.০৭ চক্র কা রক্ষক

শোলে সন্ধে ৬.৫০ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

ফ্রোজেন কিংডম রাত ৮.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

খিলাড়ি রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

কিছু ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ

যাত্রীদের সুবিধার্থে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে নিম্নরূপে থামবেঃ

ট্রেন নং ও নাম	স্টেশন	সময় পৌঁ.	সময় ছা.	যে তারিখ থেকে থামবে
১৩১৪৫ কলকাতা-রাধিকাপুর এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	ধুলিয়ানগঙ্গা	০১.৫০	০১.৫২	২৩.০১.২০২৬
	নিমতিতা	০১.৪২	০১.৪৪	
১৩১৬৩ শিয়ালদহ-সহর্সা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	ধুলিয়ানগঙ্গা	০৩.০২	০৩.০৪	২৩.০১.২০২৬
১৩১৬৪ সহর্সা-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	ধুলিয়ানগঙ্গা	২৩.৩৩	২৩.৩৫	২৩.০১.২০২৬
১৫৬৪৩ পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	জঙ্গীপুর রোড	১২.৪৩	১২.৪৫	২৫.০১.২০২৬
১৫৬৪৪ কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	জঙ্গীপুর রোড	১৫.০০	১৫.০২	২৩.০১.২০২৬
১৩০৬৩ হাওড়া-বালুরঘাট এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	জঙ্গীপুর রোড	১২.৪৩	১২.৪৫	২৩.০১.২০২৬
	নিমতিতা	১২.৫৮	১৩.০০	
১৩০৬৪ বালুরঘাট-হাওড়া এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	জঙ্গীপুর রোড	০০.১৪	০০.১৬	২৩.০১.২০২৬
	নিমতিতা	০০.০২	০০.০৪	
১৫৭২১ দীঘা-নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	জঙ্গীপুর রোড	০২.১৬	০২.১৮	২৫.০১.২০২৬
	নিমতিতা	০২.৩৬	০২.৩৮	
১৫৭২২ নিউ জলপাইগুড়ি-দীঘা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	জঙ্গীপুর রোড	০২.০৫	০২.০৭	২৪.০১.২০২৬
	নিমতিতা	০১.৫০	০১.৫২	
১৩০৩৪ কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	মহিপাল রোড	২০.৫৫	২০.৫৭	২৩.০১.২০২৬
১৩০৩৩ হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	মনিগ্রাম	০৪.২১	০৪.২৩	২৩.০১.২০২৬
১৩৪৬৫ হাওড়া-মালদা টাউন এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	মনিগ্রাম	১৮.১৯	১৮.২১	২৩.০১.২০২৬
১৩৪৬৬ মালদা টাউন-হাওড়া এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	মনিগ্রাম	০৭.৩৮	০৭.৪০	২৩.০১.২০২৬
১৩১৪৬ রাধিকাপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	নিমতিতা	০১.১৮	০১.২০	২৩.০১.২০২৬
১২৫১৭ কলকাতা-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	নিমতিতা	০২.৩৬	০২.৩৮	২৩.০১.২০২৬
১২৫১৮ গুয়াহাটি-কলকাতা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	নিমতিতা	০৯.১০	০৯.১২	২৫.০১.২০২৬

দ্রষ্টব্যঃ অন্যান্য সকল স্টেশনে এই ট্রেনগুলির সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে সামান্য সমস্যা হলেও হতে পারে। নতুন কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। প্রেমে শুভ। বৃষ : শারীরিক কারণে কাজের ক্ষতি হতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে। মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। মিথুন : প্রেম প্রণয়ে সামান্য ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর আশা করতে পারেন। ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনায় সাফল্য মিলবে। কর্কট : বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন। অর্থ উপার্জনের জন্য বেশি পরিশ্রমের দরকার নেই। দাম্পত্যের সমস্যা কেটে যাবে। সিংহ : বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর রাখুন। জ্বর-সর্দিকাশিতে ভোগান্তি। প্রণয়মূলক বিবাহের সম্ভাবনা। কন্যা : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। চলাফেরায় সতর্ক থাকুন। বিকেলের পর ভালো অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। তুলা : বহুদিনের কোনও বকেয়া হাতে পেয়ে সমস্যা থেকে স্বস্তি পাবেন। ফ্ল্যাট কেনার জন্য ঋণের আবেদন মঞ্জুরের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। বৃশ্চিক : সন্তানের পড়াশোনার ব্যাপারে খরচ একটু বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুর মোকাবিলায় সফল হবেন। গবেষণায় যুক্ত ব্যক্তিরা আশানুরূপ সুফল পাবেন। ধনু : কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাবেন। পারিবারিক সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে সংসারে ভোগান্তি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আয়ের সম্ভাবনা। মকর : লটারি, ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মানসিক চাপ বাড়বে। নতুন বিনিয়োগে সতর্ক থাকুন। কুম্ভ : পারিবারিক ক্ষেত্রে বাধা এলেও বুদ্ধিবলে এড়াতে সক্ষম হবেন। বাড়িতে সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যয় বাড়বে। শিক্ষাক্ষেত্রে মোটামুটি সাফল্য। মীন : উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা একটু সাবধানে থাকুন। সন্তানের আশানুরূপ সাফল্যের সম্ভাবনা। প্রতিবেশীর সঙ্গে জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে তর্কবিতর্ক হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২ মাঘ, ২২ জানুয়ারি ২০২৬, ৮ মাঘ, সংবৎ ৪ মাঘ সুদি, ২ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১২। বৃহস্পতিবার, চতুর্থী রাত্রি ১।৩৯। শতভিষানক্ষত্র দিবা ২।২২। বরীয়ানযোগ সন্ধ্যা ৫।৫৩। বণিজকরণ দিবা ২।১ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১।৩৯ গতে ববকরণ। জন্মে-কুম্ভরাশি শুদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্ঠোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুল দশা, দিবা ২।২২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ২।২২ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ১।৩৯ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ২।৩০ গতে ৫।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৯ গতে ১।২৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই, শেষরাত্রি ৪।৫২ গতে যাত্রা মধ্যম দক্ষিণে। নিষেধ। শুভকর্ম্ম-দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১।৩৯ মধ্যে চন্দ্রদগ্ধা। বরদাচতুর্থী, বিনায়কচতুর্থীব্রত, শ্রীশ্রীগণেশচতুর্থী ও শ্রীশ্রীগণেশপূজা, সৌভাগ্য কামনায় শ্রীশ্রীগৌরীপূজা। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ১০।৪৩ গতে ১২।৫৬ মধ্যে। অমৃতযোগ-রাত্রি ১।৮ গতে ৩।৪২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রায়গঞ্জ থানার সামনে বিক্ষোভ আশাকর্মীদের। ছবি : দিবাকর সাহা

থানা ঘেরাও আশাকর্মীদের

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২১ জানুয়ারি : মালদা এবং বালুরঘাটের আশাকর্মীদের স্বাস্থ্য ভবন অভিযানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ। আশাকর্মীদের দাবি, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট স্টেশন থেকে ট্রেন ধরতে গেলে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়েছে। টিকিট থাকা সত্ত্বেও ৭০-৮০ জন আশাকর্মীকে মালদা টাউন স্টেশনে আটকে দেওয়ার অভিযোগ জিআরপির বিরুদ্ধে। থানার সামনে আটক করে রাখা হয় বলে অভিযোগ। এদিকে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আশাকর্মী সংগঠনের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি মাধবীলতা পাল সহ বেশ কয়েকজন আশাকর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর চলে। অভিযোগ, সেদিন পুলিশ হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে বুধবার রায়গঞ্জ থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন আশাকর্মীরা। এদিন দীর্ঘক্ষণ থানার মূল গেট অবরোধ করে রাখেন তাঁরা।

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভানেত্রী নমিতা মহন্ত বলেন, ‘বুধবার কলকাতার স্বাস্থ্য ভবন অভিযান কর্মসূচির ঘোষণা আগে থেকেই ছিল। মঙ্গলবার বালুরঘাট স্টেশনে গেলে বাধার মুখোমুখি হই। পরে রাত ন’টায় ট্রেন ধরতে হয়। আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।’ মোটের ওপর একই অভিজ্ঞতা মালদার আশাকর্মীদের। লতা দে বর্মন নামে এক কর্মী বলেন, ‘আমরা কলকাতায় যাচ্ছিলাম। কিন্তু বিনা কারণে, টিকিট থাকা সত্ত্বেও পুলিশ আমাদেরকে মালদা টাউন স্টেশনে আটকে দিয়েছে।’

গত ২৩ ডিসেম্বর থেকে বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন। অভিযোগ, আশাকর্মীদের দিয়ে একাধিক দায়িত্ব পালন করানো হয়। তবু তাঁদের কোনও স্থায়ী বেতন কাঠামো নেই। চার মাসের ভাতা বকেয়া রয়েছে এবং ইনসেন্টিভ দেওয়ার ক্ষেত্রে টালবাহানা করা হচ্ছে। ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা মাসিক বেতন ও সরকারি কর্মীর মর্যাদা দেওয়ার দাবিতেই তাঁরা সোচ্চার হয়েছেন। এইসব দাবিতে ২১ জানুয়ারি, বুধবার স্বাস্থ্য ভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল সংগঠনের।

এদিন রায়গঞ্জে আশাকর্মী ইউনিয়নের নেত্রী মিনতি সরকার বলেন, ‘কলকাতায় আমাদের কর্মসূচি ছিল। স্বাস্থ্যসচিব নিজে আমাদের ডেকেছিলেন। পুলিশ-প্রশাসন গতকাল থেকে আমাদের বাড়ি নজরবন্দি করে রাখে।’ পাশাপাশি, মঙ্গলবার রাতে কালিয়াগঞ্জ স্টেশনে ব্যাগ তল্লাশির নাম করে কলকাতাগামী ট্রেন থেকে ৪ আশাকর্মীকে ট্রেন থেকে নামানোর অভিযোগ ওঠে। আশাকর্মী কল্পনা বর্মনের অভিযোগ, ‘ব্যাগ তল্লাশির নামে ট্রেন থেকে আমাদের নামতে বাধ্য করে পুলিশ। সে সময় ট্রেন ছেড়ে দেওয়ায় আমরা কলকাতায় আর যেতে পারলাম না।’

বিকল হাইমাস্ট

পতিরাম, ২১ জানুয়ারি : বোল্লা পঞ্চায়েতের পারপতিরাম মাঠের হাইমাস্টের বাতি কয়েক মাস ধরে বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছেন এলাকাবাসী। কয়েক বছর আগে ধুমধাম করে এই হাইমাস্টটির উদ্বোধন হয়েছিল। প্রথম কয়েক মাস নিয়মিত বাতি জ্বললেও, কিছুদিনের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর বহুবার বিষয়টি জানানো হলেও আজ পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ। এমনকি হাইমাস্টের চারধারে জঙ্গলে ছেয়ে রয়েছে।

এই হাইমাস্টের বাতি শুধু পারপতিরাম মাঠকেই নয়, আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাকেও আলোকিত করত। সন্ধ্যার পর মাঠে খেলাধুলো করা শিশু-কিশোরদের পাশাপাশি পথচলতি মানুষজনও এই আলোয় উপকৃত হতেন। বাতি বন্ধ থাকায় সন্ধ্যার পর এলাকা কার্যত অন্ধকারে ডুবে থাকে। ফলে পথ চলতে অসুবিধা হচ্ছে, বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও। স্থানীয় বাসিন্দা সুমনা সরকার বলেন, ‘বহুদিন ধরে হাইমাস্টের বাতি বিকল। কবে যে আবার ঠিক হবে, সেটাও কেউ জানে না। বারবার জানিয়েও কোনও কাজ হচ্ছে না।’

পঞ্চায়েত প্রধান গৌরী বর্মনের বক্তব্য, ‘বিষয়টি নজরে থাকল। কী করা যায়, তা খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করব।’

সচেতনতা

গঙ্গারামপুর, ২১ জানুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ও জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বাল্যবিবাহমুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে বুধবার গঙ্গারামপুর ব্লকের উদয় গ্রাম পঞ্চায়েতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য ও পিএলভিদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সম্পাদক কেয়া বালা, উদয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অসিতবরণ কুণ্ডু প্রমুখ। অন্যদিকে, গঙ্গারামপুর শহরের কাদিহাট বেলবাড়ি উচ্চবিদ্যালয় ও পার্বতীপুর আইসিডিএস সেন্টারে একটি আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শোকমিছিল

পতিরাম, ২১ জানুয়ারি : পতিরাম স্পন্দন কালচারাল অ্যাকাডেমির উদ্যোগে সংস্কৃতিকর্মী সঞ্জয় কর্মকারের স্মরণে বুধবার পতিরামে শোকমিছিল ও শোকসভা আয়োজিত হয়।

ক্ষমতায় এলে নারী নিগ্রহকারীদের বাড়িতে অভিযান

সুকান্তর বুলডোজার হুংকার

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : ভোটারদের কাছে টানতে উত্তরপ্রদেশের যোগী মডেলকেই কি বেছে নিতে চাইছেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব? বুধবার রায়গঞ্জে এসে ঠিক এমনটাই জানিয়ে রাখলেন দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কথায়, ‘বিজেপি মহিলাদের ওপর অত্যাচার হলে কোনও মহিলার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। কয়েক মাস পরেই এরাজ্যে যখন বিজেপির সরকার গঠন হবে, তখন রায়গঞ্জ থানা থেকে পুলিশের গাড়ির সঙ্গে একটি হলুদ রঙের গাড়িও থাকবে, যাকে বুলডোজার বলা হয়। মহিলাদের গায়ে যারা হাত দেবে, তাদের বাড়ির সন্ধান নিয়ে পুলিশ বুলডোজার চালাবে।’

এদিন বিকেল সাড়ে ৩টায় রায়গঞ্জ শহরের রেলস্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় পরিবর্তন সংকল্প সভার আয়োজন হয়। মূল বক্তা সুকান্ত ছাড়াও সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল, রাজ্য নেতা অম্লান ভাদুড়ি, দলের জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ সহ একঝাঁক জেলা স্তরের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সভামঞ্চ

রায়গঞ্জে সুকান্ত মজুমদারের জনসভা। বুধবার। ছবি : দিবাকর সাহা।

থেকে আদ্যোপান্ত তৃণমূলকেই কটাক্ষ করে যান সুকান্ত।

সুকান্ত বক্তব্য শুরু করেন কৃষ্ণ কল্যাণীকে কটাক্ষ করে। তিনি বলেন, ‘কলিযুগে রায়গঞ্জের কৃষ্ণ হল মিরজাফর। আমাদের ভোটে জিতে ওপারে পালিয়ে গিয়েছেন।’ সুকান্তের কটাক্ষ, ক্ষমতা থাকলে কৃষ্ণ কল্যাণীকে আসন্ন নির্বাচনে টিকিট দিক তৃণমূল। বিজেপি নাকখত দিয়ে তাঁকে হারাবে।’ কৃষ্ণকে দুর্নীতির অভিযোগে জেলে ঢোকানোর হুমকিও এদিন দেন সুকান্ত। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণ কল্যাণীকে ফোন করা হলে তিনি অনুষ্ঠানে ব্যস্ত আছেন বলে জানান। তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, ‘আমরা নাকখত দিয়ে বলছি যে বিজেপি প্রার্থীকে হারাব। আর কে জেলের ভেতর যাবেন, সেটা ঠিক করার সুকান্ত মজুমদার কে! নারী নির্যাতন যত হয়েছে সবগুলোতেই আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন। আগে তারা ক্ষমতায় আসুক তারপর দেখা যাবে।’ অন্যদিকে, তৃণমূলকে রাজ্য থেকে সরাতে কংগ্রেস নেতৃত্বকে নরেন্দ্র মোদির হাত ধরার উপদেশ দেন সুকান্ত। জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত সহ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে সুকান্তের বার্তা, ‘বন্ধ ঘরে তৃণমূলের সঙ্গে কফি ও ফিশ ফ্রাই খেলে হবে না। তৃণমূলকে সরাতে হলে নরেন্দ্র মোদির হাত ধরুন।’

উন্নয়নের পাঁচালির পালটা হিসেবে রায়গঞ্জের জন্য পাঁচালি পড়েন সুকান্ত। তাতে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ, দুই বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী ও গৌতম পালকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন তিনি।

> **কয়েক মাস পরেই এরাজ্যে যখন বিজেপির সরকার গঠন হবে, তখন রায়গঞ্জ থানা থেকে পুলিশের গাড়ির সঙ্গে একটি হলুদ রঙের গাড়িও থাকবে, যাকে বুলডোজার বলা হয়। মহিলাদের গায়ে যারা হাত দেবে, তাদের বাড়ির সন্ধান নিয়ে পুলিশ বুলডোজার চালাবে।**
>
> **-সুকান্ত মজুমদার**

কমিটিতে ব্রাত্য মহিলারা, সরব মন্ত্রী

গঙ্গারামপুর, ২১ জানুয়ারি : আসন্ন বিধানসভা ভোটকে কেন্দ্র করে বুধবার তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের ব্লক, শহর ও জেলা কমিটি ঘোষণা করা হল। গঙ্গারামপুর নিউ মার্কেট এলাকায় অবস্থিত তৃণমূল কার্যালয়ে শীর্ষ জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়। সংখ্যালঘু সেলের দীর্ঘ কমিটির তালিকায় কেন মহিলারা ব্রাত্য, তা নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। সংখ্যালঘু কমিটিতে মহিলাদের সংযুক্তিকরণের নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

বিপ্লব বলেন, ‘বর্তমান সমাজে মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছেন এবং তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সংখ্যালঘু সেলে কেন মহিলা প্রতিনিধি নেই, এই বিষয়টি আমাকে ভাবিত করেছে। তাই এই কমিটির সঙ্গে মহিলারা যাতে যুক্ত হন, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’ এ নিয়ে সেলের জেলা সভাপতি মাহাবুর রহমান সরকার জানান, অবিলম্বে এই কমিটির সঙ্গে মহিলাদের সংযুক্ত করা হবে। পাশাপাশি এদিনের সভা থেকে একাধিক বিষয় নিয়ে সরব হন মন্ত্রী। বিধানসভা ভোটের আগে কেউ দলবিরোধী কার্যকলাপ করলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেন বিপ্লব।

মারামারিতে গ্রেপ্তার ২

হেমতাবাদ, ২১ জানুয়ারি : রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর বেঁচে যাওয়া পাথর, বালি, সিমেন্ট ভাগাভাগি নিয়ে দু’পক্ষের মারামারিতে জখম হন তিনজন। ওই ঘটনায় বুধবার দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম মোবারক আলি ও ইসমাইল মহম্মদ। তাঁদের বাড়ি হেমতাবাদ থানার সোনাবন্ধ গ্রামে। ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা জানিয়েছেন, বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

গোডাউনের সামনে বিক্ষোভ

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২১ জানুয়ারি : বালুরঘাট রেলস্টেশন সংলগ্ন ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার (এফসিআই) অফিস এবং একটি বেসরকারি সংস্থার গোডাউনে জমি ফেরতের দাবিতে টানা ১১ দিন ধরে চলা কৃষকদের ধর্নাকে ঘিরে বুধবার নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল। এদিন আদিবাসী জমি রক্ষা ও কৃষক কল্যাণ সমিতির নেতা-কর্মীরা মিছিল করে গোডাউনের সামনে হাজির হন। মাইক হাতে নিজেদের দাবিতে সোচ্চার হন আন্দোলনকারীরা। প্রতিবাদের অংশ হিসেবে গোডাউনের সমস্ত গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

আন্দোলনকারীরা গোডাউন কর্তৃপক্ষকে আগামী তিনদিনের মধ্যে জমি ফেরতের দাবি জানিয়েছেন। না হলে সমস্ত আদিবাসী সংগঠন একজোট হয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে

নামবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে নেতৃত্ব। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়।

আদিবাসী নেতা কর্নেল টুডু বলেন, ‘জমিদাতাদের চাকরি দেওয়ার নাম করে ভাঁওতাবাজি করে আদিবাসীদের জমি নিয়েছে কোম্পানি। পরে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলেও কোনও প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয়নি। তিনদিনের মধ্যে জমিদাতাদের সঙ্গে বসে ফয়সালা না হলে জেলা শাসকের দপ্তর অভিযান সহ বৃহত্তর কর্মসূচি নেওয়া হবে।’

জমিদাতাদের মধ্যে রূম্পা ওরাওঁয়ের বক্তব্য, পাঁচ বছর আগে জমি নেওয়ার সময় কিছু টাকা ও কাজের চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু কাজ মেলেনি। গত বছর আন্দোলনের পর তিন মাস কাজ করালেও পুরো টাকা দেয়নি। এখন বলা হচ্ছে এখানে আর চাকরি নেই। তাই জমি ফেরত চাইছেন তিনি।

পুড়ে মৃত্যু

মালদা, ২১ জানুয়ারি : মঙ্গলবার মধ্যরাতে মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম রোহিণীবালা মণ্ডল (৬৫)। তাঁর বাড়ি বামনগোলার দিঘলবর এলাকায়। গত রবিবার বাড়িতে উনুন জ্বালিয়ে রান্না করার সময় অসাবধানতাবশত তাঁর কাপড়ে আগুন ধরে যায়। সেই আগুনে তিনি নিজেও পুড়ে যান। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ৪

বালুরঘাট, ২১ জানুয়ারি : বিএসএফ ও ড্রাগ কন্ট্রোলের যৌথ উদ্যোগে হিলি থানার জামালপুর থেকে মঙ্গলবার ৮০০টি সিডেটিভ ড্রাগস সহ চারজন গ্রেপ্তার হয়েছে। বাজেয়াপ্ত ড্রাগসের আনুমানিক বাজারমূল্য ৫০ হাজার টাকা।

নতুন ট্রেনের সময়সূচির বিজ্ঞপ্তি

রায়গঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : ১৭ জানুয়ারি মালদা থেকে রাধিকাপুর-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেসের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার সাপ্তাহিক ট্রেনটির চলাচলের সময়সূচি ও ভাড়া সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৬২২৪ নম্বর রাধিকাপুর-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস প্রতি রবিবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে রাধিকাপুর স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করবে। কালিয়াগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছাবে রাত ৯টা ৪৪ মিনিটে এবং রায়গঞ্জে পৌঁছাবে রাত ১০টা ০৩ মিনিটে। এরপর মালদা টাউন, নিউ ফরাক্কা, খড়্গপুর, ভুবনেশ্বর, বিজয়ওয়াড়া পেরিয়ে ট্রেনটি মঙ্গলবার রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে বেঙ্গালুরু স্টেশনে পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ১৬২২৩ নম্বর বেঙ্গালুরু-রাধিকাপুর এক্সপ্রেস প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা ৫০

রাধিকাপুর থেকে বেঙ্গালুরু

মিনিটে বেঙ্গালুরু স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করবে। একাধিক স্টেশন পেরিয়ে রায়গঞ্জ স্টেশনে ট্রেনটি পৌঁছাবে শনিবার সকাল ১১টা ২২ মিনিটে। তারপর কালিয়াগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছাবে সকাল ১১টা ৪২ মিনিটে এবং ১২টা ৪৫ মিনিটে রাধিকাপুর স্টেশনে পৌঁছাবে ট্রেনটি। স্লিপার ক্লাসে ট্রেনটির ভাড়া ৯২০ টাকা। থ্রি টিয়ার এসিতে ২,৩৩০ টাকা এবং সেকেন্ড ক্লাস এসিতে ৩,৩৫৫ টাকা। ইতিমধ্যে টিকিট বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। শুরুতেই নিঃশেষ বেঙ্গালুরু-রাধিকাপুর এক্সপ্রেসের সংরক্ষিত আসনের টিকিট। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ইউজার্স কনসালটেটিভ কমিটির জোনাল সদস্য অঙ্কুশ মৈত্র জানান, এক্সপ্রেস ট্রেনটির প্রতিটি কোচ আধুনিক প্রযুক্তির। নতুন এই ট্রেন চালু হওয়ায় উত্তর দিনাজপুর সহ উত্তরবঙ্গের একাংশের যাত্রীদের দক্ষিণ ভারত চলাচল অনেকটা সহজ হবে বলে মনে করেন তিনি।

রোগীর পরিজনের ভোগান্তি মেডিকেলে

কর্মবিরতিতে আবর্জনার স্তূপ

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২১ জানুয়ারি : মঙ্গলবার বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর পাঁচ মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে বুধবার থেকে ফের কর্মবিরতি শুরু করলেন মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। মেডিকেল কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের পরেও তাঁরা নিজেদের অবস্থানে অনড়। এদিকে তার ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এনিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে রীতিমতো কাঠগড়ায় তুলছেন রোগীর পরিজনরা। বুধবার বিকেলে হাসপাতালের মাতৃ-মা বিভাগের সামনে রোগীর আত্মীয়দের বসার জায়গায় খাবারের প্লাস্টিক, ফলের খোসা, খালি জলের বোতল ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ওয়ার্ডেও ডাস্টবিন উপচে পড়ছিল। কোনও কিছু পরিষ্কার করা হয়নি। সকাল থেকে অস্থায়ী কর্মীদের কর্মবিরতিতে এমনই ভোগান্তির ছবি ফুটে উঠল। রোগী ও তাঁর পরিজনদের ক্ষোভ, আগামী কয়েকদিন এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে হাসপাতালের ওয়ার্ডে কিংবা গোটা চত্বরে বসে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠবে।

কর্মবিরতির প্রভাব চিকিৎসা পরিষেবায় পড়ার কথা মেনে নিয়েছেন খোদ মেডিকেল সুপার প্রসেনজিৎ বর। তিনি বলেন, 'অস্থায়ী কর্মীরা কর্মবিরতিতে শামিল হওয়ায় পরিষেবায় খানিকটা প্রভাব পড়েছে। আমরা কর্মীদের কাছে আবেদন রেখেছি, তাঁরা যাতে নিজেদের সমস্যা লিখিত আকারে আমাদের জানিয়ে কাজে ফেরেন। অস্থায়ী কর্মীরা সমস্যায় পড়লে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।' সকাল থেকে সাফাই না হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন রোগীরা। সরলা হেমব্রম নামে এক রোগীর আত্মীয় বললেন, 'আমার দাদু হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। সকাল থেকে কিছু পরিষ্কার করা হয়নি। ডাস্টবিন ভর্তি আবর্জনা থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে। কী কারণে পরিষ্কার করা হচ্ছে না, জানি না। তবে আমাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' আরেক রোগীর আত্মীয় সুমন কর্মকার জানালেন, এর আগেও অস্থায়ী কর্মীরা বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন। সেই সময়ও রোগীদের একইভাবে ভোগান্তি হয়েছিল। ক্ষুব্ধ গলায় তাঁর প্রশ্ন, 'কেন বারবার আমাদের সমস্যায় পড়তে হবে? মেডিকেল কর্তৃপক্ষ কেন কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে না? প্রশাসনই বা কেন চুপ করে রয়েছে?'

অস্থায়ী কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। বুধবার।

পাঁচ মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে বুধবার সকাল থেকে কর্মবিরতি শুরু করেছেন হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। সকাল থেকেই হাসপাতাল ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়, মেডিকেল সুপার প্রসেনজিৎ বর, পুরসভার চেয়ারম্যান তথা রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী সহ অন্যরা। কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের পরও সুরাহা হয়নি। কেবল সাধারণ মানুষের কথা ভেবে মাতৃ-মা ও জরুরি বিভাগে পরিষেবা দিচ্ছেন তাঁরা। এক অস্থায়ী কর্মী পিন্টু শেখের অভিযোগ, 'পাঁচ মাস ধরে আমরা বেতন পাচ্ছি না। মঙ্গলবার এনিয়ে আমরা মেডিকেল সুপারের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু উনি কোনও উত্তর দিতে পারেননি। বাধ্য হয়ে বুধবার থেকে কর্মবিরতিতে শামিল হয়েছি। বকেয়া না মেটানো পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে।' রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'অস্থায়ী কর্মীদের কথা শুনেছি। আমরা এজেন্সির সঙ্গেও কথা বলব। তবে হাসপাতালে কোনওভাবেই কর্মবিরতি বরদাস্ত করা যায় না।'

দেবীর সাজ।। বালুরঘাট কোর্ট মোড়ে বুধবার অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।

সবাই শুনানিতে, কে যাবে শেষযাত্রায়

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২১ জানুয়ারি : এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পড়া নিয়ে গৌড়বঙ্গজুড়ে মানুষের হয়রানি অব্যাহত।

ইংরেজবাজার পুর এলাকার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলবাড়ি বুধবার যেন জনমানবহীন। এলাকার সকলেই ডাক পেয়েছেন এসআইআর-এর শুনানিতে। ফলে নিকটবর্তী মালদা জিলা স্কুলের লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমাণ পাড়ার বাসিন্দারা। আর তখনই খবর আসে, মারা গিয়েছেন এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা টুলু শেখ। ৮০ ছুঁইছুঁই টুলু পেশায় স্বর্ণকার ছিলেন। হঠাৎই মারা যাওয়ায় মহা বিপদে পড়ে তাঁর পরিবার। কে মাটি দেবে, কারাই বা নিয়ে যাবেন কবরস্থানে? কারণ, এলাকার তরুণরা তখন যে সবাই দাঁড়িয়ে এসআইআর-এর শুনানির লম্বা লাইনে!

টুলুর ছেলে টনি শেখ অভিযোগ করে বলেন, 'বাবা মারা যাওয়ার পর বন্ধুবান্ধবদের খবর দিই। কিন্তু এলাকার বেশিরভাগ বন্ধুবান্ধবই এসআইআর-এর লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে জিলা স্কুলের সামনে। ফলে সমস্যায় পড়ে যাই আমরা। কবর খুঁড়তে যাবে কে?' আবার স্থানীয় বাবর শেখের কথায়, 'মালদা শহরে একমাত্র কবরস্থান রয়েছে চার্চপল্লিতে। কিন্তু যা পরিস্থিতি, মনে হচ্ছে অন্ত্যেষ্টি শেষ হতে রাত হয়ে যাবে।' এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলার শম্পা সাহা বসাকের মন্তব্য, 'সামান্য কারণে ভোটারদের হয়রান করা

> **বাবা মারা যাওয়ার পর বন্ধুবান্ধবদের খবর দিই। কিন্তু বেশিরভাগ বন্ধুই এসআইআর-এর লাইনে দাঁড়িয়ে আছে জিলা স্কুলের সামনে। কবর খুঁড়তে যাবে কে?**
> **টনি শেখ** মৃতের ছেলে

হচ্ছে। প্রয়াত এলাকার বহু পুরোনো বাসিন্দা। আমরা তাঁকে ছেলেবেলা থেকে চিনি। আর তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁকে মাটি দিতে নিয়ে যাওয়ার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। এলাকার অনেকে শুনানিতে গিয়েছেন। মানুষকে হেনস্তা করা ছাড়া এ আর কিছু নয়।' এদিকে, সামসীতেও চর্চায় কবরের মাটি। মঙ্গলবার 'এসআইআর আতঙ্কে' এলাকার মহম্মদ জলিলের মৃত্যুর হয় বলে দাবি। বুধবার তাঁর প্রতিকৃতি হাতে নিয়ে চলল বিক্ষোভ। এদিন মৃতের কবরের মাটি নিয়ে আসা হয় শুনানিকেন্দ্রে। কপালে সেই মাটি মেখে স্লোগান তোলেন মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। প্রতিবাদে শামিল হন মৃতের স্ত্রী ও ছেলে। পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

এদিন, এসআইআর-এর শুনানিতে মানুষের হয়রানি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয় বিভিন্ন জেলায়। দক্ষিণ দিনাজপুরে জেলা নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দিল জেলা বামফ্রন্ট। মানিকচকে বিডিওর দপ্তরে ডেপুটেশন দেন সাংসদ ইশা খান। বেছে বেছে সংখ্যালঘুদের নিশানা করার অভিযোগ তোলেন তিনি। হরিরামপুরের নেতা সোনা পালের নেতৃত্বে বুধবার গঙ্গারামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেয় কংগ্রেস। মহকুমা শাসক অভিষেক শুক্লা আন্দোলনকারীদের দাবি বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন। বুধবার জেলা শাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেয় জামাত-এ-ইসলামি হিন্দের জেলা নেতৃত্ব।

দুটি ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

বুনিয়াদপুর, ২১ জানুয়ারি : বংশীহারীর দুটি পৃথক এলাকায় দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। বংশীহারী থানার পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে বুধবার মৃতদেহ দুটিকে বালুরঘাটে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে কুশকারি কল্যাণী এলাকায় আব্বাস আলি (৩১)-কে শোয়ার ঘরে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় দেখতে পায় তাঁর পরিবার। রাতেই আব্বাসকে উদ্ধার করে রশিদপুর হাসপাতালে আনলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে বুধবার সকালে কইল গ্রামের পরিমল সোরেন (৫০) কাজের নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। এক কিলোমিটার দূরে টাঙন নদীর ধারে বাঁধ এলাকায় স্থানীয়রা তাঁকে একটি বট গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেন। দেহ উদ্ধার করে রশিদপুর হাসপাতালে আনলে চিকিৎসক তাঁকেও মৃত বলে জানান। দুজনের ক্ষেত্রেই এখনও মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট নয়।

ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু শিশুর

রায়গঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : বাড়ির ছাদে খেলতে খেলতে পা হড়কে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল আড়াই বছরের শিশুর। মঙ্গলবার দুপুরে তাকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করলে বুধবার সেখানে সিসিইউ ওয়ার্ডে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। এরপর ওই শিশুর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই শিশুর নাম আলিশা পারভিন (২ বছর ৬ মাস)। বাড়ি করণদিঘি থানার রসাখোয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গয়েশপুর গ্রামে। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

নাগরিকত্ব

বামনগোলা, ২১ জানুয়ারি : সিএএতে আবেদন করে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেলেন মালদা জেলার হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বামনগোলা ব্লকের বাসিন্দা সত্যরঞ্জন বারুই এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা। চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুলকিমারি গ্রামের বাসিন্দা সত্যরঞ্জন ভারতীয় নাগরিকত্বের নথি হাতে পেয়েছেন খবর চাউর হতেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে তাঁর বাড়ি যান হবিবপুরের বিধায়ক বিজেপি নেতা জুয়েল মুর্মু। গত অগাস্টে সত্যরঞ্জন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা সিএএ-তে আবেদন করেন। সেপ্টেম্বর মাসে শুনানির পর অবশেষে তাঁরা নাগরিকত্বের শংসাপত্র পেলেন।

গ্রেপ্তার দুই

ইটাহার, ২১ জানুয়ারি : ব্রাউন সুগার সমেত দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল ইটাহার থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম অতনু বিশ্বাস ও কুশ সরকার। তাঁদের বাড়ি রায়গঞ্জ থানার সুভাষগঞ্জ ও দেবীনগর এলাকায়। তাঁদের হেপাজত থেকে ১০১ গ্রাম মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ইটাহারের ভেণ্ডাবাড়ি এলাকায় ওই দুই তরুণ মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখানে হানা দিয়ে দুজনকে হাতেনাতে ধরা হয়। বুধবার ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

স্মারকলিপি

কুশমণ্ডি, ২১ জানুয়ারি : সারের কালোবাজারি বন্ধ, কৃষকের ফসলের সঠিক দাম নির্ধারণ, কিষান মাণ্ডিতে ধলতা নেওয়ার প্রতিবাদ, শ্রম কোড আইন বাতিল এবং বৈধ ভোটারকে বাদ না দেওয়ার দাবিতে মিছিল সহ বিডিওকে স্মারকলিপি দিল বামপন্থী গণসংগঠনের কুশমণ্ডি ব্লক কমিটি। বিডিও নয়না দে জানান, বিষয়টি জেলা প্রশাসনের নজরে আনা হবে।

বৈঠকেও জট শপথ নিয়ে

ডালখোলা, ২১ জানুয়ারি : এর আগে যখন ডালখোলা পুরসভার কাউন্সিলাররা বৈঠকে বসেছিলেন, তখন নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা। যদিও গত মাসের সেই বৈঠকের পর এখনও অবধি 'বেছে নেওয়া' চেয়ারম্যান তনয় দে এখনও শপথ নিতে পারেননি। পুরসভার অচলাবস্থাও কাটেনি। তারপর যখন ২১ জানুয়ারি আবার কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছিল, তখন শহরবাসী আশায় বুক বেঁধেছিলেন।

ভেবেছিলেন, হয়তো এবার পুরসভার চেয়ারম্যান নিয়ে জট কাটতে পারে। কিন্তু বুধবারের বৈঠকে তেমন কোনও সমাধানের রাস্তা দেখা যায়নি। বরং কাউন্সিলারদের নিজেদের মধ্যে কোন্দলই সামনে এসেছে বেশি করে। বৈঠক শেষপর্যন্ত হলেও তা হয়েছে মাত্র জনা সাতেক কাউন্সিলারকে নিয়ে। বাকিরা বেরিয়ে গিয়েছেন।

এদিনের বৈঠককে অবৈধ বলে দাবি করেছেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান

- বৈঠককে অবৈধ বলে দাবি প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বদেশচন্দ্র সরকারের
- স্বদেশ সহ নয়জন কাউন্সিলার এদিন মহকুমা শাসক ও জেলা শাসককে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন
- ভাইস চেয়ারম্যানের দাবি, কোনও কারণ ছাড়াই স্বদেশ উত্তেজিত হয়ে বৈঠক অবৈধ বলে দাবি করেছেন

স্বদেশচন্দ্র সরকার। তিনি ও তাঁর সঙ্গে থাকা নয়জন কাউন্সিলারের একই অভিযোগ। তাঁরা শেষপর্যন্ত আর বৈঠকে থাকেননি। আর এদিনের বৈঠকে নতুন চেয়ারম্যান তনয় দে'র শপথগ্রহণ নিয়ে কোনও আলোচনাও হয়নি।

এদিন ডালখোলা পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলারদের বৈঠক ডাকা হয়েছিল 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' সহ আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য। পুরসভার ১৬ জন কাউন্সিলারই প্রথমে উপস্থিত ছিলেন। হাজিরা খাতাতেও সকলেই সই করেন বলে পুরসভা সূত্রে খবর।

বৈঠকের শুরুতে ভাইস চেয়ারম্যান হাজি ফিরোজ আহমেদ অ্যাজেন্ডা পড়ে শোনানোর পরে স্বদেশ অ্যাজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করতে অস্বীকার করেন। বলেন, 'পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার বা সরকারি আধিকারিকের অনুপস্থিতিতে বিওসি পুর আইন অনুযায়ী বৈধ নয়। তাই কোনও অ্যাজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করা যায় না।' তারপর সেই সমস্যা মেটাতে বৈঠকে হাজির হন ফিন্যান্স অফিসার সন্দীপ মণ্ডল। পুর আইন মেনেই বৈঠকে আলোচনা করার নির্দেশ দেন তিনি। তখন আবার স্বদেশ বলেন, 'এদিনের বৈঠকে আলোচ্য বিষয় নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলারের অনুমোদন ছিল না। ভাইস চেয়ারম্যান জোর করে বৈঠক ডেকেছেন।' এব্যাপারে স্বদেশ সহ নয়জন কাউন্সিলার এদিন মহকুমা শাসক ও জেলা শাসককে লিখিতভাবে অভিযোগও জানিয়েছেন।

যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ ভাইস চেয়ারম্যান ফিরোজ। তাঁর সাফ কথা, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ছাড়াও ট্যাক্স আদায়, ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের হিসেবনিকেশ নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল। কোনও কারণ ছাড়াই স্বদেশ উত্তেজিত হয়ে বৈঠক অবৈধ বলে দাবি করলেন কেন, তা আমার বোধগম্য নয়।'

এদিকে স্বদেশের বিরোধী গোষ্ঠীর ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গোপাল রায়ের পালটা দাবি, 'স্বদেশ নিজেই সাড়ে তিন বছর ধরে এগজিকিউটিভ অফিসারের অনুপস্থিতিতে একাধিক বৈঠক করেছেন। আজ কীভাবে তিনি এগজিকিউটিভ অফিসারের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন?'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ২১ জানুয়ারি : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃতের নাম হৃষিকেশ সরকার (২৯)। তিনি গঙ্গারামপুর থানার বেলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। গত পাঁচদিন আগে ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফেরেন তরুণ। এরপর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বন্ধু পবন সূত্রধরকে মোটরবাইকে নিয়ে রওনা দেন। সেই সময় বাতাসকুড়ি এলাকায় ৫১২ জাতীয় সড়কে একটি গাড়ির সঙ্গে মোটরবাইকের সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলে গুরুতরভাবে আহত হন দুই তরুণ। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি আহতদের গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। মঙ্গলবার রাতে মৃত্যু হয় হৃষিকেশ সরকারের। বুধবার তরুণের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

মেশিন বিলি

কালিয়াগঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড ফাউন্ডেশন এবং রসিদপুর দীপ জ্যোতি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় মাতৃশক্তি স্বনির্ভরতার বার্তা দিয়ে কালিয়াগঞ্জে সেলাই মেশিন বিলি করলেন রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। বুধবার হনুমান ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গরিমা ব্যাঙ্গানী, বসন্ত রায় সহ অন্যরা। মোট ৬০০টি সেলাই মেশিন বিলি করা হয়।

নিরাপদ আশ্রয়ে।। কাশ্মীরের পহলগামে ছবিটি তুলেছেন শংকর দে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

দাদুর ট্র্যাক্টরে প্রাণ গেল নাতির

গাজোল, ২১ জানুয়ারি : দাদুর ট্র্যাক্টর নিয়ে জমিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্র্যাক্টর উলটে মৃত্যু হল নাতির। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি করকচ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উত্তর মালডাঙ্গা গ্রামের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গাজোল থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বৃহস্পতিবার পাঠানো হবে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত চালকের নাম মাসুদুর রহমান (১৮)। বাড়ি ওই গ্রাম পঞ্চায়েতেরই কৈল গ্রামে। দাদু নেজামুল ইসলামের ট্র্যাক্টর নিয়ে জমিতে গিয়েছিলেন মাসুদুর। উত্তর মালডাঙ্গা ব্রিজের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্র্যাক্টর উলটে যায়। ট্র্যাক্টরের নীচে চাপা পড়েন মাসুদুর। ঘটনাটি দেখতে পেয়ে আশপাশের এলাকা থেকে ছুটে আসেন গ্রামবাসীরা। ট্র্যাক্টরটিকে সরিয়ে মাসুদুরের দেহ উদ্ধার করা হয়।

বিক্ষোভ

গঙ্গারামপুর, ২১ জানুয়ারি : আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সারা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে বুধবার গঙ্গারামপুর হাই রোড চৌপথি মোড়ে চার ঘণ্টার অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হল সিপিএমের গণসংগঠন সিটু, সারা ভারত কৃষকসভা, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন ও পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতি।

দুই রাস্তার কাজের সূচনা

রায়গঞ্জ ও মোথাবাড়ি, ২১ জানুয়ারি : গৌড়বঙ্গের দু'জায়গায় রাস্তা তৈরির কাজের সূচনায় স্বস্তিতে গ্রামবাসী। সাধারণ মানুষের দীর্ঘ আন্দোলনের পর অবশেষে রাস্তা পেল গ্রামবাসী। রায়গঞ্জ ব্লকের ১২ নম্বর বড়ুয়া অঞ্চলের দুর্গা মন্দির থেকে রায়পুর মণ্ডলপাড়া মোড় ভায়া কানাইপুর পর্যন্ত দীর্ঘ ২.৬৩ কিমি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়েছিল। গ্রামবাসীরা পাকা রাস্তার জন্য পথ অবরোধ থেকে স্মারকলিপি দিতে শামিল হন। তারপরেও গ্রামবাসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রাস্তা না হলে ভোট বয়কটের ডাক দেওয়া হবে। বিষয়টি কানে যেতেই নড়েচড়ে

স্বস্তিতে গ্রামবাসী

বসে প্রশাসন। উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ রাস্তার কাজের জন্য বরাদ্দ ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বুধবার পাকা রাস্তার কাজের সূচনা হল।

'পথশ্রী' প্রকল্প থেকে প্রায় আড়াই কোটিরও বেশি টাকার রাস্তা পেল মোথাবাড়ির উত্তর লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েত। বুধবার মোথাবাড়ির উত্তর লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েতের পিরুটোলাতে দীর্ঘ একটি রাস্তার শুভ শিলান্যাস করলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এই কাজটির জন্য পথশ্রী প্রকল্প থেকে আড়াই কোটিরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আজকে শুভ সূচনা করা হল। এই রাস্তাটি সম্পন্ন হয়ে গেলে উত্তর লক্ষ্মীপুর এলাকার মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে।

বায়না আসছে বিহার থেকেও

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ জানুয়ারি : মাঝে আর মাত্র দু'দিন। তারপরেই সারা বাংলাজুড়ে বীণাপাণির আরাধনায় মেতে উঠবে বাঙালিরা। তবে এই বাগদেবীর আরাধনা এখন আর কেবল বাংলায় সীমাবদ্ধ নেই। বরং মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর পার্শ্ববর্তী বিহার, ঝাড়খণ্ডের প্রবাসী বাঙালিরাও মহা সাড়ম্বরে পুজো করে থাকেন। আর বিহার, ঝাড়খণ্ডের প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে চাহিদার শীর্ষে রয়েছে বাংলায় তৈরি সরস্বতী প্রতিমা। সেই কারণে ইতিমধ্যেই ভিনরাজ্য থেকে মোটা অঙ্কের প্রতিমার বায়না পাওয়ার আশায় তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে এলাকার কুমোরটুলিগুলিতে। কয়েক বছর ধরে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির ক্রেতাদের মধ্যে চাহিদা বাড়ায় হরিশ্চন্দ্রপুরেও ক্রমে বেড়ে চলেছে সরস্বতী প্রতিমা তৈরির কারখানার সংখ্যা। আগে কারখানার সংখ্যা দু'-তিনটি থাকলেও এখন এই চাহিদার জেরে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১০-১৫টিতে।

প্রতিমা তৈরির কাঁচামালের দাম এবারও অবশ্য আকাশছোঁয়া। তবুও সেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে লড়াই করেই বেশি বেশি করে প্রতিমা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছেন এলাকার প্রতিমাশিল্পীরা।

কারণ একটাই, ঝাড়খণ্ড, বিহার থেকে বায়না পাওয়ার আশা। বীণাপাণি বিক্রি করেই লক্ষ্মীলাভের আশা করছেন এলাকার প্রতিমাশিল্পীরা। প্রসঙ্গত, মালদা জেলার প্রান্তিক জনপদ হরিশ্চন্দ্রপুরের লাগোয়া বিহার এবং ঝাড়খণ্ড সীমানার একাংশ। ওই দুই রাজ্যের মুকুরিয়া, আজিমনগর, বারসই লাভা, দিল্লি দেওয়ানগঞ্জ, কুরেঠা, আমদাবাদ প্রভৃতি এলাকা থেকে প্রচুর ক্লাব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন কুমোরটুলি থেকে সরস্বতী প্রতিমা কিনে নিয়ে যায়। অনেকেই আবার শেষমুহূর্তে বাড়তি দাম দিয়ে সরস্বতী প্রতিমা নিতে আসে। এইসবে কিছুটা হলেও লাভের মুখ দেখেন এলাকার প্রতিমাশিল্পীরা। হরিশ্চন্দ্রপুরের জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকার একটি কুমোরটুলিতে গিয়ে দেখা গেল, প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত স্থানীয় শিল্পী পবন দাস। তাঁর কথায়, 'আমরা আশা করছি আবার ভিনরাজ্যের গ্রাহক কুমোরটুলিতে ভিড় করবেন। তাই আমরাও আগ্রহ নিয়ে বেশি প্রতিমা তৈরি করেছি।' বিহারের কাটিহার জেলা থেকে প্রতিমার বায়না করতে এসেছিলেন প্রবাসী বাঙালি সঞ্জীব মণ্ডল। তিনি জানালেন, কাটিহার ড্রাইভার কলোনিতে তাঁদের ক্লাব রয়েছে। প্রতি বছরই তাঁরা চেষ্টা করেন হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার।

ভাঙা ঘরে প্রতিমা তৈরি

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২১ জানুয়ারি : শীতের রাতে টিনের চালে কুয়াশার ফোঁটা জমে। বাঁশের বাতার দেওয়ালে উইপোকার দাপটে ফাঁক ধরেছে বহু আগেই। তবু ওই ভাঙা ঘরের এক কোণে রঙিন শাড়ি পরা এক বাগদেবী দাঁড়িয়ে, কাঠামোয় রং শুকোচ্ছে। তার সামনে বসে, চোখে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে, মাটির গায়ে হাত বোলাচ্ছে ১৬ বছরের রুবাই মণ্ডল।

আবাস যোজনার তালিকায় নাম ছিল। তবু নিজস্ব জমি না থাকায় মাথার উপর পাকা ছাদ নেই। গত বর্ষায় ঘরের একদিকের দেওয়াল ভেঙে পড়ে। আজও সেটা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। ওই টিনের চালার নীচেই রুবাইয়ের পড়াশোনা আর দেবদেবীর প্রতিমা তৈরি করা। বৈষ্ণবনগর গার্লস স্কুলের উলটো দিকে পিডব্লিউডি'র জমিতে মণ্ডল পরিবারের বসবাস। এমএলএ মোড় সংলগ্ন রায়পাড়ার এই বাড়ি বলতে গেলে শুধুই টিকে থাকার চিহ্ন। অথচ এই ঘরই সাক্ষী থাকছে এক কিশোরের নিখুঁত হাতের কাজের। মাত্র আট বছর বয়স থেকে প্রতিমা

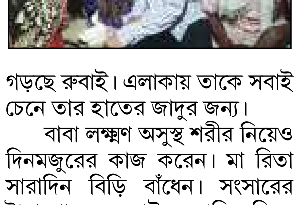

গড়ছে রুবাই। এলাকায় তাকে সবাই চেনে তার হাতের জাদুর জন্য।

বাবা লক্ষ্মণ অসুস্থ শরীর নিয়েও দিনমজুরের কাজ করেন। মা রিতা সারাদিন বিড়ি বাঁধেন। সংসারের টানাপোড়েন রুবাইকে দায়িত্ব নিতে শিখিয়েছে। তার কথায়, 'প্রতিমা গড়েই সংসারটা একটু সামলাতে চাই। প্রথমে ভালোবেসে দুর্গামূর্তি বানিয়েছিলাম। তারপর মনসা, বিশ্বকর্মা, কালী, সরস্বতী সব নিজেই বানিয়ে পুজো করি। নিজেদের জায়গা থাকলে আরও বেশি মূর্তি বানিয়ে বিক্রি করতে পারতাম।' রুবাই চায় শিক্ষক হতে। সেইসঙ্গে অবশ্য মাটির সঙ্গে সম্পর্কও ছাড়তে চায় না। তার কথায়, 'ভবিষ্যতে শিক্ষকতা করব। তার পাশাপাশি মূর্তিও গড়ব।'

রুবাইয়ের প্রতিভায় মুগ্ধ প্রতিবেশীরাও। স্থানীয় সোমনাথ সরকার বলেন, 'ঘরের অবস্থা এমন যে রান্না করতে হয় রাস্তার ধারে। একটা পাকা ছাদ পেলে রুবাই আরও ভালো কাজ করতে পারত।' স্থানীয় শিক্ষক সুখচাঁদ মণ্ডল বলেন, 'এমন প্রতিভার পাশে দাঁড়ানো আমাদের সামাজিক দায়িত্ব।'

কাঁধ ছোট ক্ষতি নেই, দায়িত্ব তো বড়... বুধবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

অনুদানহীন ৩৬৬ মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি

ভোটের মুখে সুখবর ডব্লিউবিসিএস-দেরও

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ইস্যুতে রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন আশঙ্কার কালো মেঘ দানা বেঁধেছে, তখন রাজ্যের অনুদানহীন ৩৬৬টি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিল নবান্ন। জানুয়ারি থেকেই সেখানকার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা নিয়মিত হারে সাম্মানিক পাবেন। একই সঙ্গে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সাম্মানিক তাঁরা পাবেন বকেয়া হিসেবে। ইতিমধ্যেই জেলাস্তরে নতুন স্বীকৃত মাদ্রাসাগুলির শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যোগ্যতামান যাচাইয়ের কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব পিবি সেলিমকে এই ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা শাসকদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। বৈঠকের মাঝপথে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি জানিয়ে দেন, এসআইআর-এর কাজ করতে গিয়ে উন্নয়নমূলক কাজে যেন কোনওরকম খামতি না হয়। একই সঙ্গে নতুন স্বীকৃত মাদ্রাসাগুলির শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যোগ্যতামান যাচাই করে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে তালিকা অর্থ দপ্তরে পাঠাতে হবে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই এই নতুন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সাম্মানিক বাবদ রাজ্য সরকার আগামী এক বছরের জন্য ৩৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও মূল ধারার শিক্ষার সঙ্গে সমান্তরাল করে তুলতেই রাজ্য সরকার এই পদক্ষেপ করেছে বলেই সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের দাবি। এর আগে ২০২১ সালে ২৩৫টি অনুদানহীন মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল রাজ্য সরকার। ওই অনুদানহীন মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা যোগ্যতা মান অনুযায়ী সাম্মানিক পান। মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়নে রাজ্য সরকার ৩১ কোটি টাকা ব্যয়ও করেছে। ফলে তৃণমূলের শাসনকালে গত প্রায় ১৫ বছরে রাজ্যের ৬০১টি মাদ্রাসা স্বীকৃতি পেল। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, একদিকে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের দলত্যাগের ঘটনা ঘটেছে, অন্যদিকে তৃণমূলের একাংশের প্রতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ। হুমায়ুন কবীর বাবরি মসজিদ তৈরি নিয়ে যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তাতে মালদা, মুর্শিদাবাদ সহ সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে ফাটল ধরতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন দলের শীর্ষনেতারা। তাই অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে সংখ্যালঘুদের মন জয়ের চেষ্টা করছে নবান্ন।

সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের কর্তাদের দাবি, শুধু স্বীকৃতি নয়, প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। এই মুহূর্তে রাজ্যের ৬০০টি মাদ্রাসায় ১২০০ স্মার্ট ক্লাস চালু হয়েছে। ১১৫টি মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মাদ্রাসাগুলির জন্য ৯৮৯০ জন শিক্ষক এবং ৭৭৪ জন অশিক্ষক কর্মীও নিয়োগ করা হয়েছে। নবান্নের কর্তাদের ধারণা, এর ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের মন জয় করা যাবে বলেই আশা করছে রাজ্যের শাসকদল।

অতিরিক্ত পদ

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের মুখে রাজ্যের ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের জন্য সুখবর দিল রাজ্য সরকার। এই অফিসারদের জন্য বাড়তি পদ তৈরির বিজ্ঞপ্তি বুধবার জারি করেছেন রাজ্যের কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ক দপ্তরের সচিব। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বিশেষ সচিব পদে অতিরিক্ত ৪০টি এবং যুগ্মসচিব পর্যায়ে আরও ১০০টি পদ তৈরির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অতিরিক্ত পদ তৈরির জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। তখনই মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছিলেন। এরপর বুধবার এই নিয়ে নবান্নের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এর ফলে ডব্লিউবিসিএস (এগজিকিউটিভ) অফিসারদের একটি বড় অংশ উপকৃত হবেন।

একাদশ-দ্বাদশের মেধাতালিকা প্রকাশিত

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : অবশেষে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর কিছুটা স্বস্তি। বুধবার একাদশ-দ্বাদশের চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। একইসঙ্গে প্রকাশিত হল ওই স্তরের ওয়েটিং লিস্ট এবং বাতিল হওয়া পরীক্ষার্থীদের তালিকা। ভুয়ো নথি সহ একাধিক অভিযোগে প্রায় ৩০০ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হল। চূড়ান্ত তালিকা ও ওয়েটিং লিস্ট মিলিয়ে প্রায় ১৯০০০ জনের তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি। এসএসসি সূত্রে খবর, অধিকাংশ 'যোগ্য' চাকরিহারা মেধাতালিকায় সুযোগ পেয়েছেন। নতুন চাকরিপ্রার্থীরাও সমানভাবে তালিকায় জায়গা পেয়েছেন। তালিকার ভিত্তিতে চাকরিহারাদের প্রশ্ন, যেসব 'যোগ্য'রা তালিকায় স্থান পেলেন না, তাঁদের কি সুরাহা হবে? এই প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা করছেন তাঁরা।

একাদশ-দ্বাদশের শূন্যপদের সংখ্যা ১২৪৪৫টি। ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পেয়েছিলেন ১৮ হাজারের কাছাকাছি চাকরিপ্রার্থী। 'যোগ্য' চাকরিহারাদের শিক্ষকদের দাবি, একাদশ-দ্বাদশে ইন্টারভিউয়ে তাঁদের মধ্যে ডাক পেয়েছেন প্রায় ৮০০০ জন। এখান থেকে যাঁরা মেধাতালিকায় ঠাঁই পেলেন না, তাঁদের চাকরির মেয়াদ শেষ হবে ৩১ জুলাই। এসএসসির তিনটি ওয়েবসাইটে নাম ও রোলনম্বর দিয়ে চূড়ান্ত তালিকা দেখতে পেয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। তালিকায় নাম এসেছে 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখ সংগীতা সাহার। তাঁর কথায়, যেসব 'যোগ্য'রা সুযোগ পাননি তাঁদের হিসেব চূড়ান্ত করে অবিলম্বে আদালতের দ্বারস্থ হবেন চাকরিহারারা। রাজ্য সরকারের শীর্ষ স্তর থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর এই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি।

২৭ জানুয়ারি থেকে মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া চাকরিপ্রার্থীদের সুপারিশপত্র বিতরণ শুরু করতে চাইছে এসএসসি। এই স্তরে শিক্ষক নিয়োগের জন্য তথ্য যাচাই শেষ হয়েছে গত বছরের ৪ ডিসেম্বর। মোট ২০ হাজারের বেশি প্রার্থী ডাক পেয়েছিলেন ভেরিফিকেশনে। নতুন করে আদালতের নির্দেশে ৪৯ জনের ইন্টারভিউ নিতে হয়েছে বলে তালিকা প্রকাশে বিলম্ব বলে জানিয়েছে এসএসসি। অন্যদিকে, এদিন এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা ও 'মিডল ম্যান' প্রসন্ন কুমার রায়ের বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক ৫৭ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা।

আসছেন ইডি ডিরেক্টর

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার রাজ্যে আসছেন ইডির ডিরেক্টর রাহুল নবীন। সূত্রের খবর, রাহুল নবীন তিনদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন। তাঁর সঙ্গে আসছেন তিনজন আইনি পরামর্শদাতা। শুক্রবার তাঁর রাজ্যের ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে।

অধিবেশনে নিশানায় কমিশন

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : বিধানসভার আসন্ন অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশনে এসআইআর হয়রানি নিয়ে কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করতে চলেছে রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে প্রথা বহির্ভূতভাবে অধিবেশনের উদ্বোধনে এবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে আমন্ত্রণ জানাল সরকার। বিধানসভায় এটাই বিদায়ি সরকারের শেষ অধিবেশন। এসআইআর আবহে সেই অধিবেশনে রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সূত্রের খবর, চলতি অধিবেশনে এসআইআর প্রসঙ্গে আলোচনা চাইবে তৃণমূল। অধিবেশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে এদিন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেন, 'রাজ্যে এসআইআর নিয়ে যে পরিস্থিতি, তাতে বিধানসভার মতো জায়গায় এই বিষয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।' এসআইআরে মানুষের হয়রানি নিয়ে কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মাঠে নেমেছে তৃণমূল। পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচনের আগে অধিবেশনকে কাজে লাগিয়ে বিধানসভা থেকে খোদ মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বিজেপি ও কমিশনকে তোপ দাগতে পারেন।

রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ অধ্যক্ষের

বিধানসভার সর্বশেষ অধিবেশনের পর সমাপ্তি ঘোষণা না করে মুলতুবি ঘোষণা করেছিলেন অধ্যক্ষ। সে কারণে নতুন বছর ও বাজেট অধিবেশন হলেও রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে সরকারের কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। বিশেষত, এসআইআরকে কেন্দ্র করে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের আবহে রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু এদিন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই ২ ফেব্রুয়ারি ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশের দিনে রাজ্যপালকে বিধানসভায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লিখেছি। রাজ্যপাল তাঁর সময় জানালেই সেই মতো অধিবেশনের সূচি স্থির করা হবে।' ৩১ জানুয়ারি বিধানসভার অধিবেশন শুরু। তার আগে ৩০ জানুয়ারি বিধানসভার কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে অধিবেশনের নির্ঘণ্ট চূড়ান্ত হবে।

মুখ্যসচিবের কৈফিয়ত তলব

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : ভোটার তালিকায় কারচুপির দায়ে অভিযুক্ত চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের কৈফিয়ত তলব করল নির্বাচন কমিশন। বুধবার মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। গত অগাস্ট মাসে ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে বারুইপুর পূর্ব এবং পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার দুই ইআরও এবং দুই এইআরও এবং একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। একইসঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করে কমিশনকে তার রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। গত ২ জানুয়ারি তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার জন্য জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। গত ৫ অগাস্ট কমিশনের সেই নির্দেশের পর ১৩ অগাস্ট তদানীন্তন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে দিল্লিতে ডেকে অবিলম্বে তা কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। কিন্তু বাস্তবে সেই নির্দেশ কার্যকর হয়নি। বরং চার আধিকারিককে লঘু দোষে কেন এফআইআর-এর মতো গুরুদণ্ড দিতে হবে, তার ব্যাখ্যা চেয়ে সিইও দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছিল রাজ্যের স্বরাষ্ট্রদপ্তর। সেই চিঠি পাওয়ার পর তা দিল্লিতে কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দেয় সিইও দপ্তর। তার পরেই ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশন সরাসরি মুখ্যসচিবকে চিঠি দিল।

বুধবার মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়ে কমিশন জানিয়েছে, যে অফিসার বা দপ্তর কমিশনের নির্দেশ অমান্য করেছে, তাঁদের কাছ থেকে লিখিত ব্যাখ্যা নিয়ে কমিশনকে তা জানাতে হবে।

জোটের ডাক নৌশাদের

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : ভোটের আগে শহিদ মিনারের সভা থেকে তৃণমূল ও বিজেপিকে উৎখাত করার বার্তা দিলেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। বাম-কংগ্রেস সহ অন্যান্য সেকুলার দলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানালেন নৌশাদ। তৃণমূল ও বিজেপিকে হারাতে একমাসের মধ্যে জোট করার আহ্বান জানিয়েছেন ভাঙড়ের বিধায়ক। বুধবার প্রতিষ্ঠাদিবসে শহিদ মিনারে সমাবেশ ডাকে আইএসএফ। এদিনের সভামঞ্চ থেকে নৌশাদের কটাক্ষের কেন্দ্রে ছিল তৃণমূল ও বিজেপি। তাঁর এই জোটবার্তাকে স্বাগত জানিয়েছেন বামেরা। যদিও কটাক্ষ করতে ছাড়েনি রাজ্যের শাসক দল। আইএসএফকে বিজেপির বি টিম বলে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

এদিন সভামঞ্চ থেকে সংখ্যালঘুদের প্রসঙ্গ তুলে নৌশাদের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুসলমানদের জন্য সবথেকে বড় যে অভিশাপ তৈরি করেছেন, তা হল ওবিসি সার্টিফিকেট। তৃণমূলের বিরুদ্ধে পরোক্ষে এসআইআরকে সমর্থনের অভিযোগও তুলেছেন তিনি। সবশেষে সভা থেকে তিনি বলেন, 'বাম-কংগ্রেস সহ অন্যান্য সেকুলার দলগুলির সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই মাসের মধ্যেই জোট সেরে রাখতে হবে নয়তো রাজ্য স্তরে কথা হয়ে থাকলেও বুথস্তরে তা পৌঁছোবে না।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'দলীয় স্তরে কথাবার্তা চলছে। নৌশাদ তাই ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছেন।' সম্প্রতি তিরুবনন্তপুরমে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও সম্প্রতি কংগ্রেসও দলীয় স্তরে বৈঠক করেছে। কিন্তু জোট নয়, অধিকাংশ নেতা বরং একলা চলার পক্ষেই সায় দিয়েছেন। এমনকি বিভিন্ন জেলায় তাঁদের সাংগঠনিক পরিস্থিতি কেমন রয়েছে তা নিয়ে স্ক্রিনিং কমিটিকে যাচাই করতে বলা হয়েছে। ফলে বাম বা আইএসএফ জোটের দরজা খোলা রাখলেও কংগ্রেস আদৌ রাজি হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। সূত্রের খবর, বামেরাও কংগ্রেসকে ছাড়াই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পিছোচ্ছেই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশমতো নির্বাচন কমিশন চললে রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন পিছোচ্ছেই। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিন ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে পিছিয়ে ওই মাসের একেবারে শেষলগ্নে পৌঁছোবে বলেই কলকাতার কমিশন সূত্রের খবর। সেক্ষেত্রে ২৪ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যে কোনওদিনই হতে পারে। এই স্পষ্ট আভাসের ওপর দাঁড়িয়ে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল এসআইআর নিয়ে দলের পরিকল্পনা কিছুটা সংশোধন করেই এগোচ্ছে। বুধবার তৃণমূল সূত্রের খবর, জেলা সফররত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বকে সেভাবেই কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক।

শুধু শাসকদল নয়, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন নিয়ে বেশ ধন্দে রয়েছে বিরোধী দল বিজেপিও। দল মনে করছে, এসআইআর নিয়ে কমিশন যেভাবে ঘেঁটে রয়েছে, তাতে ভোটার তালিকার ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে চলা কিছুতেই সম্ভব নয় কমিশনের। এদিন দলের এক প্রভাবশালী শীর্ষনেতা বলেন, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' বা তথ্য অসংগতি নিয়ে কমিশনকে সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে, তা মানতেই হবে কমিশনকে। সর্বোচ্চ আদালত পরিষ্কার বলেছে, তথ্যে অসংগতি তালিকা কমিশন প্রকাশের পর ১০ দিনের মধ্যে ভোটাররা নথি জমা দিতে পারবেন। এইসব কাজ তারপর কমিশনের ঘাড়ে পড়লে ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানির কাজ শেষ করা বাস্তবে কোনওমতেই সম্ভব নয়। তাহলে নির্ধারিত ১৪ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ধরেই নেওয়া যায় রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন পিছোচ্ছেই।

রাজ্যে দুই প্রতিপক্ষ শিবিরের অন্দরে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধলেও তা যে কিছুতেই অমূলক নয় এদিন কলকাতায় মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরে কান পাতলেই তার আভাস মিলেছে। চলতি এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে দপ্তরের ঘরে-বাইরে চূড়ান্ত তৎপরতার মাঝেও কোথাও যেন তালিকা প্রকাশের দিন পিছোনো নিয়ে চাপা কানাঘুষো চলছেই আধিকারিক মহলে।

স্বামী খুনে স্ত্রী সহ গ্রেপ্তার ২

জামুড়িয়া ও আসানসোল, ২১ জানুয়ারি : পরকীয়ার জেরে প্রেমিকের সঙ্গে পরিকল্পনা করে দিনমজুর স্বামীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। মৃতের নাম সঞ্জিত বাউরি। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের জামুড়িয়া থানার শ্রীপুর ফাঁড়ির পরিহারপুরে। যদিও ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার মৃতের স্ত্রী মৌসুমী বাউরি এবং তাঁর প্রেমিক অবিরাম বাউরি ওরফে গজলাকে গ্রেফতার করে জামুড়িয়া থানার পুলিশ। বুধবার ধৃতদের আসানসোল আদালতে পেশ করা হলে বিচারক দুজনের জামিন নাকচ করে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide **e-NIT NO: WB/056/BDOKNT/25-26, Dated :- 19-01-2026 Work Sl 01 to 03, & E-NIT NO: WB/057/BDOKNT/25-26, Dated:- 19-01-2026 Work Sl 01 to 02** Last date of submission of bid through online is 31-01-2026 up to 17:00 hrs. For details please visit **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
EO & BDO
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

কাটিহারে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_৩২_২৫-২৬ তারিখঃ ১৫-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ "সূচী-এঃ কাটিহার মণ্ডলের অধীনে তালুকাজোত স্টেশনে ৬ মিটার প্রস্থের ফুট ওভার ব্রিজের ব্যবস্থা করার সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।" "সূচী-বিঃ বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিন রাখার জন্যে মালদা ডিজেল শেডে রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার সংবর্ধন" এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৩৫,৯৩,১৭১.৮৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৩১,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৬-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোন্ট ডিএই (জিএণ্ড সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ইএনজিজি/০৪ অব ২০২৬, তারিখঃ ১৩-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং.১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনেঃ হিজুগুরি রেলওয়ে কলোনির স্টেডিয়ামে ক্রীড়া সুবিধার আপগ্রেডেশন-এর সাথে সম্পর্কিত ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৭২,৫৪,১৪৯/-টাকা। বায়নার ধনঃ ২,৮৬,৩০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ০৪-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ০৪-০২-২০২৬ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টাপর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ওয়্যারএইচএর সঙ্গে ক্যাম্প কার্যালয়ের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৬/জানুয়ারি/০২ তারিখঃ ১২-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে: টেন্ডার নং. সিই-সিওএন-বিএনএস-এমআইএস-২০২৬-০১। কাজের নামঃ বানারহাট স্টেশনেঃ বানারহাট (ভারত)- সামাচি (ভুটান) রেলওয়ের নতুন ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত ইউটিলিটি শিফটিং, ফরমেশন প্রটেকশন ওয়ার্কস, বালাস্টের যোগান সহিত বানারহাট য়ার্ডের রিমডেলিংয়ের জন্যে ট্র্যাকের কাজ এবং ফরমেশনের সম্পাদন, বিদ্যমান হাথী নালার সুরক্ষা কাজ, নতুন প্ল্যাটফর্ম নং. ৩ এর নির্মাণ সহিত প্ল্যাটফর্ম নং. ২ এর সম্প্রসারণ ৩ মিটার প্রস্থের ০১ টি নতুন এফওবির নির্মাণ, ওয়াইলেগে ১ টি ব্লক হাট, ২ টি লোকেশন হাট, ১ টি এসএসপি, যাত্রী সুবিধা সহিত যাত্রী প্রতীক্ষা ক্ষেত্র, স্টেশনের সমীপবর্তী পথ সহিত চতুর্দিকের এলাকা, আরবিজি ভবনের নির্মাণ, বাউন্ডারি ওয়াল সহিত ওআরএইচের সঙ্গে ক্যাম্প কার্যালয়ের নির্মাণ। আনুমানিক রাশিঃ ৫৫,৪৮,০৮,৫০০.৭৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২৯,২৪,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-০২-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/কামাখ্যা প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NOTICE INVITING TENDER

Name of work: Bituminous Road and Concrete Road Restoration at Zone-I, NIT No. TUFANGANJ/61/2025-26 Sl No-01, Id-2026_MAD_992667_1, Published Date - 21st January, 2026 at 6.00 PM, Closing Date-12th February, 2026 at 6.00 PM., Opening Date - 16th February, 2026 at 1.00 PM.

Name of work: Bituminous Road and Concrete Road Restoration at Zone-II, NIT No. TUFANGANJ/61/2025-26 Sl NO-02, Id-2026_MAD_992667_2, Published Date - 21st January, 2026 at 6.00 PM, Closing Date-12th February, 2026 at 6.00 PM., Opening Date - 16th February, 2026 at 1.00 PM.

Details will be available at office Notice Board & web portal www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Chairman,
Tufanganj Municipality
Po-Tufanganj, Dist- Cooch Behar

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পার্কিং স্ট্যান্ড ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনে বামনহাট, কোচবিহার, চ্যাংরাবান্ধা, বানারহাট, নিউ ময়নাগুড়ি, বিন্নাগুড়ি, মালবাজার এবং ধুবড়ি স্টেশনসমূহে পার্কিং স্ট্যান্ডের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অগ্রিম ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পার্ক-৪৪-৮

এসাইনিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনডি-এমএন্ড-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চারটির অধিক চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-বিএক্সটি-এমএন্ড-১৫-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	বামনহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চারটির অধিক চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএন্ড-৩২-২৫-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	আলিপুরদুয়ার জংশনের মালবাজার রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএন্ড-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএন্ড-১৬-২৩-২ (পার্কিং-মিশ্রত)	কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চারটির অধিক চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন
এএ/৬	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএন্ড-৪-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্রত)	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বানারহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চারটির অধিক চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন
এএ/৭	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএন্ড-এমএন্ড-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিশ্রত)	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের নিউ মাল জং স্টেশন পরিসরের প্রবেশদ্বারের ডানদিকে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৮	পার্কিং-এপিডিজে-ডিবিবি-এমএন্ড-২৩-২৫-৪ (পার্কিং-মিশ্রত)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের ধুবড়ি স্টেশনে মিশ্রত পার্কিং।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০১-২০২৬ তারিখে ১১.১৫ ঘন্টায় এবং বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২.৫৫ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন। টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

১৬৫৯৭/১৬৫৯৮ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-আলিপুরদুয়ার জং.-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)-এর সূচনা

১৬৫৯৭/১৬৫৯৮ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু- আলিপুরদুয়ার জং.-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)-এর নিয়মিত পরিষেবা নীচে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ট্রেন নং.- 16597 এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ২৪-০১-২০২৬ থেকে কার্যকর (প্রত্যেক শনিবার)

ট্রেন নং.- 16598 আলিপুরদুয়ার জং. থেকে ২৬-০১-২০২৬ থেকে কার্যকর (প্রত্যেক সোমবার)

পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
----	০৮.৫০ (শনি)	↓ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু	০৩.০০(বুধবার)	---
১২.২০	১২.২৫	কাটপাডি জং.	২১.৩৫	২১.৪০
১৮.২৩	১৮.২৫	ওঙ্গোল	১৪.২৮	১৪.৩০
২০.৪৫	২০.৫৫	বিজয়ওয়াড়া জং.	১২.০৫	১২.১৫
২৩.২৩	২৩.২৫	রাজামুন্দ্রী	০৮.৪৮	০৮.৫০
০৫.০০	০৫.১০	ভিজিয়ানগরম জং.	০৩.৪০	০৩.৫০
১১.০৫	১১.১০	ভুবনেশ্বর	২১.৪০	২১.৪৫
১৬.৩৫	১৬.৪৩	খড়্গপুর জং.	১৬.২৫	১৬.৩৩
২০.০০	২০.০২	বর্ধমান	১২.২৫	১২.২৭
২০.৪৪	২০.৪৬	বোলপুর শান্তিনিকেতন	১০.৫৫	১০.৫৭
০১.০০	০১.১০	মালদা টাউন	০৭.২৫	০৭.৩৫
০২.২৫	০২.২৭	বারসোই জং.	০৫.১০	০৫.১২
০৩.০৫	০৩.০৭	কিষাণগঞ্জ	০৪.২৮	০৪.৩০
০৩.৩৫	০৩.৩৭	আলুয়াবাড়ী রোড	০৪.০৫	০৪.০৭
০৪.৫০	০৫.০০	নিউ জলপাইগুড়ি	০৩.১০	০৩.২০
০৫.৪৩	০৫.৪৫	শিলিগুড়ি জং.	০২.৫০	০২.৫২
০৭.৫০	০৭.৫২	বিন্নাগুড়ি	০০.১০	০০.১২ (মঙ্গল)
০৮.২৮	০৮.৩০	হাসিমারা	২৩.১৮	২৩.২০
১০.২৫ (সোম)	------	আলিপুরদুয়ার জং. ↑	------	২২.২৫ (সোম)

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ কৃষ্ণরাজপুরম, বাঙ্গারপেট জং., কুপ্পম, জোলারপেট্টাই জং., রেনিগুন্টা জং., নেলোর, চিরালা, তেনালী জং., ইলুরু, সামলকোট জং., আনাকাপল্লে, দুভাদা, পেন্দুর্তি, কোট্টাভালসা, শ্রীকাকুলাম রোড, পালাসা, ব্রহ্মপুর, বালুগাঁও, খুর্দা রোড জং., কটক, জাজপুর কেওনঝার রোড, ভদ্রক, বালেশ্বর, আন্দুল, ডানকুনি ও রামপুর হাট।

গঠনঃ শয়ন শ্রেণি (আট), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (এগারো), এসএলআরডি (দুই) এবং প্যান্ট্রি কার (এক) = ২২ টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন্স)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ট্রেনের সূচনা (সাপ্তাহিক)

নীচে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী ট্রেন নং ১৬২২৩/১৬২২৪ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-রাধিকাপুর-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ট্রেনটির নিয়মিত পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে :-

- নিয়মিত পরিষেবা -

ট্রেন নং. ১৬২২৩ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - রাধিকাপুর এক্সপ্রেস কার্যকরী তারিখ ঃ ২২-০১-২০২৬ (বৃহস্পতিবার)

ট্রেন নং. ১৬২২৪ রাধিকাপুর - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস কার্যকরী তারিখ ঃ ২৫-০১-২০২৬ (রবিবার)

আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
---	১৩:৫০	↓ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু	২০:৪৫	---
১৬:৩৫	১৬:৪০	জোলারপেট্টাই জংশন	১৭:৫৩	১৭:৫৫
১৯:৩০	১৯:৩৫	পেরাম্বুর	১৪:০০	১৪:০৫
২৩:২৩	২৩:২৫	নেল্লোর	১০:৫৩	১০:৫৫
০৪:২৫	০৪:৩৫	বিজয়ওয়াড়া	০৫:৩৫	০৫:৪৫
০৭:১৩	০৭:১৫	রাজামুন্দ্রি	০২:৩৮	০২:৪০
১১:৪৫	১১:৫৫	বিজিয়ানাগরম	২২:১৫	২২:২৫
১৫:৪০	১৫:৪৫	ব্রহ্মপুর	১৭:৫০	১৭:৫২
১৮:৪০	১৮:৪৫	ভুবনেশ্বর	১৫:৩৫	১৫:৪০
০০:৩৭	০০:৪৫	খড়্গপুর	০৮:৩৫	০৮:৪৩
০৪:৩২	০৪:৩৪	বর্ধমান	০৪:৩৫	০৪:৩৭
০৬:৪২	০৬:৪৪	রামপুরহাট	০২:৫৫	০২:৫৭
০৮:১৭	০৮:১৯	নিউ ফরাক্কা	০১:২৭	০১:২৯
০৯:১৫	০৯:২৫	মালদা টাউন	০০:৪৫	০০:৫৫
১০:০৫	১০:০৭	হরিশ্চন্দ্রপুর	২৩:১৫	২৩:১৭
১০:৩৮	১০:৪০	বারসই	২২:৩০	২২:৩২
১১:২২	১১:২৪	রায়গঞ্জ	২২:০৩	২২:০৫
১১:৪২	১১:৪৪	কালিয়াগঞ্জ	২১:৪৪	২১:৪৬
১২:৪৫	---	রাধিকাপুর ↑	---	২১:৩০

অন্যান্য স্টপেজগুলি ঃ কৃষ্ণরাজাপুরম, বাঙ্গারাপেট জংশন, কুপ্পম, কাটপাদি জংশন, আরাক্কোনম, সুল্লুরুপেটা, নায়ুদুপেটা, ওঙ্গোল, বাপাটলা, তেনালি, নিউ গুন্টুর, এলুরু, তাদেপল্লিগুডেম, সমলকোট জংশন, আনাকাপল্লে, দুব্বাদা, সিমহাচলম নর্থ, পেন্দুর্তি, কোটাভালাসা, শ্রীকাকুলাম রোড, পালাসা, সোমপেটা, ইচ্ছাপুরম, বালুগাঁও, খুর্দা রোড, কটক, যাজপুর কেওনঝর রোড, ভদ্রক, বালাসোর, অণ্ডুল, দানকুনি ও বোলপুর শান্তিনিকেতন।

নীচে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী ট্রেন নম্বর ১৬৫২৩/১৬৫২৪ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-বালুরঘাট-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ট্রেনটির নিয়মিত পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ট্রেন নং. ১৬৫২৩ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - বালুরঘাট এক্সপ্রেস কার্যকরী তারিখ ঃ ২১-০১-২০২৬ (বুধবার)

ট্রেন নং. ১৬৫২৪ বালুরঘাট-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস কার্যকরী তারিখ ঃ ২৪-০১-২০২৬ (শনিবার)

আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
---	১০:১৫	↓ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু	০৩:০০	---
১২:২৫	১২:৩০	জোলারপেট্টাই জংশন	২৩:৪০	২৩:৪৫
১৫:৩০	১৫:৩৫	পেরাম্বুর	২০:১৫	২০:২০
১৮:০৮	১৮:১০	নেল্লোর	১৬:৩৩	১৬:৩৫
২১:৫০	২২:০০	বিজয়ওয়াড়া	১২:০৫	১২:১৫
০০:৩৮	০০:৪০	রাজামুন্দ্রি	০৮:৪৮	০৮:৫০
০৫:০০	০৫:১০	বিজিয়ানাগরম	০৩:৪০	০৩:৫০
০৮:২৭	০৮:৩২	ব্রহ্মপুর	০০:০৮	০০:১৩
১১:০৫	১১:১০	ভুবনেশ্বর	২১:৫০	২১:৫৫
১৬:৩৫	১৬:৪৩	খড়্গপুর	১৬:৩৭	১৬:৪৫
২০:০০	২০:০২	বর্ধমান	১২:২৫	১২:২৭
২১:৩৬	২১:৩৮	রামপুরহাট	০৯:৪৮	০৯:৫৩
০১:০০	০১:১০	মালদা টাউন	০৭:২৫	০৭:৩৫
০১:৪০	০১:৪২	একলাখি	০৬:৩৩	০৬:৩৫
০২:১৩	০২:১৫	বুনিয়াদপুর	০৬:০০	০৬:০২
০২:২৬	০২:২৮	গঙ্গারামপুর	০৫:৪৭	০৫:৪৯
০৪:১৫	---	বালুরঘাট ↑	---	০৫:১৫

অন্যান্য স্টপেজগুলি ঃ কৃষ্ণরাজাপুরম, বাঙ্গারাপেট জংশন, কুপ্পম, কাটপাদি জংশন, আরাক্কোনম, নায়ুদুপেটা, ওঙ্গোল, চিরালা, তেনালি, এলুরু, সমলকোট জংশন, আনাকাপল্লে, দুব্বাদা, পেন্দুর্তি, কোটাভালাসা, শ্রীকাকুলাম রোড, পালাসা, বালুগাঁও, খুর্দা রোড, কটক, যাজপুর কেওনঝর রোড, ভদ্রক, বালাসোর, অণ্ডুল, ডানকুনি ও বোলপুর শান্তিনিকেতন।

কোচ বিন্যাস ঃ এসি ২-টিয়ার (দুই), এসি ৩-টিয়ার (ছয়), স্লিপার ক্লাস (আট), সেকেন্ড ক্লাস (চার), ব্রেক, লাগেজ কাম জেনারেটর কার (এক) ও এলএসএলআরডি (এক) = ২২টি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে মানুষের সেবায়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ মাঘ ১৪৩২

নবীনের চ্যালেঞ্জ

বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে পথ চলা শুরু করলেন নীতিন নবীন। বিহারের বাঁকিপুরের ৫ বারের বিধায়কের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছেন, নতুন সভাপতি তাঁরও বস। মাত্র ৪৬ বছর বয়সে দেশ তথা বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের সভাপতি হওয়া নিঃসন্দেহে বড় কৃতিত্ব।

বিজেপির কয়েক মাসের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষে জগৎপ্রকাশ নাড্ডার উত্তরসূরি হিসাবে বিহারের অখ্যাত এক নেতার উত্তরণ শুনতে খানিকটা রূপকথার মতো। কিন্তু এটা ঘোর বাস্তব। বিজেপি হামেশা দাবি করে, তারা পরিবারতান্ত্রিক দল নয়। কংগ্রেস, তৃণমূল, সপা, আরজেডি, ডিএমকের মতো দলগুলির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব যেভাবে একটি পরিবারের কুক্ষিগত, বিজেপির অবস্থা তেমন নয়।

বরং দলীয় কর্মী হিসেবে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর বিজেপি সভাপতি পদে বসার যোগ্যতা অর্জন হয় পদ্ম শিবিরে। বাম দলগুলির মতো বিজেপি ক্যাডারভিত্তিক দল। নীচু স্তর থেকে শীর্ষ স্তরে পৌঁছোতে তাই বামেদের মতো বিজেপিতে অগ্নিপরীক্ষায় পাশ করাটা দস্তুর। নীতিন নবীনের ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়া অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছে কি না, সেটা অবশ্য জানা যায়নি।

তবে তিনি যে নাড্ডার পদে বসতে চলেছেন, সেটা মাসখানেক আগে কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের সময় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। আরএসএস এবং মোদি-শা'র মধ্যে সভাপতি বাছাই নিয়ে দীর্ঘ স্নায়ুযুদ্ধ চলেছে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের পর থেকে মোদি-শা জুটি সংঘ পরিবারের প্রতিটি অ্যাজেন্ডাকে বাস্তব রূপ দিচ্ছেন।

কিন্তু তাঁদের বিজেপি ও হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠাটা আরএসএসের ঘোর অপছন্দ। আরএসএস চেয়েছিল, বিজেপির নতুন সভাপতি যেন নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি হন। কিন্তু মোদি-শা চেয়েছিলেন, নতুন সভাপতির যেন আরএসএসের পাশাপাশি তাঁদের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য থাকে। নীতিন নবীন দুই শিবিরেরই শর্ত পূরণ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, নীতিন মিলেনিয়াল প্রজন্মের প্রতিনিধি। তাঁর মধ্যে তারুণ্যের শক্তি ও একইসঙ্গে সংগঠন চালানোর অভিজ্ঞতা আছে। নীতিন অবশ্য বিলক্ষণ জানেন, আগামী দিনগুলি তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ও দক্ষতার পরীক্ষা নেবে। সামনেই পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, অসম, পুদুচেরির বিধানসভা ভোট। নতুন বিজেপি সভাপতির নেতৃত্বে দল ভোটযুদ্ধে নামবে।

তারপর ২০২৭ সালে উত্তরপ্রদেশ এবং ২০২৯ সালে লোকসভা নির্বাচনেও নীতিনকে সাংগঠনিক অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। তিনি ভালোই জানেন, এই নির্বাচনগুলিতে বিজেপি সাফল্য পেলে জয়ধ্বনি উঠবে প্রধানমন্ত্রীর নামে। কিন্তু ব্যর্থ হলে দায় বর্তাবে দলীয় সভাপতির কাঁধেই। তিনি এর আগে বেশকিছু সাংগঠনিক দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছেন। সেই সাফল্য ফের যাচাই হবে ভোটের কষ্টিপাথরে।

১৯৮০ সালে বিজেপি তৈরি হওয়ার পর প্রথম সভাপতি হন অটলবিহারী বাজপেয়ী। তারপর লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলীমনোহর যোশি, বেঙ্কাইয়া নাইডু, রাজনাথ সিং, নীতিন গড়করি, অমিত শা'রা দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁর পথ যে কাঁটায় ভর্তি, সেটা নবীনের অজানা নয়। যেটা জানা যাচ্ছে না, সেটা হল তাঁর কর্মপদ্ধতি এবং নেতা হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কতটা।

ভারতীয় রাজনীতিতে এখনকার রথী-মহারথীদের ঔজ্জ্বল্যের মাঝে নীতিন অনেকটাই ফিকে। দায়িত্ব নিয়েই তিনি বিজেপিকে সাফল্যের মুখ দেখাতে সমর্থ হবেন কি না, সেটা এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। কংগ্রেস যখন অশীতিপর মল্লিকার্জুন খাড়গেকে সামনে রেখে বিজেপি বিরোধী লড়াইকে তীব্র করার চেষ্টা করছে, তখন আনকোরা নবীনের হাতে নেতৃত্বের রাশ তুলে দিলেন মোদি-শা জুটি।

নবীন জানেন, দায়িত্বে ত্রুটি থাকার অর্থ বিজেপির দেশব্যাপী গেরুয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে বড়সড়ো বাধা সৃষ্টি হওয়া। বিজেপি সফল হলে তবেই তাঁর সাফল্য। তিনি ভালোমতো জানেন, মুখে তাঁকে বস বলা হলেও বিজেপিতে এই মুহূর্তে প্রকৃত বস মোদি ও শা'ই। তাই শুধু প্রশ্নাতীত আনুগত্যের মাপকাঠিতে নয়, সফল কান্ডারি হতে নির্বাচনি সাফল্যকেই আপাতত পাখির চোখ করেছেন।

অমৃতধারা

তুমি যা ভাববে,পরিণামে তুমি তাই হবে। যদি মুক্তি পেতে চাও তবে ঈশ্বরচিন্তায় ডুবে যাও। দেহের ধ্বংস হয়, আত্মা অবিনাশী। আত্মা নিত্যবস্তু, দেহ অনিত্য। আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। দেহের সঙ্গে নিজেকে IDENTIFIED (একাকার জ্ঞান) করার জন্যেই মানুষের এই অশান্তি, দুঃখ, দুর্গতি ও ভবযন্ত্রণা। নিজের আসল স্বরূপের দিকে নজর নেই- ভাবছে এই রক্তমাংসের দেহটাই 'আমি, আমি অমুকের ছেলে, অমুকের মেয়ে—' সেইজন্যই তো মানুষের এত দুঃখ, অশান্তি, এত শোকতাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা। এ সবই অজ্ঞানতা। উপলব্ধি করো যে, 'তুমি জন্মমৃত্যুহীন আত্মা- তুমি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের অংশ'। এই উপলব্ধি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ কেউই শান্তি পায় না, কিছুতেই ভবযন্ত্রণা দূর হয় না।

-স্বামী অভেদানন্দ

বক্সায় শীতে বাঘ, তারপর অখণ্ড নিস্তব্ধতা

শীতকালে বক্সায় বাঘের দেখা পাওয়া বন দপ্তরের দাবিকে সংগতি দেয়, তবু প্রশ্ন- কেন তাদের স্থায়ী উপস্থিতি দেখা যায় না?

বিমল দেবনাথ

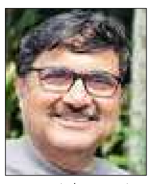

হাড় হিম করা শীত পড়লে তোমার দেখা পাই। আনন্দে ভরে ওঠে প্রাণ। তবুও কেন যে মন গেয়ে ওঠে, 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না...'। ডুয়ার্স তো বটেই, গোটা রাজ্যের মানুষের নিশ্চয়ই এমনই হয়। কারণ সে যে মানুষকে সবুজ হয়ে ওঠার নিশ্চয়তা দেয়। সে বাস্তুতন্ত্রের শিখরীর শিখর, ভালোবাসার পাত্র। ভাবছেন, কে এই রূপবান বা রূপবতী, যার জন্য এমন আর্তি? সে আমাদের ব্যাঘ্র- বক্সা বাঘবনের ব্যাঘ্র। আমরা চাক্ষুষ দেখতে না পেলেও ক্যামেরায় ওঠা ছবি দেখে মুগ্ধ হই। আবার বিষণ্ণও হই- কেন সব সময় দেখতে পাই না ভেবে।

বক্সার ইতিহাস

বন্যপ্রাণ আইন (১৯৭২) প্রয়োগের পূর্বে বন্যপ্রাণীর প্রাচুর্য বোঝা যেত শিকারের তথ্য থেকে। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ৩৭ বছরে ৩৬৫টি বাঘ শিকার করেছিলেন। বাঘ শিকার ছিল একটি রাজকীয় ব্যাপার। এই কারণেই 'বেঙ্গল টাইগার'-কে 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' বলা হত। পুরাতন 'ভিজিটিং রেজিস্টার'এ মন্তব্য দেখেছি- পাঁচই মার্চ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বক্সার পানবাড়িতে মুখ্যসচিব বাঘ শিকার করেছেন যার মাপ, ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি। বাঘের সংখ্যা অত্যন্ত কমে যাওয়াতে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইউনাইটেড প্রভিন্সের গভর্নর ম্যালকম হেইলির নামে প্রথম হেইলি জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়, যা ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে বন্যপ্রাণ সংরক্ষক জিম করবেটের নামে নামাঙ্কিত হয়। বর্তমানে সেখানে প্রায় ২৬০টি বাঘ রয়েছে। বাঘবনের আয়তন ১৩৮১ বর্গকিলোমিটার। অন্যদিকে, ৭৬০.৯৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভ গঠিত হয় ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমানে এখানে বাঘের সংখ্যা মাত্র এক। এই কারণে আইন অনুযায়ী ব্যাঘ্র পুনঃস্থাপনের প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়।

আগমন ও গমন

জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ সংস্থার রিপোর্ট বলছে, বক্সাতে বাঘ আছে। ভারতে বাঘ বিষয়ে কথা বলার দক্ষতা ও অধিকার শুধু এই সংস্থারই আছে। ইতিহাসও বলছে, এই বন প্রকৃত অর্থেই বাঘের বন। সে কারণেই বাঘ পুনঃস্থাপনের প্রকল্পের মঞ্জুরি পেয়েছে। তাছাড়া এক অঞ্চলের সঙ্গে আর এক অঞ্চলের বাঘের জিন প্রবাহের সুযোগও রয়েছে। কারণ বক্সার বন সংযুক্ত ভুটানের বনের সঙ্গে। ভুটানে বারোটি 'প্রোটেক্টেড এরিয়া' আছে। সবক'টি 'বায়োলজিক্যাল করিডর'-এর মাধ্যমে যুক্ত। বক্সা টাইগার রিজার্ভ ভুটানের 'ফিবসো' অভয়ারণ্য এবং 'ন্যাওড়াভ্যালি' জাতীয় উদ্যান হয়ে 'জিগমে খেসার স্ট্রিক্ট নেচার রিজার্ভ'-এর সঙ্গে যুক্ত। বনের ভেতরে আন্তর্জাতিক সীমানার একটি কাল্পনিক রেখা থাকলেও এইসব বন মিলিয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন বনভূমি- একটি বাস্তুতন্ত্র। দুই দেশের বনভূমিই বাঘের 'হোম রেঞ্জ'-এর অন্তর্গত। ভুটান ও অসমের মানস টাইগার রিজার্ভের সঙ্গে আন্তঃসীমানা বাঘ গণনা শুরু হয় ২০১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। বাঘ গণনা–২০২২ অনুযায়ী ভুটানে বাঘের সংখ্যা ১৩১। ভুটানের অন্যান্য 'প্রোটেক্টেড এরিয়া'-তে মানুষের বসতি থাকলেও 'ফিবসো' অভয়ারণ্য ও 'জিগমে খেসার স্ট্রিক্ট নেচার রিজার্ভ'-এ কোনও মানববসতি নেই। এই নির্জন অঞ্চল বাঘের নিরাপদ আশ্রয়। অপরদিকে জনচাপে বক্সা টাইগার রিজার্ভ বিপর্যস্ত। এই কারণেই কি শীতকালীন পর্যটনের পর বেশিরভাগ বাঘ নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যায়? আমাদের লোভ-লালসার অত্যাচার কি তাদের সর্বক্ষণ তাড়া করে বেড়াচ্ছে? এই বিষয়ে কোনও গবেষণা হয়েছে কি না, জানা নেই।

বক্সার জনমিতি

তথ্য বলছে, বর্তমানে বক্সা বনভূমিতে মোট ৩৭টি বনবস্তি ও চারটি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হোল্ডিং এলাকা রয়েছে, যার মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৮,৫০৩। বনসন্নিহিত গ্রাম রয়েছে ৪০টি, যার জনসংখ্যা প্রায় ১,৭৬,৪৭৩। বনঘেঁষা অবস্থায় রয়েছে ৪৯টি চা বাগান, যেখানে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় ১,২৯,০৭৫। এই বিপুল জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অসংখ্য পালিত পশু। এই তথ্য থেকেই স্পষ্ট, বক্সা টাইগার রিজার্ভ ভেতর ও বাইরে- উভয় দিক থেকেই তীব্র জৈবচাপে জর্জরিত। এই চাপ কমাতে বক্সায় জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের (NTCA) রিপোর্ট অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে ১৩টি গ্রাম ও ২টি এফডি হোল্ডিং এলাকা স্থানান্তরের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। জয়ন্তীর ডলোমাইট খনিগুলি ১৯৯৩ এবং ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে দুই দফায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বনবস্তি স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে। একটি বনবস্তি আংশিকভাবে স্থানান্তরিত হওয়ার পর নানা কারণে সেই প্রক্রিয়া আর গতি পায়নি। পরবর্তীতে ২০২৩–'২৪ খ্রিস্টাব্দে আবার স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সময় দুটি গ্রাম স্থানান্তরিত হয়। বাকি রয়েছে আরও ১৩টি গ্রাম। এখন আবার বন্ধ রয়েছে স্থানান্তরের কাজ।

প্রকল্পের দ্বন্দ্ব

বক্সা বাঘবন নিয়ে নানা সময়ে নানা প্রকল্পের কথা খবরের কাগজে ও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বনের অভ্যন্তরে দুর্গম বনবস্তির সঙ্গে শহরের যোগাযোগের জন্য রাস্তা, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গবাদিপশু পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদির প্রস্তাব আসে। আবার কখনও গাছের ঝরা পাতা থেকে জ্বালানি উৎপাদন কিংবা পুরোনো কমলা চাষ ফিরিয়ে আনার কথাও শোনা যায়। এতে কোনও অন্যায্য বিষয় নেই। মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য এগুলি ন্যূনতম প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে জায়গাটা নিয়ে। আমরা কি আগ্নেয়গিরির মাথায় বসতবাড়ি বানাতে পারি? আমাদের বুঝতে হবে- সংরক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন একসঙ্গে সম্ভব নয়। যখন এই বনাঞ্চলকে বাঘবন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তখনই সেখানে উন্নয়নের সুযোগ সীমিত হয়েছে। সরকার প্রস্তাব আনার সময়ই চুক্তিবদ্ধভাবে স্পষ্ট করেছে- বাঘবনে প্রথম অগ্রাধিকার বাঘ সংরক্ষণ, তার পরে অন্যান্য বিষয়। সে কারণেই জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ সংস্থা বনবস্তি স্থানান্তরের কথা বলেছে এবং তার মঞ্জুরিও দিয়েছে। এখন সরকারের দায়িত্ব সেই কাজগুলি সম্পন্ন করা। তাতে শুধু বাঘ নয়, বর্তমান মানুষের এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনও সুনিশ্চিত হবে। তা না হলে যেভাবে নদীগুলি ধেয়ে আসছে, তাতে গ্রাস করবে শুধু বন ও বাঘ নয়- মানুষের ভবিষ্যৎও।

শীত নামলেই বক্সায় বাঘের দেখা মেলে- এমন দাবি বন দপ্তরের। কিন্তু দেখা মেলে কেন? আর চিরদিন কেন মেলে না? ইতিহাস প্রমাণ করে বক্সা সত্যিই বাঘের বন। কিন্তু জনচাপ, বসতি, উন্নয়ন প্রকল্প ও সংকুচিত আবাসভূমির কারণে বাঘেরা নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যায়। সংরক্ষণ ও মানব উন্নয়ন একসঙ্গে সম্ভব নয়- এই সত্য মেনে পরিকল্পনা এগোতে হবে। ভবিষ্যতের জন্য সিদ্ধান্ত জরুরি- বাঘ থাকবে, নাকি তাড়ানো হবে?

বন দপ্তরের প্রতি ক্ষোভ

জনসাধারণ সরকারকে দেখে ও চেনে সরকারি দপ্তরগুলির কার্যকলাপের মাধ্যমে। বক্সা ব্যাঘ্র পুনঃস্থাপনের বর্তমান অবস্থার কোনও তথ্য জনসাধারণের জন্য অন্তর্জালে পাওয়া যায় না। যারা এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে, তারাও কিছু জানতে পারে না। ফলে তারা প্রকল্পের পক্ষে সহনাগরিকদের বোঝানোর কাজটাও করতে পারে না। অন্যদিকে, বনবস্তির মানুষের সঠিক উন্নয়ন হচ্ছে না বলেও তারাও ক্ষুব্ধ। এক কথায়, বন দপ্তর সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে। বন দপ্তর তো এই সরকারেরই অংশ, তাই চাপটাও শেষপর্যন্ত সরকারের উপরেই পড়ে। এখন দেখার বিষয়- সরকার কী করবে? বাঘ রাখবে, নাকি তাড়াবে?

যা না বললেই নয়

এই বনকে যখন ব্যাঘ্র-প্রকল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তখন সরকারের সম্মান রক্ষার্থে তাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা উচিত। সাধারণ প্রশাসন, বন দপ্তর ও নাগরিক সমাজকে সংঘবদ্ধভাবে সহনাগরিকদের কাছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্পষ্ট করে বোঝাতে হবে এবং সম্মানের সঙ্গে স্থানান্তরে রাজি করাতে হবে। অবশ্যই তা করতে হবে যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও নতুন স্থানে জীবিকানির্বাহের পূর্ণ সুযোগ নিশ্চিত করে। নচেৎ অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের।

(লেখক প্রাক্তন বনাধিকারিক)

আজ

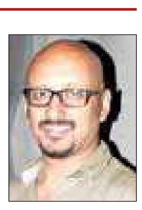

১৯৬৮
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সংগীত পরিচালক শান্তনু মৈত্র।

২০২২
কিংবদন্তি ফুটবলার সুভাষ ভৌমিক প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

তৃণমূলের কোনও পদাধিকারী খারাপ আচরণ করলে একডাকে অভিষেককে জানাবেন। কিন্তু তাঁদের জন্য তৃণমূলের থেকে মুখ ফেরাবেন না। আমি জানি, এখানে অনেক দাবি রয়েছে। দাবি পূরণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিচ্ছি। কথা দিচ্ছি, উন্নয়নের মাধ্যমে আপনাদের ভালোবাসার ঋণ মেটাব।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

কুমায়ুন রেজিমেন্টের একদল সেনার গান গাওয়ার ভিডিও ভাইরাল। মার্চ করতে করতে সেনাদের 'দিল না দিয়া' গানটি গাইতে দেখা গেল। কঠোর সামরিক জীবনের আড়ালে এমন প্রাণবন্ত গান গাওয়া দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটাগরিকরা।

ভাইরাল/২

দিল্লির ন্যাশনাল হাইওয়ে। সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একটি কালো স্করপিও। জিগজ্যাগ করতে করতে দ্রুতগতিতে গাড়িটি চলতে থাকে। বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর ভিডিও মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার নজরে আসে। গ্রেপ্তার তরুণ চালক। গাড়িও বাজেয়াপ্ত।

জনমন
জনমত

পুরুষের মূল্য কি শুধু অর্থের জোগানের সঙ্গে সম্পর্কিত?

মেরি কমের বক্তব্যের সঙ্গে নিঃশর্তভাবে একমত হওয়া কঠিন, কারণ বিষয়টি আরও গভীর এবং যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তাঁর ক্রীড়াজীবনের সাফল্য নিঃসন্দেহে অসাধারণ এবং সম্মানের যোগ্য হলেও, এই প্রশ্ন তোলা অযৌক্তিক নয় যে প্রাক্তন স্বামীর নিরবচ্ছিন্ন মানসিক, নৈতিক ও পারিবারিক সহায়তা ছাড়া তিনি কি এই স্তরের সাফল্যে পৌঁছাতে পারতেন? বাস্তব জীবনে নারী বা পুরুষ - কেউই সম্পূর্ণ একা নিজের সাফল্য গড়ে তোলেন না। প্রতিটি সাফল্যের আড়ালে থাকে বহু মানুষের ত্যাগ, সহযোগিতা ও অবদান, যা উপেক্ষা করা যায় না।

মেরি কমের ক্ষেত্রে তাঁর স্বামী সামাজিক চাপ, আর্থিক অনিশ্চয়তা ও পারিবারিক দায়িত্বের সময় তাঁর পাশে থেকেছেন। এই অবদান স্বীকার করলে তাঁর প্রতিভা, পরিশ্রম বা আত্মশক্তি কোনওভাবেই খাটো হয় না। বরং এটি তাঁর সাফল্যের যাত্রাকে আরও বাস্তব ও মানবিক করে তোলে। প্রকৃত ক্ষমতায়ন কখনোই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার মধ্যে নিহিত নয়, বরং সত্যকে স্বীকার করার মধ্যেই তার প্রকৃত সৌন্দর্য।

তবে সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, যেভাবে তিনি প্রকাশ্যে তাঁর স্বামীর ভূমিকা খাটো করেছেন, কোনও পুরুষ যদি প্রকাশ্যে তাঁর স্ত্রীর অবদান এভাবে অস্বীকার করতেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নারীবিদ্বেষী, পিতৃতান্ত্রিক বা সংবেদনশীলতাহীন বলে চিহ্নিত করা হত। সামাজিক মাধ্যমে তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠত। কিন্তু একই ধরনের বক্তব্য যখন কোনও নারী দেন, তখন তা প্রায়শই 'নারী ক্ষমতায়ন'-এর নামে সমর্থন পায়। এই দ্বৈত মানসিকতা সমাজের নৈতিক ভারসাম্য নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলে।

এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে, এটাই কি প্রকৃত নারীবাদ? নাকি এটি নারীবাদের বিকৃত রূপ, যেখানে এক লিঙ্গকে এগিয়ে আনার নামে অন্য লিঙ্গকে হেয় করা হয়? প্রকৃত নারীবাদ কখনোই একতরফা আধিপত্য বা প্রতিশোধের ধারণাকে সমর্থন করে না। নারীবাদের মূল উদ্দেশ্য সাম্য, পারস্পরিক সম্মান ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা- একটি অন্যায়ের বদলে আরেকটি অন্যায় সৃষ্টি করা নয়। সত্যিকারের নারীবাদ পুরুষকে অপমান করা, তাঁদের ত্যাগ অস্বীকার করা বা অবদান মুছে ফেলার শিক্ষা দেয় না, বিশেষত যখন সেই পুরুষটি জীবনের কঠিন সময়ে একজন জীবনসঙ্গী হিসেবে পাশে থেকেছেন। ক্ষমতায়ন মানে অন্যকে হেয় করা নয়, বরং নিজেকে শক্তিশালী করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের সম্মান রক্ষা করাও তার অঙ্গ।

প্রকৃত লিঙ্গসমতা তখনই সম্ভব, যখন নারী ও পুরুষ উভয়ের চেষ্টা সমানভাবে স্বীকৃত হবে এবং উভয়ের জন্য একই নৈতিক মানদণ্ড প্রযোজ্য হবে। নির্বাচিত ক্ষোভ ও পক্ষপাতদুষ্ট বর্ণনা সাম্যের মূল ভাবনাকে দুর্বল করে এবং নারীবাদকে ন্যায়ের আন্দোলনের পরিবর্তে বিভাজনের হাতিয়ারে পরিণত করে। অতএব, নারীবাদকে অর্থবহ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হলে তার মধ্যে ন্যায়, কৃতজ্ঞতা ও সততার চর্চা থাকা আবশ্যক। সম্মান ও সত্য স্বীকার করা কোনও দুর্বলতা নয় বরং এগুলিই একটি সমতাভিত্তিক সমাজের শক্ত ভিত্তি।

রেনেসাঁ মৌলিক, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

ধর্ম ও সীমান্ত রাজনীতির মেলবন্ধন

বেরুবাড়ি আন্দোলন থেকে সীমা চুক্তি- ত্রিস্রোতা মহাপীঠের গল্প ধর্ম, ইতিহাস ও সংগ্রামে বাঁধা।

মহুয়া রুদ্র

ত্রিস্রোতা মহাপীঠ এমন এক ধর্মীয় স্থান, যার পরিচয় কেবল পীঠ হিসেবে নয়, বরং দুই দেশের সীমান্ত নির্ধারণের ইতিহাসেও তাৎপর্যপূর্ণ। বেরুবাড়ি আন্দোলন ও সীমা চুক্তির মতো রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে ভূমিকা রেখে এই মহাপীঠ আন্তর্জাতিক মননে আসে।

প্রাচীনকালে পাহাড়ি তিস্তা সমতলে নেমে পাঙ্গা, যমুনা ও করতোয়া- এই তিন স্রোতধারায় বিভক্ত হত। তাই অঞ্চলের নাম হয় 'ত্রিস্রোতা'। এই জঙ্গলপূর্ণ অববাহিকায় সতীর অঙ্গুলিবিহীন বামপদ পতিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি। মহাপীঠটি করতোয়া নদীর পূর্বতীরে, প্রাচীন কামরূপের নৈর্ঋত কোণে অবস্থিত। ১৭৮৭ সালের ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিকম্পের পর তিস্তার গতিপথ বদলে গেলে ত্রিস্রোতার পরিচয় লোপ পায়; নদী হয়ে ওঠে আজকের তিস্তা।

বৃহৎশিবমহাপুরাণ, অন্নদামঙ্গল সহ বিভিন্ন পুরাণে এই মহাপীঠের উল্লেখ রয়েছে। পরে ১৫২৪ সালে শিশ্য সিংহ বৈকুণ্ঠপুর রাজ এস্টেট প্রতিষ্ঠা করেন এবং নাউতারী দেবোত্তরে দেবী গর্ভেশ্বরী ও গর্তেশ্বরীর পুজো প্রচলিত হয়। কিন্তু ১৯৪৬ সালে বৈকুণ্ঠপুরের সর্বশেষ রাজা প্রসন্নদেব রায়কত পুত্রহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে রাজানুগত্য বন্ধ হয়ে যায়। ওই বছরই মন্দির ভস্মীভূত হয়। দীর্ঘদিন দেবী কখনও চালাঘরে, কখনও খোলা আকাশের নীচে পূজিতা হন।

এদিকে, ১৯৫২ সালে ভারত–পাক সীমাচিহ্নের সময় দক্ষিণ বেরুবাড়ি সীমানা নির্ধারণ সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে এবং জনপথে গণ আন্দোলন শুরু হয়। সমস্যার প্রথম সমাধান আসে ১৯৭৪ সালের ঐতিহাসিক ইন্দিরা–মুজিব চুক্তির মধ্য দিয়ে। কিন্তু ১৯৮৯ সালে ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত পুনঃচিহ্নের সময় ফের জটিলতা দেখা দেয় এবং শুরু হয় বেরুবাড়ি আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়।

এই চাপের মাঝেই ১৯৯৪ সালে অন্নকান্ত দাস দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে ছোট মন্দির নির্মাণ করেন। প্রায় পাঁচ দশক পর দেবী গর্ভেশ্বরী ও গর্তেশ্বরী ফের ঘর পান। ২০০৫ সালে উত্তরলোক পত্রিকায় 'গর্তেশ্বরী মন্দির : ইতিহাসের এক নতুন দিশা' প্রকাশের পর বিষয়টি নতুন আলোচনায় আসে। সেই সূত্রে বৈকুণ্ঠপুর রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী প্রণতকুমার বসু পুজো দিতে এসে দেবীর প্রাপ্য সম্মান নিশ্চিত করেন। পরে দান ও সরকারি সহায়তায় পরিকাঠামো গড়ে ওঠে।

ত্রিস্রোতা মহাপীঠে দেবী গর্ভেশ্বরী চতুর্ভুজা- শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারিণী। দেবী গর্তেশ্বরী দ্বিভুজা; জনশ্রুতি মতে, তাঁর শরীর থেকে নির্গত ভ্রমর দৈত্যরাজ অরুণকে নিধন করেছিল, তাই তিনি ভ্রামরী নামেও খ্যাত। অবশেষে ২০১১ সালের ভারত–বাংলাদেশ 'মনমোহন–হাসিনা' চুক্তিতে দক্ষিণ বেরুবাড়ির প্রতিকূল অবস্থান ভারতেই রাখার সিদ্ধান্ত হয়। যুক্তি হিসেবে উঠে আসে ত্রিস্রোতা মহাপীঠ- হিন্দুদের পুণ্যক্ষেত্র। ধর্ম ও আন্তর্জাতিক সীমান্ত রাজনীতির মিলনে অনন্য হয়ে ওঠে এই পীঠ।

তথ্যসূত্র : ১। গণ আন্দোলনের পীঠভূমিতে ত্রিস্রোতা মহাপীঠ। লেখক- হরিশ্চন্দ্র রায় ২। জলপাইগুড়ি রায়কত বংশের রাজর্ষি। লেখক- উমেশ শর্মা

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৫১

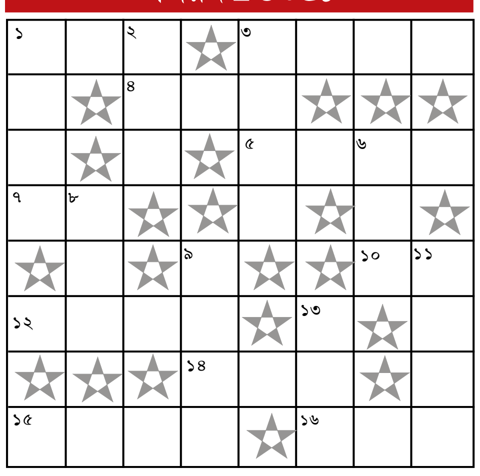

পাশাপাশি : ১। কথাবার্তায় জাঁক, গর্বের প্রকাশ ৩। দানাখাদ্য ও জল ৪। মহৎ, উপর ৫। কৃতজ্ঞতা ইত্যাদিসূচক উক্তি ৭। রক্ত ১০। সপ্তাহের একটি বার, সূর্য ১২। বৃত্তিমূলক কাজে সুখ্যাতি ১৪। দেবতার স্থানে ইচ্ছাপূরণে পড়ে থাকা, দাবি আদায়ে অবস্থান ১৫। ধান, গম ইত্যাদির গোলা ১৬। ক্রুদ্ধ আস্ফালন, ভয় পাওয়ানো।

উপর-নীচ : ১। স্নেহযুক্ত, কৃপালু ২। ভারতীয় মার্গ সংগীতের রাগিণীবিশেষ ৩। দানকর্ম ও ধর্মীয় আচরণ ৬। কেনাবেচার জায়গা, জিনিসপত্রের দাম ৮। ঝামেলা, অভিযোগ তুলে গণ্ডগোল ৯। চাঁদ ১১। আদুরে বিবি ১৩। মোটা পশমের কাপড়।

সমাধান ■ ৪৩৫০

পাশাপাশি : ২। কালিদাস ৫। মলয় ৬। বরাতজোর ৮। সিন্ধু ৯। চল ১১। চমকদার ১৩। তরিক ১৪। তুকতাক।

উপর-নীচ : ১। দমসম ২। কায় ৩। দাদরা ৪। তম্বুর ৬। বন্ধু ৭। তণ্ডুল ৮। সিন্দুক ৯। চর ১০। দিবাকর ১১। চটক ১২। দারক ১৩। তক।

বিন্দুবিসর্গ

মহাকাশকে বিদায় সুনীতার

ওয়াশিংটন, ২১ জানুয়ারি : মহাকাশ বিজ্ঞানের এক গৌরবময় অধ্যায়ের অবসান ঘটল। ২৭ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস। নাসার তরফে মঙ্গলবার জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর থেকে তাঁর এই অবসর কার্যকর হয়েছে। তিনবার মহাকাশ সফর এবং মোট ৬০৮ দিন শূন্যে কাটানো এই মহাকাশচারী কেবল নথিপত্রেই নয়, বরং কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে এক চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

সুনীতার শেষ অভিযানটি ছিল যে কোনও থ্রিলার গল্পের মতো রোমহর্ষক। ২০২৪-এর জুনে সহকর্মী বুচ উইলমোরকে নিয়ে তিনি 'বোয়িং স্টারলাইনারে' চড়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পাড়ি দিয়েছিলেন। কথা ছিল মাত্র ১০ দিন সেখানে থাকবেন। কিন্তু মহাকাশযানের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেই ১০ দিন দীর্ঘ ৯ মাসের অনিশ্চয়তায় বদলে যায়। অবশেষে ২০২৫-এর মার্চ মাসে এলন মাস্কের 'স্পেস-এক্স' যানে চড়ে পৃথিবীতে ফেরেন তাঁরা। তাঁর অদম্য সাহস ও হাসিমুখ মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।

মহাকাশ বিজ্ঞানে সুনীতার অবদান অনস্বীকার্য। ৬০৮ দিন মহাকাশে কাটানো ছাড়াও ৯ বার স্পেসওয়াকের (মোট ৬২ ঘণ্টা ৬ মিনিট) বিশ্বরেকর্ড রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। এমনকি মহাকাশে ম্যারাথন দৌড়ানো প্রথম ব্যক্তি হিসেবেও তিনি নজির গড়েছেন। নাসার প্রশাসক জ্যারেড আইজ্যাকম্যান তাঁকে 'পথপ্রদর্শক' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, 'সুনীতার কাজ আগামী দিনে মানুষের চন্দ্রাভিযান বা মঙ্গল অভিযানের পথকে সুগম করেছে।'

ভারতের সঙ্গে সুনীতার সম্পর্ক চিরকালই নাড়ির। গুজরাতের ঝুলাসন গ্রামের সন্তান দীপক পাণ্ড্যর সুযোগ্য কন্যা সুনীতা মহাকাশে বারবার ভারতের ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। নিজের শেষ সফরেও তিনি ভারত ও স্লোভেনিয়ার অবস্থান খুঁজেছেন মহাকাশ থেকে। তিনি প্রায়ই বলেন, 'মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখলে মানুষের তৈরি কোনও বিভেদ চোখে পড়ে না।' মহাকাশে শিঙাড়া এবং ভগবদ্গীতা নিয়ে যাওয়ার কারণে ভারতীয়দের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ঘরের মেয়ে। অবসরের পর সুনীতা জানিয়েছেন, মহাকাশই তাঁর সবথেকে প্রিয় জায়গা। নাসা থেকে বিদায় নিলেও তাঁর রেখে যাওয়া 'উত্তরাধিকার' আগামী প্রজন্মের জন্য অফুরন্ত অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

বিএমসি কাঁটার মধ্যে কল্যাণে শিন্ডে-রাজ জোট

মুম্বই, ২১ জানুয়ারি : বৃহন্মুম্বই পুরসভায় (বিএমসি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও স্বস্তিতে নেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুতি। মেয়র পদ নিয়ে এখনও নিজেদের দাবিতে অনড় উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের শিবসেনা। উদ্ধব শিবিরের সাংসদ সঞ্জয় রাউত দাবি করেছেন, বিজেপি ও শিন্ডে সেনার নবনির্বাচিত কর্পোরেটরদের ফোনে আড়িপাতা হচ্ছে। শিন্ডে শিবিরের কর্পোরেটররা জয়ীর সার্টিফিকেট হাতে পাওয়ার পরই অবশ্য বান্দ্রার হোটেল ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এই নিয়ে শোরগোলের মধ্যেই কল্যাণ-ডম্বিভলি পুরসভার মেয়র পদ যাতে বিজেপি না পায় সেজন্য রাজ ঠাকরের এমএনএসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে শিন্ডে সেনা।

পদ্মকে দূরে সরিয়ে রাখতে উদ্ধব শিবিরের কয়েকজন কাউন্সিলারকেও কাছে টানার চেষ্টা করছে উপমুখ্যমন্ত্রীর দল। সদ্যসমাপ্ত পুরভোটে ১২২ আসনের কল্যাণ-ডম্বিভলিতে বিজেপি পেয়েছে ৫০টি আসন। অপরদিকে শিন্ডে সেনা পেয়েছে ৫৩টি আসন। এমএনএস ও শিবসেনা (ইউবিটি) জিতেছে যথাক্রমে ৫ ও ১১টি আসন। কল্যাণ-ডম্বিভলি পুরসভায় বোর্ড গঠন করতে গেলে দরকার ৬২টি আসনের। সূত্রের খবর, ভোটের সময় জোট বেঁধে লড়াই করলেও মেয়র পদটি হাতে রাখতে রাজ ঠাকরের দলের সঙ্গে জোট গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিন্ডে সেনা।

বুধবার কোঙ্কন ভবনে একনাথ শিন্ডের ছেলে তথা সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডে এমএনএসের সঙ্গে জোটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, ম্যাজিক সংখ্যা পেতে শিবসেনা (ইউবিটি)-র ৪ জন কর্পোরেটর তাঁদের জোটকে সমর্থন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে অনায়াসে কল্যাণ-ডম্বিভলি পুরসভা তাঁদের হাতে চলে আসবে।

পানাপুকুরে বিমান : প্রশিক্ষণ চলাকালীন পানাপুকুরে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার একটি বিমান। বুধবার বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ভেঙে পড়ার মুহূর্তে বিমানের দুই পাইলট প্যারাশুটে নীচে লাফিয়ে পড়ায় প্রাণে বেঁচে যান। ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়াতেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গ নবীনের পাখির চোখ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি : দায়িত্ব নেওয়ার মুহূর্তে লক্ষ্য ঠিক করে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই লক্ষ্যভেদ করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। তাঁর রাজনৈতিক ক্যালেন্ডারে ইতিমধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। ক্ষমতার লড়াইয়ে বাংলা যে বিজেপির কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা স্পষ্ট হয়ে যায় সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার আগের রাত থেকে শুরু করে পরের দিন পর্যন্ত একের পর এক বৈঠক এবং দায়িত্ব নিয়েই প্রথম সফর হিসেবে বাংলাকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তে।

মঙ্গলবার নবীনের 'অভিষেক' পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের কণ্ঠস্বরে পরিণত হচ্ছে বিজেপি। তাঁর এই কথার রেশ ধরে এবার নবীনেরও নজর বাংলার মসনদের দিকে। দলীয় সূত্রের দাবি, জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে সম্ভবত ২৭ অথবা ২৮ জানুয়ারি নীতিন নবীন প্রথমবারের মতো বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে বাংলায় পা রাখতে পারেন। সোমবার রাতের দিকে বঙ্গ বিজেপির কোর কমিটির সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেছিলেন তিনি। দলীয় সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বিস্তারিত ও আক্রমণাত্মক নির্বাচনি কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। নীতিন নবীন স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, এবার রাজ্যে মহিলা ভোটারদের কেন্দ্রে রেখে বিশেষ পরিকল্পনা নিতে হবে। একই সঙ্গে বুথ স্তর থেকে জেলা, জেলা থেকে রাজ্য পুরো সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও মজবুত করার নির্দেশ দেন তিনি। বিজেপি সূত্রের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করাকে পাখির চোখ করে এগোনোর কথা বলেছেন তিনি। এই লক্ষ্যপূরণে যুবসমাজ এবং মহিলা ভোটারদের সমর্থনকে তিনি 'নির্ণায়ক শক্তি' হিসেবে চিহ্নিত করেন।

■ ২৭ অথবা ২৮ জানুয়ারি নীতিন নবীন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে বাংলায় পা রাখতে পারেন

■ সোমবার রাতে বঙ্গ বিজেপির কোর কমিটির সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন

■ পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বিস্তারিত ও আক্রমণাত্মক নির্বাচনি কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়

দায়িত্ব গ্রহণের বিজেপি সদর দপ্তরে প্রথম বড় সাংগঠনিক বৈঠক করেন দলীয় সভাপতি। সূত্রের খবর, তিনটি পর্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর নেতৃত্বে দলের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিশা চূড়ান্ত করা। বৈঠকের শুরুতে প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের পক্ষ থেকে নতুন সভাপতিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয়গুলিই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। বিজেপির কাঠামো আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর বার্তা কীভাবে আরও বেশি সংখ্যক কর্মী ও ভোটারদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয়। এছাড়াও 'ভিবি জি রাম জি' আইন নিয়ে দেশজুড়ে জনসচেতনতা তৈরির জন্য একটি বিশেষ জাতীয় কৌশল নির্ধারণের ইঙ্গিত মিলেছে বৈঠকে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বর্তমান ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক বিভাগের শীর্ষনেতৃত্ব। দলীয় নেতাদের মতে, নতুন সর্বভারতীয় সভাপতির নেতৃত্বে এই 'ব্রেন স্টর্মিং' আসলে আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে একসুতোয় বাঁধারই চেষ্টা।

টাকার দামে রেকর্ড পতন

মুম্বই, ২১ জানুয়ারি : মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দাম কমে ৯১ টাকা ৭০ পয়সায় পৌঁছেছে। যা সর্বকালীন রেকর্ড।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, টাকার রেকর্ড নীচে নেমে যাওয়ার নেপথ্যে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং বিদেশি লগ্নিকারীদের এদেশ থেকে লগ্নি সরিয়ে নেওয়া। গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের ওপর ট্যারিফ চাপানোর হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই হুমকিতে সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। এর পাশাপাশি ২০২৫-এর শেষার্ধের মতো নয়া বছরেও এদেশের শেয়ার বাজার থেকে টানা লগ্নি সরিয়ে নিচ্ছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। যার প্রভাবে নাগাড়ে দাম কমছে টাকার। টাকার দামে পতন রুখতে রিজার্ভ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে পারে বলে অবশ্য আশা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

কেন্দ্রের কর্মীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে রাজ্য পুলিশও

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি : দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে অটল সুপ্রিম কোর্ট। এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে সেগুলির তদন্তের অধিকার থাকত শুধুমাত্র সিবিআইয়ের হাতে। কিন্তু শীর্ষ আদালতের রায়ে সেই একচেটিয়া অধিকার হারাল কেন্দ্রের তদন্তকারী সংস্থাটি। মঙ্গলবার এক ঐতিহাসিক রায়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা রুজু এবং তদন্ত করার পূর্ণ আইনি ক্ষমতা রয়েছে রাজ্য পুলিশেরও। এর জন্য সিবিআই-এর কোনও অনুমতি বা সম্মতির প্রয়োজন পড়বে না।

এর ফলে বিজেপি-বিরোধী রাজ্যগুলি স্বস্তি পেল। দুর্নীতির অভিযোগে ইডি, সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে হামেশাই সুর চড়ায় বিরোধী দলগুলি। এবার রাজ্য পুলিশের হাতে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতির তদন্ত করার ছাড়পত্র চলে আসায় পালটা চাপ দেওয়ার রসদ পাওয়া গেল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার বেঞ্চ জানিয়েছে, ১৯৪৬ সালের 'দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্ট্যাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট' অনুযায়ী সিবিআই গঠিত হলেও তা কোনও রাজ্যের পুলিশ বা দুর্নীতি দমন শাখার ক্ষমতা কমিয়ে দেয় না। আদালত সাফ জানিয়েছে, সিবিআই-এর ক্ষমতা অনুমতিমূলক বা সহায়ক মাত্র। কোনও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশ মামলা শুরু করলে সিবিআই-কে কেন যুক্ত করা হয়নি, এই যুক্তিতে সেই মামলা খারিজ করা যাবে না।

রাজস্থানের একটি দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় নওয়াল কিশোর মীনা নামে এক কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী দাবি করেছিলেন, যেহেতু তিনি কেন্দ্রের কর্মী, তাই রাজস্থানের দুর্নীতি দমন শাখা তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করতে পারে না। রাজস্থান হাইকোর্ট সেই দাবি নাকচ করে দিলে তিনি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান। সেই আবেদন খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, হাইকোর্টের সিদ্ধান্তই সঠিক এবং রাজ্য পুলিশের জমা দেওয়া চার্জশিট আইনত সম্পূর্ণ বৈধ। সাধারণত কেন্দ্রীয় কর্মীদের তদন্ত সিবিআই করে থাকে ঠিকই, কিন্তু আদালত বলেছে এটি কেবলই একটি প্রশাসনিক প্রথা। এটি কোনও কঠোর আইন নয় যা রাজ্য পুলিশের হাত বেঁধে রাখতে পারে।

দুর্নীতিতে ছাড় নেই

লিভ-ইন সঙ্গিনীকে দিন স্ত্রীর মর্যাদা

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি : কিছুদিন আগে এলাহাবাদ হাইকোর্ট লিভ-ইন সম্পর্ককে আইনের চোখে অপরাধ নয় বলেছিল। এবার মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, লিভ-ইন সম্পর্ক বা একত্র বসবাসের ক্ষেত্রে সঙ্গিনীকে স্ত্রীর সমান আইনি সুরক্ষা দেওয়া হোক। তেমন ক্ষেত্রে তাঁকে দেওয়া হোক স্ত্রীর মর্যাদা। একটি আগাম জামিনের মামলায় এই পর্যবেক্ষণ বিচারপতি এস শ্রীমতীর। তিনি জামিন আবেদনকারীর আর্জি খারিজ করে দিয়েছেন।

তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লির এক তরুণ গ্রেপ্তারির ভয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন। অভিযোগ, তিনি এক তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে ছিলেন। একত্রবাসের সময় তরুণীর সঙ্গে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন। তাঁদের সম্পর্ক টেকেনি। তখন তিনি গ্রেপ্তারি এড়াতে আগাম জামিন চেয়ে উচ্চ আদালতে যান। মামলার বাদী-বিবাদী পক্ষের সওয়াল শোনার পর বিচারপতি শ্রীমতী লিভ-ইন সম্পর্ককে ভারতীয় সমাজে 'সাংস্কৃতিক অভিঘাত' বলে উল্লেখ করে জানান, মহিলারা নিজেদের আধুনিক করতে লিভ-ইন সম্পর্কে জড়ান। পরে তাঁরা বুঝতে পারেন, দেশের আইন বিবাহে যে সুরক্ষা দেয়, লিভ-ইনের ক্ষেত্রে তা মেলে না।

বিচারপতি এও জানিয়েছেন, দেশের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে আট রকমের বিয়েকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। গান্ধর্ব বিবাহ তাদের মধ্যে অন্যতম। পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্মতিতে ওই বিয়ে হয়। এজন্য আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। এখনকার লিভ-ইন সম্পর্ককে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। এই সম্পর্ক না টিকলে মহিলাদের চরিত্র নিয়ে মন্তব্য করা হয়। বিচারপতির কথায়, আদালতের কর্তব্য হল আধুনিকতার নামে লিভ-ইন সম্পর্কের জালে জড়িয়ে পড়া মহিলাদের সুরক্ষা দেওয়া।

ভারত-পাক গোলাগুলি

শ্রীনগর, ২১ জানুয়ারি : কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা সীমান্ত। মঙ্গলবার গভীর রাতে কেরান সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারত ও পাকিস্তানের সেনাদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। প্রতিরক্ষা সূত্রে খবর, কেরান বালা এলাকায় ৬ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের জওয়ানরা যখন সীমান্তে নজরদারি বাড়ানোর জন্য উচ্চ-প্রযুক্তির ক্যামেরা লাগাচ্ছিলেন, তখনই অতর্কিতে হামলা চালায় পাক সেনা।

জানা গিয়েছে, নজরদারি ক্যামেরা স্থাপনে বাধা দিতে পাকিস্তানি সেনারা কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। ভারতীয় জওয়ানরা পালটা জবাব দিলে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। তবে এই ঘটনায় কোনও পক্ষেই হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। সেনাবাহিনীর সন্দেহ, শীতকালে কুয়াশার সুযোগ নিয়ে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশে সাহায্য করতেই সম্ভবত এই প্ররোচনামূলক গুলি চালিয়েছে পাকিস্তান। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেরান সেক্টরের গভীর জঙ্গলে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

জামিন মূল অভিযুক্তের

তিরুবনন্তপুরম, ২১ জানুয়ারি: শবরীমালা মন্দিরের দরজা থেকে সোনা চুরি কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত ব্যবসায়ী উন্নিকৃষ্ণন পট্টিকে বুধবার জামিন দিল কেরল ভিজিল্যান্স আদালত। ৯০ দিন পেরোলেও এই মামলায় চার্জশিট দাখিল করতে পারেনি সিট। তবে জামিন মিললেও মন্দিরের বিগ্রহ থেকে সোনা চুরিতেও তাঁর নাম জড়ানোয় আপাতত জেলমুক্তি হচ্ছে না উন্নিকৃষ্ণনের।

ইরানকে মুছে ফেলার হুমকি

ওয়াশিংটন, ২১ জানুয়ারি : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইরানের শীর্ষনেতৃত্বের মধ্যে বাগযুদ্ধ চরমে পৌঁছেছে। মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ইরান যদি তাঁকে খুন করার চেষ্টা করে, তবে দেশটিকে 'পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলা হবে'। অন্যদিকে, তেহরানও পালটা হুমকি দিয়েছে, তাদের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের ওপর কোনও আঘাত এলে তারা আমেরিকাকে 'আগুনে পুড়িয়ে দেবে'।

এক সাক্ষাৎকারে ৭৯ বছর বয়সি ট্রাম্প জানান, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র সফল হলে ইরানকে ধ্বংস করার জন্য তিনি ইতিমধ্যেই 'দৃঢ় নির্দেশ' দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেন, 'আমি খুব স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছি। যদি কিছু ঘটে, তবে তারা (মার্কিন বাহিনী) তাদের (ইরান) এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।' এর আগেও গত ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'ইরানের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনও দুঃসাহস দেখানো হলে তাদের অস্তিত্ব 'বিপন্ন' হবে।'

জবাবে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র জেনারেল আবুল ফজল শেকারচি জানিয়েছেন, আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের দিকে হাত বাড়ালে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। তিনি বলেন, 'ট্রাম্প জানেন যে আমাদের নেতার ওপর আঘাত এলে আমরা শুধু সেই হাত কেটেই ফেলব না, বরং তাদের পুরো দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেব। এই অঞ্চলে তাদের পালানোর জায়গা থাকবে না।' একধাপ এগিয়ে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বুধবার বলেছেন, 'এটা কোনও হুমকি নয়, বাস্তবতা। যুদ্ধ শুরু হলে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং পুরো অঞ্চলকে গ্রাস করবে।' এই উত্তেজনার আবহে ইরানে সরকারবিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছে।

ফের কুকুর খুন

হায়দরাবাদ, ২১ জানুয়ারি : কিছুদিন আগে ৫০০-রও বেশি পথকুকুরকে বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছিল তেলেঙ্গানার তিনটি জেলায়। এবার রঙ্গারেড্ডি জেলার ইয়াচারাম গ্রামে আরও ১০০টি কুকুরকে বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে মারা হয়েছে বলে অভিযোগ। গ্রামপ্রধান ও তাঁর দুই শাগরেদ সহ তিনজন অভিযুক্ত হয়েছেন। পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় সংশ্লিষ্ট তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে। ঘটনাটি ঘটে ১৯ জানুয়ারি।

বিমান বিভ্রাট

ওয়াশিংটন, ২১ জানুয়ারি : দাভোস যাওয়ার পথে বড়সড়ো বিপত্তির মুখে পড়লেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার রাতে মেরিল্যান্ডের জয়েন্ট বেস অ্যানড্রিউ থেকে ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ বিমান 'এয়ারফোর্স ওয়ান'-এ যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। ওড়ার আধঘণ্টার মধ্যে কেবিনের আলো নিভে যায়, আতঙ্ক ছড়ায়।

শিনজোর খুনিকে যাবজ্জীবন

টোকিও, ২১ জানুয়ারি : এখন থেকে ঠিক সাড়ে তিন বছর আগে জনসভায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। সেই ঘটনায় হত্যাকারী ধৃত তেতসুয়া ইয়ামাগামিকে যাবজ্জীবনের সাজা দিল আদালত। সূত্রের খবর, সাজা শুনতে আদালত চত্বরে প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। তেতসুয়াকে কিন্তু নির্লিপ্ত দেখিয়েছে। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেননি। ২০২২ সালের জুলাইয়ে নারার জনসভায় শিনজোর বুক লক্ষ্য করে গুলি করেছিল তেতসুয়া। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পড়ে যান। রক্তাক্ত শিনজোকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা চলাকালীন তিনি মারা যান।

আপ-কংগ্রেস সন্ধি

চণ্ডীগড়, ২১ জানুয়ারি : দিল্লি বিধানসভা ভোটের সময় থেকে আপ-কংগ্রেসের মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল তাতে খানিকটা হলেও পরিবর্তনের ছোঁয়া আনল চণ্ডীগড় পুরসভার মেয়র নির্বাচন। ২০২৪ সালের মেয়র নির্বাচনে যে কারচুপি হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে আপ-কংগ্রেস সন্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুরসভার ইতিহাসে এবারই প্রথম গোপন ব্যালটের বদলে মেয়র নির্বাচন হতে চলেছে সরাসরি হাত তুলে সমর্থনের মাধ্যমে। এই অবস্থায় বিজেপি যাতে মেয়র পদের দখল নিতে না পারে সেজন্য হাত আর ঝাড়ুবাহিনী সন্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও দুই শিবিরের কেউই এই সিদ্ধান্তকে জোট গঠন বলে মানছেন না।

কংগ্রেস সাংসদ মণীশ তিওয়ারির ভোট সহ আপের ১১ ও কংগ্রেসের ৬ জনের সমর্থন রয়েছে। দলত্যাগের পর বিজেপির হাতেও ১৮ জনের সমর্থন রয়েছে। ২৯ জানুয়ারি চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচন হওয়ার কথা।

পুরুষ বাহিনীর নেতৃত্বে কাশ্মীরী কন্যা

জম্মু, ২১ জানুয়ারি : এবার ইতিহাস গড়তে চলেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরির নৌশেরার মেয়ে সিমরান বালা। ভূস্বর্গের তরুণী অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট, ২৬ বছরের সিমরান বালা ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে আধাসেনা সিআরপিএফ-এর পুরুষ ইউনিটের নেতৃত্ব দেবেন। দেশের ইতিহাসে এমন নজির এই প্রথম।

ভূস্বর্গের নিয়ন্ত্রণরেখায় বড় হয়ে ওঠা সিমরানের কাছে কর্তব্য ও শৃঙ্খলাবোধের একটা আলাদা মাত্রা রয়েছে। কিন্তু কুচকাওয়াজে মার্চিং দলকে নেতৃত্ব দেওয়া তাঁর কাছে অকল্পনীয় ছিল। এবার সেই গুরুদায়িত্ব বর্তেছে তাঁর কাঁধে। ২০২৩-এ ইউপিএসসি পরীক্ষায় প্রথম বসেন সিমরান। সর্বভারতীয় প্রথম পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হয়ে ৮২ তম স্থান দখল করেন। ওই বছর জম্মু ও কাশ্মীর থেকে তিনিই একমাত্র উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। স্বভাবতই তরুণীদের কাছে সিমরান রোল মডেল। সিমরান প্রশিক্ষণ নিয়েছেন গুরুগ্রামের সিআরপিএফ অ্যাকাডেমি থেকে।

২৬ জানুয়ারির কুচকাওয়াজের মহড়ায় সিমরানের নিখুঁত ড্রিল, আত্মবিশ্বাস ও কমান্ড দেওয়ার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ শীর্ষকর্তারা। তরুণী অফিসারের মেধা ও কর্মক্ষমতা দেখে তাঁকে নেতৃত্বে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের মতো একটি সংবেদনশীল অঞ্চল থেকে দেশের বৃহত্তম আধাসেনা বাহিনীর পুরুষ ইউনিটের নেতৃত্ব দেওয়াকে নারীশক্তির জয় হিসেবে দেখছেন বাহিনীর কর্মকর্তারা। লিঙ্গবৈষম্যের আগল ভাঙারও এ এক দৃষ্টান্ত হতে চলেছে।

২৬শের কুচকাওয়াজ

বিনাযুদ্ধে গ্রিনল্যান্ড চাই, ট্রাম্প-বার্তা

দাভোস ও নুক, ২১ জানুয়ারি : আটলান্টিক মহাসাগরের দু-পারের বন্ধুত্বে ফাটল ধরিয়েছে গ্রিনল্যান্ড দখলের জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একরোখা জেদ। ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপটি মার্কিন ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা শুধু যে মুখের কথা নয়, বুধবার তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। এদিন সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের মঞ্চে দাঁড়িয়ে গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে নতুন করে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্প সাফ জানান, গ্রিনল্যান্ড দখল করা আমেরিকার কাছে কোনও বিলাসিতা নয়, বরং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য এটি 'অপরিহার্য'।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'গ্রিনল্যান্ড একটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই দ্বীপটি অধিগ্রহণ করা দরকার। এ নিয়ে দ্রুত আলোচনা শুরু করতে হবে। আপনারা না বলতে পারেন। কিন্তু আমরা সেটা মনে রাখব।' এর সঙ্গে ট্রাম্প যোগ করেন, 'আমরা এই কাজে সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে চাই না।' ডেনমার্ককে 'অকৃতজ্ঞ' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ডেনমার্ককে গ্রিনল্যান্ড ফিরিয়ে দেওয়া ছিল আমেরিকার ভুল।' ন্যাটোকে নিশানা করে ট্রাম্পের বক্তব্য, 'আমেরিকা এই জোটের কাছ থেকে অত্যন্ত অন্যায্য আচরণ পেয়েছে।' ট্রাম্পের অবস্থানের তীব্র বিরোধিতা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লিয়ন ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের হুমকিকে 'মস্ত বড় ভুল' বলেছেন। তিনি বলেন, 'ইউরোপ নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় পদক্ষেপ করবে।' মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের তরফে গ্রিনল্যান্ডকে 'জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য' ঘোষণার পর পরিস্থিতি দ্রুত সামরিক সংঘাতের দিকে মোড় নিচ্ছে। গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেন্স-ফ্রেডরিক নেলসন সম্ভাব্য মার্কিন অভিযানের আশঙ্কায় দ্বীপবাসীকে অন্তত পাঁচদিনের রসদ মজুত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

দাভোসের মঞ্চে দাঁড়িয়েই কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ট্রাম্পের নাম না নিয়ে বলেন, 'পুরোনো বিশ্বব্যবস্থা আর ফিরে আসবে না। আমাদের মানিয়ে নিতে হবে এক নতুন নিষ্ঠুর বাস্তবতার সঙ্গে, যেখানে পেশিশক্তিই শেষ কথা বলবে।' কার্নি অভিযোগ করেন, বড় শক্তিগুলি এখন অর্থনৈতিক সংহতি ও বাণিজ্যিক শৃঙ্খলকে 'অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করছে। মধ্যম সারির দেশগুলিকে সতর্ক করে তিনি বলেন, 'আমাদের একজোট হতে হবে। কারণ, আমরা যদি আলোচনার টেবিলে না থাকি, তবে আমাদের অন্যের মেনুতে জায়গা হবে।'

> আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণ করা দরকার। এ নিয়ে দ্রুত আলোচনা শুরু করতে হবে।
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

শীতের ওম, কমলালেবু আর ধোঁয়া ওঠা মাংসের ঝোল- কোথায় যাবেন পিকনিকে? উত্তরের সেরা ঠিকানার খোঁজে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

শীত মানেই আলসেমি মাখা রোদ, সোয়েটারের উষ্ণতা আর পিঠেপুলি। কিন্তু উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে শীতের আসল মানে হল- পিকনিক। কুয়াশাঘেরা জঙ্গল, তিস্তা-তোর্ষা-কুলিক-আত্রেয়ী-মহানন্দার কুলকুল শব্দ, আর দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার হাতছানি। দলবেঁধে বাসে বা গাড়িতে চড়ে, বড় ডেকচি-হাঁড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ার এই তো সময়। কিন্তু গন্তব্য কোথায়? শিলিগুড়ির পাহাড়তলি নাকি মালদার আম বাগান? কোচবিহারের রাজকীয় পরিবেশ নাকি ডুয়ার্সের জঙ্গল? 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর পাঠকদের জন্য আমরা উত্তরবঙ্গের সেরা পিকনিক স্পটের হদিস নিয়ে এসেছি। এই শীতে আপনার ডেস্টিনেশন হোক এর মধ্যে যে কোনও একটি।

হুল্লোড় পিকনিকে

শালবাগান

শহরের উপকণ্ঠে, বিমানবন্দর এলাকার কাছে অবস্থিত শালবাগান বহু বছর ধরেই কোচবিহারবাসীর প্রিয় পিকনিক স্পট।

পরিবেশ ও আকর্ষণ : সারি সারি লম্বা শাল গাছ। শীতে ঝরা পাতার শব্দ আর গাছের ফাঁক দিয়ে আসা রোদ। জঙ্গলের পরিবেশে অথচ শহরের খুব কাছে পিকনিক করতে চাইলে এর চেয়ে ভালো বিকল্প নেই। নিরাপদ এবং ছিমছাম পরিবেশ। পরিবার বা স্কুল-কলেজের ছোট গ্রুপের জন্য আদর্শ।

কীভাবে যাবেন : কোচবিহার শহর থেকে টোটো বা অটোতে ১৫-২০ মিনিটের পথ। এয়ারপোর্টের রাস্তার দিকে।

বুকিং : আগে থেকে গিয়ে জায়গা দেখে রাখা ভালো, কারণ ছুটির দিনে বেশ ভিড় হয়।

বাজার : কোচবিহার শহর বা খাগড়াবাড়ি বাজার থেকে সদাইপাতি করে নিতে হবে।

জগজীবনপুর

যাঁরা একটু অন্যরকম বা 'অফ-বিট' জায়গায় যেতে চান, তাঁদের জন্য হবিবপুর ব্লকের জগজীবনপুর সেরা গন্তব্য।

পরিবেশ ও আকর্ষণ : নবম শতাব্দীর বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ। পোড়ামাটির ফলক আর প্রাচীন ইটের দেওয়াল মাটির নীচ থেকে খুঁড়ে বের করা হয়েছে। এই আর্কিওলজিক্যাল সাইটের পাশেই রয়েছে বিশাল 'নন্দ দিঘি'। দিঘির পাড়ে বা বৌদ্ধ বিহারের সাজানো বাগানে পিকনিক করার দারুণ পরিবেশ। ভিড়ভাট্টা কম, শিক্ষার সঙ্গে বিনোদনের সুযোগ।

কীভাবে যাবেন : মালদা শহর থেকে দূরত্ব প্রায় ৪০ কিমি। হবিবপুর হয়ে বা বুলবুলচণ্ডী হয়ে যাওয়া যায়। নিজস্ব গাড়ি থাকলে সুবিধা।

বাজার : স্থানীয় ছোট হাট আছে, তবে বুলবুলচণ্ডী বা আইহো থেকে বাজার করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

রকি আইল্যান্ড

পাথরের রাজত্বে নদীর গর্জন

গরুমারা বা চালসার সমতল পেরিয়ে যেখানে পাহাড় শুরু হচ্ছে, সেখানেই মূর্তি নদীর এক রুদ্র রূপের নাম রকি আইল্যান্ড। যাঁরা ভিড়ভাট্টা এড়িয়ে একটু অ্যাডভেঞ্চার খুঁজছেন, তাঁদের ঠিকানা এটি।

কেন যাবেন : নদীর নাম এখানে মূর্তি, কিন্তু রূপ তার পাহাড়ি ঝোরার মতো। বিশাল বিশাল সব বোল্ডার বা পাথরের ফাঁক দিয়ে তীব্র বেগে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ জল। পাথরের ওপর বসে পা ডুবিয়ে আড্ডা দেওয়া বা সাবধানে এক পাথর থেকে অন্য পাথরে লাফিয়ে পার হওয়া- এখানে এসবই বিনোদন। নদীর একটানা গর্জন এখানকার নীরবতা ভাঙে। রাতে ক্যাম্প ফায়ার বা তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে অনেক রিসর্টে।

কীভাবে যাবেন : চালসা থেকে সামসিং যাওয়ার পথে মেটেলি চা বাগান পার করে পাহাড়ি রাস্তায় উঠতে হয়। সামসিং থেকে আরও ৩-৪ কিমি নীচে নামলে রকি আইল্যান্ড। শেষ কিছুটা রাস্তা বেশ খাড়াই ও সরু, তাই দক্ষ চালক ও ছোট গাড়ি নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাজার ও খাওয়া : এখানে বড় কোনও বাজার নেই। চালসা বা মেটেলি বাজার থেকে সমস্ত কেনাকাটা করে নিতে হবে। স্পটের আশপাশে কিছু ছোট দোকান আছে যেখানে নুডলস বা মোমো পাওয়া যায়।

চিলাপাতা

ঘন জঙ্গল বলতে যা বোঝায়, চিলাপাতা ঠিক তাই। জলদাপাড়া এবং বক্সার মাঝখানের এই জঙ্গল করিডরটি বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণভূমি।

পরিবেশ ও আকর্ষণ : এখানকার প্রধান আকর্ষণ 'নল রাজার গড়'-এর ধ্বংসাবশেষ এবং ঘন জঙ্গল। তোর্ষা নদীর পাড়ে পিকনিক করার সুযোগ রয়েছে। জঙ্গলের গা ছমছমে পরিবেশ আর পাখির ডাক পিকনিকের আমেজ বাড়িয়ে দেয়। জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থাও আছে।

কীভাবে যাবেন : আলিপুরদুয়ার থেকে হাসিমারা যাওয়ার পথে সোনাপুর মোড় থেকে চিলাপাতার রাস্তা। রাস্তাটি অসাধারণ সুন্দর।

বাজার : মথুরা চা বাগান এলাকা বা হাসিমারা থেকে বাজার করে নেওয়া ভালো। স্পটের আশপাশে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

সাপনিকলা

চোপড়া ব্লকে অবস্থিত সাপনিকলা এখন উত্তর দিনাজপুরের অন্যতম সেরা ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন।

পরিবেশ ও আকর্ষণ : বিশাল এক দিঘি বা লেক এবং তাকে ঘিরে থাকা ২২২ একরের ঘন জঙ্গল। শাল-সেগুনের জঙ্গলের ছায়া আর লেকের ঠান্ডা বাতাস- পিকনিকের জন্য এর চেয়ে ভালো কম্বিনেশন আর হয় না। লেকে বোটিং করার সুবিধাও রয়েছে। যাঁরা একটু নির্জনতা এবং প্রকৃতির সান্নিধ্য চান, তাঁদের জন্য এটি আদর্শ।

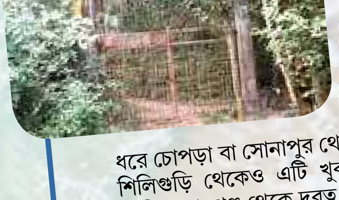

কীভাবে যাবেন : ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে চোপড়া বা সোনাপুর থেকে ভিতরে ঢুকতে হয়। শিলিগুড়ি থেকেও এটি খুব কাছে (প্রায় ৬০-৭০ কিমি)। রায়গঞ্জ থেকে দূরত্ব একটু বেশি।

বাজার : স্থানীয় বাজারে সাধারণ জিনিস মিলবে, তবে বড় বাজার চোপড়া বা ইসলামপুর থেকে করে নেওয়া শ্রেয়।

চলো যাই
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ভ্রমণের নতুন ঠিকানা

বিনা ভিসায় বিশ্বভ্রমণ

২০২৬-এর সেরা ঠিকানা

পাসপোর্ট আছে, পকেটে টাকাও আছে, কিন্তু ভিসার ঝক্কিতে বিদেশ যাওয়া হয়ে উঠছে না? চিন্তা নেই! ভারতীয় পাসপোর্ট এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। ২০২৬-এ এমন বেশ কিছু দেশ আছে যেখানে ভারতীয়দের জন্য 'লাল কার্পেট' বিছানো। টিকিট কাটুন, ব্যাগ গোছান আর প্লেনে উঠে পড়ুন। কিন্তু দাঁড়ান! সব 'ফ্রি' মানেই কিন্তু শর্তহীন নয়। কোথায় সরাসরি এন্ট্রি আর কোথায় সামান্য পেপারওয়ার্ক লাগবে- রইল তার একদম লেটেস্ট গাইডলাইন।

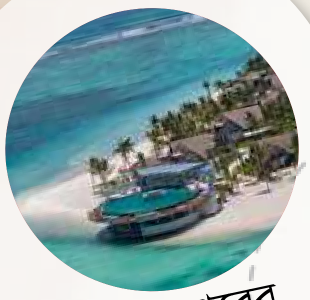

সত্যিকারের 'ভিসা-মুক্ত' ও অন-অ্যারাইভাল

এই দেশগুলোতে যেতে আপনার আগে থেকে ভিসার কোনও আবেদন করার দরকার নেই। শুধু পাসপোর্ট আর টিকিট থাকলেই হবে।

নেপাল : আমাদের পড়শি দেশ। ভারতীয়দের জন্য কোনও ভিসাই লাগে না। শুধু ভোটার কার্ড বা পাসপোর্ট থাকলেই হল।

মালদ্বীপ : সমুদ্রপ্রেমীদের স্বর্গ। ভারতীয়দের জন্য ৩০ দিনের 'ফ্রি ভিসা অন অ্যারাইভাল'। রিটার্ন টিকিট আর হোটেল বুকিং দেখালেই এন্ট্রি।

কাজাখস্তান : মধ্য এশিয়ার এই সুন্দর দেশে ভারতীয়দের জন্য ১৪ দিন পর্যন্ত ভিসা-মুক্ত প্রবেশাধিকার রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরেই এই নিয়ম চালু আছে।

মরিশাস : ভারতীয় পর্যটকদের জন্য ৯০ দিন পর্যন্ত ভিসা-মুক্ত। হানিমুন বা ফ্যামিলি ট্রিপের জন্য সেরা।

বিশেষ সতর্কতা

ইরান : সাবধান! আগে ইরানের ভিসা-মুক্ত সুবিধা থাকলেও, নভেম্বর ২০২৫ থেকে তা বাতিল করা হয়েছে। এখন ইরানে যেতে হলে ভারতীয়দের আগে থেকে ভিসা নিতে হবে।

ভিয়েতনাম : সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক রিল দেখছেন যে ভিয়েতনাম ভিসা-ফ্রি। ভুল করবেন না। ভিয়েতনামে ভারতীয়দের জন্য সরাসরি ভিসা-ফ্রি এন্ট্রি নেই। আপনাকে ই-ভিসা নিয়েই যেতে হবে (৯০ দিন পর্যন্ত মেয়াদ)। একমাত্র 'ফু কুক' দ্বীপে সরাসরি গেলে নির্দিষ্ট শর্তে ছাড় পাওয়া যায়, কিন্তু মেইনল্যান্ডে ভিসা লাগবেই।

ভ্রমণ টিপস : ভিসা নীতি যে কোনও সময় পরিবর্তন হতে পারে। তাই টিকিট কাটার আগে অবশ্যই সেই দেশের সরকারি ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইট বা বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে কথা বলে নিন। নতুন বছরে আপনার পাসপোর্ট যেন আরও নতুন স্ট্যাম্পে ভরে ওঠে! চলো যাই!

সীমিত সময়ের বাম্পার অফার

পর্যটন বাড়াতে এই জনপ্রিয় দেশগুলো ভারতীয়দের জন্য বিশেষ ছাড় দিয়েছে। তবে তারিখের দিকে খেয়াল রাখবেন।

থাইল্যান্ড : ভারতীয়দের প্রিয় গন্তব্য। বর্তমানে ভারতীয়দের জন্য ৬০ দিন পর্যন্ত ভিসা-মুক্ত প্রবেশ চালু আছে। তবে নতুন নিয়মে যাওয়ার আগে 'থাইল্যান্ড ডিজিটাল অ্যারাইভাল কার্ড' অনলাইনে ফিলআপ করা বাধ্যতামূলক হতে পারে, তাই টিকিট কাটার সময় এয়ারলাইন্সের কাছে জেনে নিন।

মালয়েশিয়া : সুখবর! মালয়েশিয়ায় ভারতীয়দের জন্য ভিসা-মুক্ত প্রবেশের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তবে মনে রাখবেন, যাওয়ার আগে 'মালয়েশিয়া ডিজিটাল অ্যারাইভাল কার্ড' অনলাইনে পূরণ করতে হবে এবং সঙ্গে কনফার্ম হোটেল বুকিং ও ফিরতি টিকিট রাখা মাস্ট।

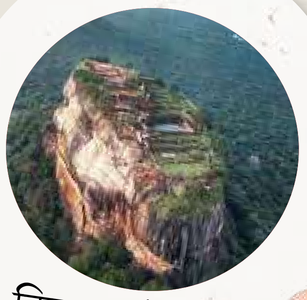

ফ্রি, কিন্তু শর্ত প্রযোজ্য

এই দেশগুলো 'ভিসা-ফ্রি' বললেও, কিছু টেকনিকাল বিষয় আছে, যা জানা জরুরি।

শ্রীলঙ্কা : এখানে ভারতীয়দের জন্য 'ফ্রি ট্যুরিস্ট ভিসা' স্কিম চালু আছে। তবে এটি একদম 'অন-অ্যারাইভাল' নয়। আপনাকে যাওয়ার আগে অনলাইনে ইটিএ (ইলেক্ট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশন) আবেদন করতে হবে। ভারতীয়দের জন্য এর ফি বা চার্জ মকুব করা হয়েছে, কিন্তু আবেদন করাটা বাধ্যতামূলক।

ভুটান : এখানে ভিসা লাগে না, তবে 'এন্ট্রি পারমিট' লাগে। আর সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল এসডিএফ (সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ফি)। ভারতীয় পর্যটকদের প্রতি রাতে জনপ্রতি ১,২০০ টাকা করে এসডিএফ দিতে হয়। তাই বাজেট করার সময় এই খরচটা মাথায় রাখবেন।

কেনিয়া : অনেকেই ভাবেন কেনিয়া ভিসা-ফ্রি। টেকনিকালি কেনিয়া সরকার 'ভিসা' প্রথা তুলে দিয়েছে, কিন্তু তার বদলে চালু করেছে ইটিএ (ইলেক্ট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশন)। এটি পেতে অনলাইনে আবেদন করতে হয় এবং প্রায় ৩৪ ডলার (প্রায় ৩০০০ টাকা) প্রসেসিং ফি দিতে হয়। তাই এটি সম্পূর্ণ খরচমুক্ত নয়।

ছোট্ট তারা

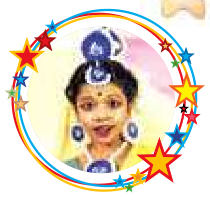

রায়গঞ্জ শহরের রাসবিহারী মার্কেটে এলাকার বাসিন্দা অহনা সাহা চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। বিভিন্ন নৃত্যে জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে সে।

মেলার মাঠে বিসর্জনের সুর

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২১ জানুয়ারি : মালদা কলেজের মাঠে বুধবার আসলে ছিল ভাঙা মেলা। বইপ্রেমী, লাইব্রেরিয়ানরা এই ভাঙা মেলাতেও চরম ব্যস্ত বই কিনতে। আর বিক্রির পাশাপাশি বিক্রেতারা ব্যস্ত বই গুছাতে। তারই মধ্যে বড় মঞ্চ আর ছোট মঞ্চে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সবমিলিয়ে একেবারে বিসর্জনের মেজাজ। এরই মধ্যে আশার আলো, এবার বইমেলায় মোট বিক্রি হয়েছে দুই কোটি টাকার বেশি। যদিও এর বেশিরভাগটা বই কিনেছে জেলার গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ।

এপ্রসঙ্গে জেলা গ্রন্থাগারিক ইন্দ্রজিৎ পান বলেন, 'এখনও বইমেলা শেষ হয়নি। তার মধ্যে আমরা যা হিসাব পাচ্ছি, তাতে দেখা যাচ্ছে এবারের মালদা বইমেলায় ২ কোটি টাকারও বেশি বিক্রি হয়েছে।'

মালদা জেলায় মোট গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১০৪। এর মধ্যে রয়েছে টাউন লাইব্রেরি, জেলা লাইব্রেরি, গ্রামীণ লাইব্রেরি। আরও জানা যাচ্ছে, জেলা লাইব্রেরির বই কেনার জন্য ৪৫ হাজার টাকা, টাউন লাইব্রেরিগুলির জন্য ২৫ হাজার টাকা করে, আর গ্রামীণ লাইব্রেরিগুলির জন্য ১৮ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছে রাজ্য সরকার। আর এই হিসেব থেকে স্পষ্ট দু'কোটি টাকার মধ্যে সিংহভাগ বই কিনেছে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ।

গত ১৫ জানুয়ারি শুরু হয়েছিল জেলা বইমেলা। প্রথমদিকে ভিড় কিছুটা কম হলেও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে বইপ্রেমীদের ভিড়। মধ্যে একটা রবিবার বাদ দিলে ভিড়ের নিরিখে শেষ দিন ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। শেষ দিনের এই ভিড় দেখে খুশি বইমেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক প্রসেনজিৎ দাস। তাঁর মন্তব্য, 'অভাবনীয় ভিড় হয়েছে। বই বিক্রি হয়েছে ২ কোটি টাকার বেশি। আর সেই জন্যই রাজ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম বইমেলা বলা হয় মালদাকে।'

এদিন দলবেঁধে বই কিনতে গিয়েছিলেন কেয়া সরকার, অমৃতা নিয়োগী, অরুন্ধতী ঘোষরা। প্রশ্ন করতেই অরুন্ধতীর উত্তর, 'এদিন তো মালদা বইমেলার দশমী। এই কটা দিন খুব আনন্দ করেছি। আজও আনন্দ করছি বন্ধুদের সঙ্গে, কিন্তু কোথায় যেন একটা হতাশা। কাল থেকে আর বইমেলায় আসা যাবে না। অপেক্ষা করতে হবে আরও একটা বছর।'

বইয়ের পাতায় মগ্ন এক খুদে। মালদা বইমেলায়। ছবি : অরিন্দম বাগ

> এখনও বইমেলা শেষ হয়নি। তার মধ্যে আমরা যা হিসাব পাচ্ছি, তাতে দেখা যাচ্ছে এবারের মালদা বইমেলায় ২ কোটি টাকারও বেশি বিক্রি হয়েছে।
>
> **ইন্দ্রজিৎ পান**
> *জেলা গ্রন্থাগারিক*

আর মন খারাপ তা নিয়েও একটি প্রকাশনীর সংস্থার কর্ণধার তন্ময় বসাকের মন্তব্য, 'অন্য প্রকাশনী সংস্থার কথা বলতে পারব না, তবে মালদার প্রকাশনী সংস্থাগুলির বই বিক্রি একদমই হয়নি।'

বইমেলা শেষ। ঘড়ির কাঁটা তখন সাড়ে সাতটা ছুঁইছুঁই। দেখা গেল একটি নামী প্রকাশনী সংস্থার কর্মীরা বইপত্র গোছাতে শুরু করেছেন। তাড়াহুড়ো কেন, প্রশ্ন করতেই জবাব আসে, 'একদিন বাদেই কলকাতা বইমেলা। ওখানে যেতে হবে। মূল বিক্রি হয় সেখানেই। মালদায় আবার আসব পরের বছর।'

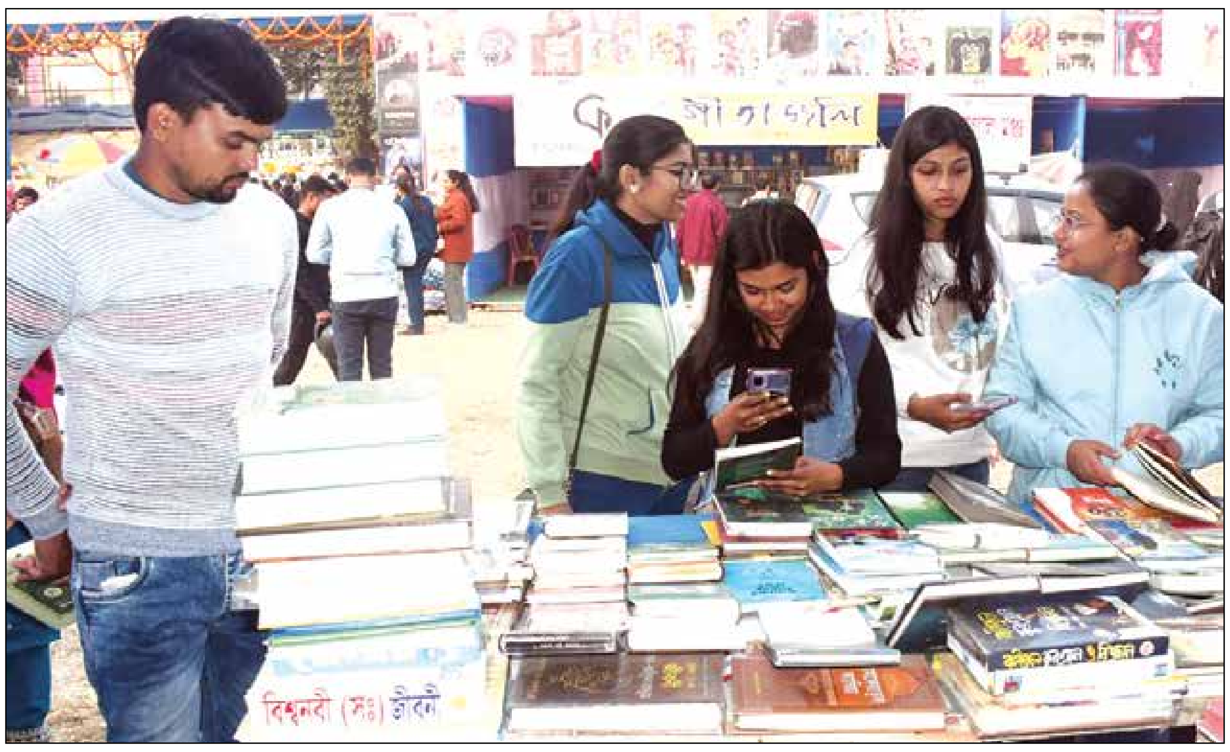

মালদা জেলা বইমেলায় শেষ দিনের ভিড়। বুধবার। ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

বইমেলা লাইভ

মেরা নাম জোকার

সাদা মুখোশ, নাকের ডগায় টকটকে লাল রঙের বল। মাথায় রামধনু রঙের টুপি। ঢিলেঢালা পোশাকে বইমেলা প্রাঙ্গণে জোকার বেশে দাঁড়িয়ে সনাতন সাহা। তাঁকে দেখেই হাত মেলাতে ছুটে যাচ্ছে খুদেরা। মা-বাবারা পকেট থেকে মোবাইল বের করে ছবি তুলছেন। খুশি হয়ে কেউ কেউ বখশিশ দিচ্ছেন। তাতে খুব রোজগার হয় সনাতনের, তা নয়। তবে তিনি অবশ্য টাকা রোজগারের জন্য জোকার সাজেন না। শিশুদের মুখে হাসিই সনাতনের বড় পাওনা। মালদা শহর সংলগ্ন সাহাপুর সেতু মোড় এলাকায় তাঁর বাড়ি। পেশায় বিএসএনএলের অস্থায়ী কর্মী। যা রোজগার হয় তাতে সংসার চলে যায়। তারপরেও জোকার সেজে বিভিন্ন ইভেন্টে চলে যান ছোটদের মুখে হাসি ফোটাতে। সনাতনের কথায়, 'শিশুদের ভালোবাসি আমি। ওরা যখন আমাকে জড়িয়ে ধরে, সেটাই আমার আসল রোজগার। যতদিন বাঁচব, এভাবেই জোকার সেজে আনন্দ বিলাব।'

মোমবাতির স্টল

বইয়ের ফাঁকে কত জিনিস বিক্রি হচ্ছে মেলায়। মেলার মাঠের মাঝে সকলের নজর কাড়ছে রঙিন মোমবাতির দোকান। ফুল, পশুপাখি সহ বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন আকারের মোমবাতি। আবার রয়েছে নানান রঙের সঙ্গে সুগন্ধি। এইবার প্রথম মেলায় দোকান করেছেন বিশাল মণ্ডল। বিশাল বললেন, 'প্রায় ১৫০ ধরনের মোমবাতি রয়েছে। এই বছর প্রথম মেলায় এসেছি। মোটামুটি ভালো বিক্রি হচ্ছে।' ১০ টাকা থেকে শুরু মোমবাতির দাম। ১৫০ টাকা পর্যন্ত দামের মোমবাতি রয়েছে।

কাজের বইয়ের খোঁজ বেশি

হরষিত সিংহ

মালদা, ২১ জানুয়ারি : কলেজের পড়ুয়া সুকমল মণ্ডল ও রঞ্জন দাস। বুধবার, শেষ দিনে কলেজ ফেরত ঘুরে গেলেন বইমেলা। কিন্তু কোনও বই কেনা হয়নি তাঁদের। কারণ সিলেবাসের পড়া করতে করতেই তাঁদের সময় শেষ। আবার ধরা যাক মালদা শহরের বাসিন্দা তনুশ্রী দত্তর কথা। পড়াশোনার জন্য শিলিগুড়িতে থাকেন। কিন্তু শুধু বই কেনার জন্যই মালদায় এসেছেন। বুধবার সন্ধ্যায় ঘুরে ঘুরে নিজের পছন্দের বই কিনে নিয়ে গেলেন। তনুশ্রীর কথায়, 'শুধু বই কেনার জন্যই মালদায় এসেছি। এক বছরের খোরাক নিতে। তালিকায় কিছু পছন্দের বই রয়েছে। সেগুলি খুঁজে খুঁজে কিনছি।'

এত গেল নবীন প্রজন্মের দুটো বিপরীতধর্মী উদাহরণের কথা। এবার আসা যাক প্রবীণদের কথায়। গত এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন মেলায় এসেছেন বছর সত্তরের মইনুল হক। ছোট থেকেই তিনি বইপাগল। প্রতি বছর নিয়ম করে প্রতিদিন মেলায় আসেন। বয়সের ভার তাঁকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। বইয়ের প্রতি ভালোবাসার টানে প্রতি বছর বইমেলায় আসেন। বলছিলেন, 'ছোটবেলা থেকেই বই ভালো লাগে। এখন যেন নেশায় পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন মেলায় আসি, কারণ এখানে আসতে আমার খুব ভালো লাগে। একটা বছর অপেক্ষা করি এই মেলার জন্য।'

- পড়াশোনা, টিউশনের চাপে গল্পের বই পড়ার সময় পাচ্ছে না নবীন প্রজন্মের একটা বড় অংশ
- প্রবীণদের মধ্যে বইপাগলরা নিয়মিত মেলায় এসেছেন, বয়স তাঁদের দমাতে পারেনি
- ছোটদের মধ্যে এখনও হাসির গল্প বা ভূতের গল্পের বই পড়ার একটা আগ্রহ রয়েছে

তবে বিগত বছরগুলির তুলনায় এই বছর কিন্তু বইয়ের বিক্রি অনেকটাই কমেছে। এমনটাই বলছেন মেলায় আসা প্রকাশক থেকে বিক্রেতারা। আর এর পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে, দাবি তাঁদের। একদিকে বর্তমান প্রজন্ম ক্রমশ ডিজিটাল হচ্ছে। বইয়ের প্রতি তেমন আগ্রহ আর দেখাচ্ছে না। পাশাপাশি দিনের পর দিন বাড়ছে বইয়ের দাম। তাই অনেকেই বই থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন। বিক্রেতা ননীগোপাল সরকার বলেন, 'বইয়ের দাম অনেক বেড়েছে। তাই সাধারণ মানুষ বই কিনছেন না। কিন্তু আমাদেরও তো কিছু করার নেই। কাগজ, কালির দাম বেড়েছে সমস্ত কিছুর খরচ বাড়ছে। স্বাভাবিকভাবেই দাম বাড়ছে বইয়ের।'

বিক্রেতাদের একটা বড় অংশ বলছেন, বই কেনা তো দূরের কথা, বর্তমান প্রজন্ম বইমেলা এলেও বইয়ের পাতা উলটে পর্যন্ত দেখছে না। শিশুরা বই কিনছে। হাঁদাভোঁদা, গোপাল ভাঁড় বা ভূতের গল্পের বই। বড়দের মধ্যে যাঁরা গবেষণাধর্মী কোনও কাজ করেন, তাঁরা কাজের দায়ে প্রয়োজনীয় বই কিনছেন। তাই মেলায় ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সিরিয়াস বইয়ের কদর আছে।

যেমন মালদা শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক পার্থসারথি রায়। তিনি এবারের বইমেলা থেকে বেশকিছু বই কিনেছিলেন। বললেন, 'ইতিহাস জানতে হবে। তার জন্য আগে থেকেই বইয়ের তালিকা করে রেখেছিলাম। ঘুরে ঘুরে সেই বইগুলি কিনছি। কিছু বই পেয়েছি। আরও কয়েকটা কেনা এখনও বাকি আছে।'

বই কেনার আগে পাতা উলটে নেওয়া।

আত্রেয়ীপাড়ে গঙ্গা আরতি

আত্রেয়ীর তীরে আরতির প্রস্তুতি। বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২১ জানুয়ারি : বেনারসের বিখ্যাত গঙ্গা আরতির কথা আমরা সবাই জানি। এবার সেই গঙ্গা আরতি হবে আত্রেয়ীপাড়ে। বৃহস্পতিবার ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনের দুই বর্ষপূর্তি। সেই উপলক্ষ্যে এবারও বালুরঘাটের আত্রেয়ীপাড়ে জ্বলবে প্রদীপ, সেইসঙ্গে হবে নদীবন্দনা। বেনারস থেকে আসছে পুরোহিতের দল। আত্রেয়ীপাড়ে পাঁচটি স্টেজ তৈরি করা হচ্ছে, ওই স্টেজে ছয়জন পুরোহিত আরতিতে অংশ নেবেন। আর তাঁদের পেছনে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে আরতির সুযোগ পাবেন প্রায় তিন হাজার মানুষ। চলবে বাজি প্রদর্শনী থেকে শুরু করে শিল্পীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আর এই যাবতীয় অনুষ্ঠান মূলত বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগেই জেলা বিজেপি সদর দপ্তর থেকে সামান্য দূরে আত্রেয়ীর সদর ঘাটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামলালার মূর্তি স্থাপনা হয়েছিল। ওই বছর সেইদিনই উৎসবের আবহে মেতেছিল বালুরঘাটও। তারপর গতবছরও লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে আরাধনা করা হয়েছিল রামের। আর এবার রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বালুরঘাটে তিন হাজার পঞ্চপ্রদীপ জ্বালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওইদিন বালুরঘাটের পুণ্যতোয়া আত্রেয়ী নদীপাড়ে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে আরাধনায় মাতবেন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারও। তার আগে অযোধ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে বালুরঘাটকে।

জেলাজুড়ে রামচন্দ্রের সঙ্গে সুকান্ত মজুমদারের কাট আউটে ছেয়ে ফেলা হয়েছে। তৈরি করা হচ্ছে গেট। বালুরঘাট আত্রেয়ী নদীর সদরঘাটে প্রদীপ প্রজ্বলনের জন্য মঞ্চ ঠিক করা হচ্ছে। ওই এলাকাগুলি সাজিয়ে তোলা হচ্ছে বিভিন্ন কাট আউট ও আলো দিয়ে। ওইদিন সকাল থেকে শহরের মিউজিয়াম মোড়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং কচিকাঁচাদের নিয়ে রাম সাজো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

একাধিক জায়গায় পথশ্রীর সূচনা

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২১ জানুয়ারি : বুধবার বালুরঘাট পুরসভার সুবর্ণতট হলে পথশ্রী প্রকল্পে প্রায় ৫ কোটি টাকার কাজের সূচনা হল। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বালুরঘাটের সমস্ত ওয়ার্ডেই রাস্তার কাজ হবে। আপাতত বালুরঘাট পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডে মোট সাতটি ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে। এই সাতটি ওয়ার্ক অর্ডারের মধ্যে মোট ৪৬টি কাজ একত্র করা হয়েছে। সবগুলোই রাস্তার কাজ, সিসি রোড, বিটুমিনাস প্রভৃতি। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা, ভাইস চেয়ারপার্সন মুনমুন কর এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। সুরজিৎ বলেন, 'কাল বা পরশুর মধ্যেই কাজগুলো শুরু করতে হবে, এবং শীঘ্র কাজগুলো শেষ করতে হবে।'

অন্যদিকে, গঙ্গারামপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার শিলান্যাস করলেন গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র। নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৩০০ মিটার রাস্তার উদ্বোধন করেন তিনি। বুনিয়াদপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে বুধবার ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা হল। পথশ্রী প্রকল্পে ২৫৪ মিটার দীর্ঘ রাস্তাটি চঞ্চল দেবের বাড়ি থেকে টুকু সাহার বাড়ি পর্যন্ত তৈরি করা হবে। তাতে ৮ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ব্যয় হবে। সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার প্রশাসক সমীর সরকার।

ভিত্তি স্থাপন

বালুরঘাট, ২১ জানুয়ারি : বালুরঘাটের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বুধবার সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন হয়েছে। নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা কেন্দ্রটির ভিত্তি স্থাপন করেন। উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারপার্সন মুনমুন কর, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ সাহা প্রমুখ। এলাকাবাসী মৌমিতা সাহা দত্তের মতে, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরি হয়ে গেলে আশপাশের সকলেই উপকৃত হবেন।

রাজ্য সম্মেলন

রায়গঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : রায়গঞ্জে বুধবার থেকে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সম্মেলন চলবে। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৫০০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এদিন সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে একটি মিছিল হয়। রায়গঞ্জ রেলস্টেশন সংলগ্ন ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে সমাবেশ হয়। উপস্থিত ছিলেন সমন পাঠক, প্রণব মজুমদার প্রমুখ।

সরস্বতী প্রতিমা কিনতে মনোযোগী এক তরুণী। বুধবার বালুরঘাটে।

গঙ্গারামপুরে বাড়ি ও স্কুলে চুরিতে উদ্বেগ

গঙ্গারামপুর, ২১ জানুয়ারি : একই রাতে দুটি চুরির ঘটনা ঘটল গঙ্গারামপুরে। প্রথমটি ঘটেছে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বাড়িতে। কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে সিভিক ভলান্টিয়ারের বাড়িতে চুরি করে। লেবুতলা এলাকার চেন্টু রায় নামে ওই বাসিন্দা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে রাতে সিঁধ কেটে পাঁচ ভরি সোনা ও চার লক্ষ নগদ টাকা চুরি করে নিয়ে যায় চোর। এমনটাই দাবি পরিবারের। বিষয়টি বুধবার সকালে প্রতিবেশীদের নজরে আসার পর গঙ্গারামপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার গভীর রাতে বেলবাড়ি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রাঙ্গণ থেকে দুটি সিসিটিভি ক্যামেরা চুরি হয়েছে। প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর রায় গঙ্গারামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এই ঘটনার জেরে অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের সহমতিতে এবছর স্কুলের সরস্বতীপুজো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সরস্বতীপুজোয় সাজে বদল

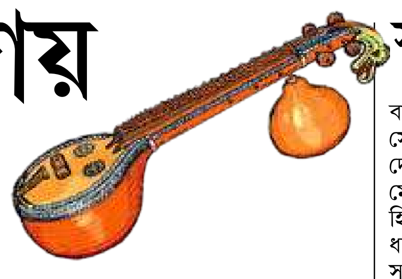

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২১ জানুয়ারি : নিউ মার্কেট থেকে বিশ্বাসপাড়া, তহবাজারের ছোট-বড় শাড়ির দোকান। বালুরঘাটের সরস্বতীপুজোর বাজারে এই বছর শাড়ির হইচই যেন একটু আলাদা। সরস্বতীপুজো মানেই কি মায়ের আলমারি থেকে বেরিয়ে আসা বাসন্তী রঙের শাড়ি? নাকি এখন বদলাচ্ছে সেই ছবিটাই? অল্পবয়সি মেয়ে থেকে কলেজ পড়ুয়ারা এই বিষয়ে এখন নিজেদের মতো করেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

তহবাজারের শাড়ির দোকানগুলিতে দেখা যাচ্ছে, ৫০০-১৫০০ টাকা মূল্যের হালকা কটন, অর্গ্যাঞ্জা ও মিশ্র কাপড়ের শাড়িগুলোর বিক্রি ভালো। শাড়ি বিক্রেতা সুচিত্রা দাসের কথায়, 'এবার বাসন্তী বা হলুদ রং এখনও ডিমান্ডে আছে, কিন্তু ডিজাইনে এখন আধুনিকতা এসেছে, লেস বা বর্ডার কাজ চাইছে ক্রেতারা। শুধু মায়ের শাড়ি বলে সেটা আর হচ্ছে না। অনেকেই নতুন শাড়ি খুঁজে নিচ্ছে।' বিশ্বাসপাড়ার ছোট শাড়ি দোকানের মালিক অমিত সাহা জানান, বালুরঘাটে আগে শুধু মায়ের শাড়ি পরার রেওয়াজ ছিল, আর সেই শাড়িগুলোরই সবচেয়ে বেশি বাজার ছিল। কিন্তু এই বছর নতুন স্টাইল, হালকা কাপড়, ফোটো ফ্রেন্ডলি ডিজাইন। সবাই সেসবই চাইছে।

যদিও মঙ্গলপুর থেকে পড়তে আসা কলেজ ছাত্রী দীপা মিত্র বলেন, 'মায়ের শাড়ি দেখতে ভালোই লাগে। দুর্গাপুজোর সময় নতুন শাড়ি কিনেছি। কিন্তু সেই শাড়ি সরস্বতীপুজোয় যায় না। ছবিতে একটু ভিন্ন লুক চাই, তাই মায়ের একটি শাড়ি বেছে নিয়েছি।' অন্যদিকে, খাদিমপুর এলাকায় পড়ুয়া অনামিকা রায় জানান, বাসন্তী রঙের পাশাপাশি প্যাস্টেল পিঙ্ক বা হালকা নীলও এখন ট্রেন্ডে আছে। আর ডিজাইনে একটু ওয়ার্ক থাকলে সেটা ইনস্টাগ্রামে ছবিতে দুর্দান্ত লাগে। কাঁঠালপাড়ার রিয়া দত্ত বলেন, 'আমার মা বলছেন মায়ের শাড়িটা পরতে, কিন্তু আমি ভাবছি পুজোতে নতুন শাড়ি পরে একটু আলাদা ফিল করব।'

গৃহবধূ সবিতা কর্মকার অবশ্য মনে করেন, স্মৃতি তো মায়ের শাড়িতেই আছে, কিন্তু এখন তরুণ প্রজন্ম নিজের স্টাইলও রাখতে চায়। দিশারিপাড়ার অভিভাবক অনুশ্রী সরকারের কথায়, 'মেয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। অনেক আগে থেকেই সে আমার একটি শাড়ি পছন্দ করে রেখেছে সরস্বতীপুজোয় পরবে বলে।'

সবমিলিয়ে সরস্বতীপুজোয় শাড়ির ঐতিহ্য এখন শুধু পুরোনো ধারা ধরে রাখা নয়। নতুন স্টাইলের সঙ্গে নিজস্ব পরিচয়ের ফ্যাশনও জমে উঠেছে। এবার পুজোতে শাড়ির কথায় এখন আর শুধু রং নয়। ডিজাইন, আরাম ও ছবি-ফ্রেন্ডলি লুক নিয়েই চলছে নতুন প্রজন্মের রাজত্ব।

শাড়ির দোকানে ব্যস্ত বিক্রেতা।

- তহবাজারের শাড়ির দোকানগুলিতে ৫০০-১৫০০ টাকা মূল্যের হালকা কটন, অরগ্যাঞ্জা ও মিশ্র কাপড়ের শাড়ির বিক্রি ভালো
- ডিজাইনে এখন আধুনিকতা এসেছে, লেস বা বর্ডার কাজ চাইছেন ক্রেতারা। শুধু মায়ের শাড়ি বলে সেটা আর হচ্ছে না
- দুর্গাপুজোর সময় নতুন শাড়ি কিনলেও সেই শাড়ি সরস্বতীপুজোয় পরতে নারাজ

সম্প্রীতির বার্তা

বালুরঘাট, ২১ জানুয়ারি : বালুরঘাট টাউন এসসি-ওবিসি সেলের অনুষ্ঠানে সহাবস্থানের বার্তা দেওয়া হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় থানা মোড়ে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান- তিন ধর্মের ধর্মগুরুদের সম্মান জানিয়ে সম্প্রীতির ডাক দেওয়া হয়। বাউলগান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট টাউন এসসি-ওবিসি সেলের সভাপতি পামির দাস, পুরসভার চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা, ভাইস চেয়ারপার্সন মুনমুন কর প্রমুখ।

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী

রায়গঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : সুভাষগঞ্জ হাইস্কুলের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীর বর্ষব্যাপী যে অনুষ্ঠান চলবে তার সূচনা হয়েছে। বুধবার সকালে বেলুন উড়িয়ে প্রভাতফেরির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী।

সরল বিশ্ব বাংলা লোগো : *বিতর্ক তৈরি হতেই সরিয়ে দেওয়া হল বিশ্ব বাংলা লোগো। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির সামনে বিশ্ব বাংলা লোগো স্থাপনকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছিল পুরাতন মালদায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ছিল, শহরের চৌরঙ্গি মোড়ে মূর্তির সামনে এমনভাবে লোগো লাগানো হয়েছিল, যা দেখে মনে হচ্ছিল নেতাজি বিশ্ব বাংলা লোগোকে স্যালুট করছেন। এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মহলে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ায় মঙ্গলবার সকালে পুরাতন মালদা পুরসভার পক্ষ থেকে ওই লোগোটি সরিয়ে ফেলা হয়। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম বলেন, 'শহরের চৌরঙ্গি মোড়ে সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে নেতাজির মূর্তিটি স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তবে লোগোটি নিয়ে জনমানসে আপত্তি ওঠায় এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে তা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।' পুরসভার এই সিদ্ধান্তে আপাতত বিতর্ক ধামাচাপা পড়লেও, লোগো চর্চা চলছেই।*

পৃথিবীর পাঠশালা

পাথর ভাসে

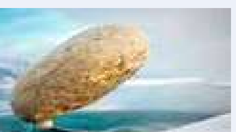

পাথর জলে ফেললে ডুবে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাইবেরিয়ার বৈকাল হ্রদে শীতকালে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়— বরফের ওপর পাথর ভেসে আছে এবং পাথরের নীচে তৈরি হয়েছে সরু বরফের স্তম্ভ! একে বলা হয় 'বৈকাল জেন' (Baikal Zen)। আসলে প্রচণ্ড রোদে পাথরের গরমের কারণে নীচের বরফ গলে যায়, কিন্তু রাতের হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় আবার জমে যায়। বাতাসের তোড়ে চারপাশের বরফ ক্ষয়ে গেলেও পাথরের নীচের বরফটি স্তম্ভের মতো টিকে থাকে। দেখলে মনে হয়, পাথরটি যেন হাওয়ায় ভাসছে।

তেজস্ক্রিয় কলা

আমরা জানি তেজস্ক্রিয় বা রেডিওঅ্যাক্টিভ পদার্থ বিপজ্জনক। কিন্তু আপনার সকালের ব্রেকফাস্টের কলাতেও তেজস্ক্রিয়তা আছে! কলায় প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে এবং এর একটি ক্ষুদ্র অংশ হল 'পটাশিয়াম-৪০', যা প্রাকৃতিকভাবেই তেজস্ক্রিয়। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই তেজস্ক্রিয়তা এতই সামান্য যে, ক্ষতিকর হতে গেলে আপনাকে একবারে প্রায় ১ কোটি কলা খেতে হবে! তাই 'ব্যানানা রেডিয়েশন ডোজ' বিজ্ঞানীদের কাছে পরিমাপের একটি মজার একক হলেও, সাধারণ মানুষের জন্য কলা পুরোপুরি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর।

সোঁদা গন্ধ

বৃষ্টির পর ভিজে মাটির যে সুন্দর গন্ধ আমাদের মন ভালো করে দেয়, তার একটা বৈজ্ঞানিক নাম আছে—'পেটরিকোর' (Petrichor)। কিন্তু এই গন্ধটা আসে কোথা থেকে? আসলে মাটিতে এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া থাকে, যার নাম 'অ্যাকটিনোমাইসিটিস'। শুকনো আবহাওয়ায় এরা এক ধরনের রেণু তৈরি করে। বৃষ্টির ফোঁটা যখন মাটিতে পড়ে, তখন সেই রেণুগুলো বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং জিওসমিন (Geosmin) নামের এক রাসায়নিক তৈরি করে। আমাদের নাক এই গন্ধ খুব ভালোবাসে। অর্থাৎ, আমরা আসলে ব্যাকটিরিয়ার রেণুর গন্ধ শুঁকেই এত রোমান্টিক হয়ে যাই!

বিয়ারের বন্যা

গুড়ের বন্যার কথা তো শুনলেন, এবার শুনুন বিয়ারের বন্যার কথা। ১৮১৪ সালে লন্ডনে একটি বিশাল ভ্যাট ফেটে প্রায় ৩ লক্ষ ২৩ হাজার গ্যালন বিয়ার রাস্তায় ভেসে যায়। এই 'লন্ডন বিয়ার ফ্লাড'-এ আটজন মানুষ মারা যান। অদ্ভুত ব্যাপার হল, বিয়ারের স্রোত দেখে স্থানীয় মানুষরা হাঁড়ি-কলসি, এমনকি জুতো নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন ফ্রিতে বিয়ার খেতে! কেউ কেউ তো অতিরিক্ত বিয়ার খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছিলেন। ট্র্যাজেডির মাঝেও মানুষের এই লোভী আচরণ ইতিহাসের পাতায় এক কৌতুক হয়ে আছে।

বধূ নির্যাতনের মামলার পর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না

শুনানিকেন্দ্রে স্বামীকে পাকড়াও

গৌতম দাস

গাজোলে বিডিও অফিস চত্বরে ধুন্ধুমার। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ।

গাজোল, ২১ জানুয়ারি : ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে ১১টা। অন্যদিনের মতো এসআইআর শুনানির জন্য হাজির কয়েকশো মানুষ। ব্লক ক্যাম্পাসে যে ১১টি কেন্দ্রে শুনানি চলছে তার সামনে লম্বা লাইন। হঠাৎ ধরণীধর সরকার আবাসের সামনে তুমুল উত্তেজনা দেখা যায়। প্রথমে ভাবা হয়েছিল হয়তো শুনানিতে আসা কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ঘটনাস্থলে যেতেই দেখা যায়, একজন পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে ধস্তাধস্তি চলছে। একজন পুরুষকে জাপটে ধরে রয়েছেন এক মহিলা। আর মহিলার হাতে কামড় দিয়ে পুরুষটি নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসেন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসাররা। আসেন এক মহিলা পুলিশ অফিসার ও বেশ কিছু মহিলা পুলিশকর্মী। প্রথমেই দুজনকে আলাদা করে দেওয়া হয়। এরপর ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই মহিলাটি জানান, তাঁর নাম জাকিয়া সুলতানা। বাড়ি কুশমণ্ডি থানার আমলাহার গ্রামে। বছর চারেক আগে গাজোল থানার কাটিকান্দর গ্রামের মেহেবুব তারিক আহমেদের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের দুই বছর বয়সের বিশেষভাবে সক্ষম একটি পুত্রসন্তান এবং একটি দুই মাস বয়সের পুত্রসন্তান রয়েছে। তাঁর কথায়, 'শ্বশুরবাড়িতে আমার ওপর নানাভাবে অত্যাচার করা হত। বাধ্য হয়ে আমি গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। মামলা থেকে বাঁচতে আমাকে ভুলিয়েভালিয়ে একটি সাদা কাগজে সই করিয়ে নেয়। তারপর থেকে আমার স্বামীর আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছিল না। শ্বশুর-শাশুড়িও বাড়িতে থাকেন না। শুনেছি প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ করে আমার স্বামী নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে।' সূত্র মারফত জানতে পেরেছিলেন তাঁর স্বামী এদিন শুনানিতে আসবেন। সকালবেলাতেই বিডিও অফিসে হাজির হয়ে যান।

- স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী গাজোল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন
- বর্তমানে অভিযুক্ত সহ তাঁর মা ও বাবা কোর্ট থেকে অন্তর্বর্তী জামিনে মুক্ত রয়েছেন
- তাঁর স্ত্রীর কী অভিযোগ রয়েছে সেগুলো পুলিশ খতিয়ে দেখছে

স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলার জেরে তাঁর বিরুদ্ধে যে মামলা চলছে, সে কথা স্বীকার করেছেন ওই স্বামী। তাঁর বক্তব্য, 'আমার বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা রয়েছে। কোর্টে গিয়ে জামিন নিয়ে এসেছি। তবে আমি বর্তমানে গ্রামে থাকি না। মার্কেটিং ইনচার্জ হিসেবে কল্যাণী ফিশ ফিডে কাজ করি। কর্মসূত্রে আমাকে বালুরঘাটে থাকতে হয়। আমার মায়ের সঙ্গে স্ত্রীর বিভিন্ন বিষয়ে ঝামেলা হয়েছিল। সেই ঝামেলা আমি মিটিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বিরুদ্ধে মামলা হয়।' থানার এক আধিকারিক মধ্যস্থতা করে তাঁদের বিষয়টি নিষ্পত্তি করেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যান।

ঘটনার পর পুলিশ মেহেবুবকে আটক করে নিয়ে যায় থানায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে স্ত্রী গাজোল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা দায়ের হয়। বর্তমানে অভিযুক্ত সহ তাঁর মা ও বাবা কোর্ট থেকে অন্তর্বর্তী জামিনে মুক্ত রয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর কী অভিযোগ রয়েছে সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তবে এদিনের এই ঘটনা নিস্তরঙ্গ শুনানিকেন্দ্রে যথেষ্ট আলোড়ন ফেলেছে। বিষয়টি নিয়ে জোরকদমে চর্চা চলছে বিডিও অফিস ক্যাম্পাসে।

নলিকাটা দেহ

বহরমপুর, ২১ জানুয়ারি : মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার পাজরাপাড়া গ্রাম থেকে বুধবার এক ছাত্রের নলিকাটা দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম শাহিন মণ্ডল (১৬)। মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে তার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। শাহিনকে খুন করা হয়েছে বলে পরিবারের দাবি। তদন্তে নেমেছে সিআইডি। যে জমি থেকে ওই ছাত্রের দেহ উদ্ধার হয়েছে, সেখান থেকে ফরেন্সিক দল নমুনা সংগ্রহ করেছে। সঙ্গে ছিল ডগ স্কোয়াড। ঘটনাস্থলে যান ডোমকলের এসডিপিও শুভম বাজাজ। তিনি জানিয়েছেন, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চলছে। শাহিনের বাবা রমজান আলি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'জানি না কে বা কারা আমার ছেলেকে এইভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল। এই নৃশংস খুনের নেপথ্যে যারা জড়িত, তাদের ফাঁসির সাজা চাই।''

অস্বাভাবিক মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ থানার মারাইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টেনোহড়ি গ্রামে বুধবার বাড়ির পাশের গাছ থেকে এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম শিবচরণ দাস (৬৯)। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

প্রায় ১৩ কোটি

প্রথম পাতার পর

ঢোকাই যায় না। ক্যাশিয়ার প্রণব ও ম্যানেজার অমিত, দুজনেই পলাতক। প্রতারিতরা স্থানীয় বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের কাছেও গিয়েছিলেন। মিনা বলছেন, 'বিধায়ক একবার পুলিশ, একবার জেলা শাসকের কাছে যেতে বলছেন। আমরা সব জায়গায় গিয়েছি। কবে টাকা পাব তা জানি না।'

রাজকুমার মণ্ডল নামে আরেক গ্রাহক সেই ব্যাংকে ১ লক্ষ টাকা রেখেছিলেন। সেই কালীপুজোর সময় থেকে টাকার জন্য ঘুরছেন। আজও পাননি। বললেন, 'টাকার জন্য মহানন্দটোলা পুলিশ ফাঁড়ি, রতুয়া থানা, এমনকি বিডিওর কাছেও গিয়েছি। কিন্তু কেউ টাকা ফেরতের উদ্যোগ নেয়নি। কিছুদিন আগে আমার অপারেশন হয়েছে। চিকিৎসার জন্য ১০ হাজার টাকা চেয়েছিলাম। সেটাও ওরা দেয়নি। শুধু সময় নিয়ে ঘোরাচ্ছে।' প্রতারিতদের দাবি, সব মিলিয়ে ১২-১৩ কোটি টাকা তছরুপ হয়েছে সেই ব্যাংকে।

অভিযুক্ত অমিতের বাবা অনিল টাকা তছরুপের কথা মানছেন। জানালেন, তিনি নিজেই আগে এই ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলেন। বললেন, 'ক্যাশিয়ার প্রণব মণ্ডল ব্যাংকে থাকা প্রায় ৭-৮ কোটি টাকা তছরুপ করেছে। পরিবারের একাধিক সদস্যের নামে সে ঋণ করেছে। প্রণব আমার ভাইপো। কয়েক মাস আগে সে এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছে। আমিই এখন আমানতকারীদের টাকা দিচ্ছি। প্রণবকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছি।' তবে প্রশ্ন উঠছে, একজন ক্যাশিয়ার কি ম্যানেজারের সম্মতি ছাড়া নিজের ইচ্ছেমতো কাউকে ঋণ দিতে পারেন? অনিলের দাবি, 'প্রণব ম্যানেজারের মোবাইল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এসব কাজ করেছে। আমরা গ্রাহকদের টাকা মেটানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

এব্যাপারে রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমরের বক্তব্য, 'যাতে স্থানীয়রা সেই সমবায় ব্যাংকে বেশি করে টাকা রাখেন, সেজন্য নাকি বেশি সুদের লোভ দেখানো হয়েছিল। এখন প্রতারিত লোকজন আমার কাছে আসছে। ওরা সবাই আমারই ভোটার। আমি প্রশাসনকে বলব, যেন দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

পদোন্নতি নিয়ে বিতর্ক

প্রথম পাতার পর

জন্য আবেদন করিনি। কারণ, এই অবস্থায় পদোন্নতি নিলে আগামীতে বিপাকে পড়তে হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শীঘ্রই স্থায়ী উপাচার্য আসার পর পদোন্নতির জন্য আবেদন করব।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ৫ জন সহকারী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক এবং ৯ জন সহকারী অধ্যাপক স্টেজ-২ ও স্টেজ-৩ 'তে পদোন্নতি হয়েছেন। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি দুজনের এবং ৩০ জানুয়ারি ৪ জন সহকারী অধ্যাপকের পদোন্নতির জন্য ইন্টারভিউ রয়েছে। অধ্যাপক পদে পদোন্নিত হয়েছেন প্রাণীবিদ্যা বিভাগের একজন, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের দুজন, অর্থনীতি ও দর্শন বিভাগের দুজন। সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপকের পদে পদোন্নতি হবে বেশ কয়েকজনের। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ গুণমান নিশ্চয়তা বিভাগ (আইকিউএ)-এর ডিরেক্টর প্রশান্ত মহলা বলেন, 'আমি অফিশিয়ালি ডিরেক্টর হওয়ার পর অধ্যাপকদের পদোন্নতি শুরু করেছি। রাজ্যপালের নমিনি ও এক্সপার্টদের থেকে তারিখ পাওয়ার পর শুরু করা সম্ভব হয়েছে।' কেয়ারটেকার উপাচার্য থাকাকালীন এই পদোন্নতি কি শুরু করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'একটি জেনারেল অর্ডার (জিও) রয়েছে। সেইমতো আমরা শুরু করেছি। এরপর স্থায়ী উপাচার্য এলে এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক করে পাশ করাতে হবে।' তবে কি যতদিন না পর্যন্ত স্থায়ী উপাচার্য আসছেন ততদিন পর্যন্ত তাঁদের পদোন্নতি কার্যকর হবে না? যদিও প্রশান্ত মহলা তা মানতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'এমন কোনও নিয়ম নেই। তাঁরা পদোন্নতি নিয়মমতো পেয়ে যাবেন, পরবর্তীতে ইসি হলে পাশ করিয়ে নিতে হবে।'

অস্থায়ী উপাচার্য বলেন, 'উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অনুমতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলি মেনে নিয়ে আমরা অধ্যাপকদের পদোন্নতি দিয়েছি। কোনও ত্রুটি নেই। অনেক অধ্যাপকের পদোন্নতি বাকি আছে, ধীরে ধীরে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কিছু হচ্ছে না।'

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১৩ মার্চ উচ্চশিক্ষা দপ্তর রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী অধ্যাপকদের পদোন্নতির প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারবে বলে নির্দেশিকা পাঠিয়েছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে স্থায়ী উপাচার্যের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের অনুমোদন লাগবে জানিয়েছিল।

প্রায় দেড় বছর আগে কেন্দ্রের অডিট সংস্থা কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ)-এর তরফে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিট রিপোর্ট পেশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে সেই রিপোর্ট ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ। যদিও কয়েকদিনের মধ্যেই তা সংবাদমাধ্যমের হাতে চলে আসে। ক্যাগ রিপোর্টে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন আর্থিক অসংগতির কথা যেমন উল্লেখ করা হয়, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন অধ্যাপকের নিয়মবিরুদ্ধভাবে পদোন্নতির বিষয়েও উল্লেখ ছিল। ওই ১২ জন অধ্যাপকের পদোন্নতির প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উচ্চশিক্ষা দপ্তরে পাঠায়।

ওই ১২ জন অধ্যাপকের মধ্যে রাজ্যের শাসকদলের অধ্যাপক সংগঠনের নেতৃত্ব যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছেন গেরুয়াপন্থী অধ্যাপকও। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সহযোগী অধ্যাপক (অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর) পদে পদোন্নতি পেয়েছিলেন, কেউ আবার সহকারী অধ্যাপক (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর) পদে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। ওই ১২ জন অধ্যাপকের পদোন্নতির পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব প্রসঙ্গে ক্যাগ তাদের পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেছে, ওই ১২ জনের পদোন্নতি প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যে ইন্টারভিউ বোর্ড গড়া হয়েছিল, তাতে কোনও 'চ্যান্সেলার নমিনি' ছিলেন না। অন্যদিকে, সহযোগী অধ্যাপক হওয়ার জন্য ন্যূনতম যে এপিআই (অ্যাকাডেমিক পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর) স্কোর দরকার সেই স্কোরও কারও কারও না থাকা সত্ত্বেও সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন বলে ক্যাগ রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। যদিও এই অভিযোগগুলি মানতে নারাজ অধ্যাপকেরা। তাঁদের কথায়, এগুলো তাঁদের দেখার বিষয় নয়। এবার আবার সেই পদোন্নতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অধ্যাপকদেরই একাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল অধ্যাপক সংগঠনের সদস্য এক সহকারী অধ্যাপক জানান, কেয়ারটেকার উপাচার্য থাকাকালীন অধ্যাপকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বড়জোর 'স্ক্রিনিং' করে রাখতে পারেন। ইন্টারভিউ করা যায় না। এক্ষেত্রে কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'স্থায়ী উপাচার্য এসে এটি বাতিল করে দিয়ে নতুন করে সমস্ত প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন। একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পদোন্নতি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় আমি সহ বেশ কয়েকজন পদোন্নতির জন্য আবেদন করিনি।'

তবে রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকারের কথায়, 'অধ্যাপকদের পদোন্নতির বিষয়টি এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের মিটিংয়ের অনুমোদন নেওয়া হবে। আমরা উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কাছে এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের মিটিংয়ের অনুমতির জন্য চিঠি দিয়েছি। এই উপাচার্যের সময়ে যদি মিটিংয়ের অনুমোদন দিয়ে দেয় তবে বিষয়টি পেশ করা হবে। সবটাই উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ওপর নির্ভর করছে।'

এসআইআর-এর কাজে রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে ভিড়।

প্রশান্তের ভবিষ্যৎ জানতে কৌতূহল

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : জেলে যাবেন কি রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টায় এখন রাজগঞ্জ সহ উত্তরবঙ্গ। চায়ের দোকান থেকে মাছের বাজার, প্রবীণদের আড্ডা থেকে খেলার মাঠ, সর্বত্রই তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে কৌতূহল। সুপ্রিম কোর্ট প্রশান্তকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিতেই, তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে।

কলকাতার দত্তাবাদের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্তর নিম্ন আদালতে পাওয়া জামিন বাতিল করে দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। সেইসঙ্গে রাজগঞ্জের বিডিওকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকেই নিখোঁজ প্রশান্ত। আত্মগোপন অবস্থায় তিনি জামিনের আবেদন জানান সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রাজেশ বিন্দল ও বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁর আবেদন খারিজ করে ২৩ জানুয়ারির মধ্যে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের আদেশ দেন। ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও বিডিও প্রশান্ত বর্মন এখনও আত্মসমর্পণ করেননি।

সরস্বতীপুজোর দিন অর্থাৎ ২৩ জানুয়ারির মধ্যে আত্মসমর্পণ করে তিনি জেলে যাবেন কি না, এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মধ্যে। রাজগঞ্জের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকরা কিন্তু চাইছেন তাঁর কঠোর সাজা। রাজগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সঞ্জীব মোদক বলছেন, 'আমাদের মতো ব্যবসায়ীরা খুব উৎসুক সরস্বতীপূজার দিন কী ঘটে, তা দেখার জন্য। সকলেই চাইছেন খুনের মতো একটি মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিওর সাজা হোক।' চায়ের দোকানদার দিগম্বরের কথায়, 'রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে নিয়ে প্রত্যেকদিন দোকানে মানুষের আলোচনা চলছে। বিডিও কি আত্মসমর্পণ করে জেলে যাবেন, নাকি আত্মগোপন করেই থাকবেন, জানতে চাইছেন মানুষ। সবই কানে আসছে।' পুলিশ কেন বিডিওকে গ্রেপ্তার করছে না, সেই প্রশ্নও কিন্তু রয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমনই একজন বললেন, 'জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট যেখানে বিডিওকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছে, তারপরেও পুলিশ চুপ কেন?' পাগলার হাটের চা পাতার দোকানদার সুশীল ভৌমিকের কথায়, 'সাধারণ মানুষ চা পাতা কিনতে এসেও বিডিওকে নিয়ে আলোচনা করছেন। এমন ঘটনা এর আগে কখনও দেখিনি।' মাঠের মধ্যে ক্রিকেট খেলায় ব্যস্ত রাজগঞ্জ বাবুপাড়ার বাসিন্দা তাপস রায় বলটি ছুড়ে দিয়ে বললেন, 'ছেলেরা জানতে চাইছে বিডিও কি জেলে যাবে?'

উপাচার্য পেল

প্রথম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয় নানা প্রশাসনিক, পঠনপাঠন ও গবেষণায় নানা সমস্যায় ভুগছে। উপাচার্যহীন উত্তরবঙ্গ সহ বাকি তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ইউইউ ললিতের নেতৃত্বে সার্চ অ্যান্ড সিলেকশন কমিটি উপাচার্যের নাম স্থির করবে বলে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে। তবে এই নির্দেশিকা নিয়ে বাংলার লোকভবন এখনও চুপ।

উত্তরবঙ্গের তিনটি ছাড়া অন্য যেসব বিশ্ববিদ্যালয় যাঁদের উপাচার্য হিসাবে পেয়েছে, তাঁরা হলেন সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অয়ন ভট্টাচার্য, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমাইচন্দ্র সাহা, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটিতে দেবব্রত মিত্র ও বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটিতে অরুণাশিস গোস্বামী।

রাজ্যের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৯টিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের পর ১৭টিতে জটিলতা ছিল। পরের ধাপে কলকাতা, যাদবপুর সহ ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ হলেও ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে নিয়োগ স্থগিত থাকে। উত্তরবঙ্গ ছাড়াও এখনও জট রইল নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ টেকনলজি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের প্যানেল থেকে ললিত কমিটি কারও নাম নির্বাচন করতে পারবে না বলে আদালত নির্দেশ দিয়েছে। নতুন করে ইন্টারভিউ নিয়ে পরবর্তী চার সপ্তাহের মধ্যে এই কমিটিকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নাতনিদের সঙ্গে

প্রথম পাতার পর

কোচিং ক্লাসের অল্পবয়সি সহপাঠী তন্ময়, রুমেলা, আমীন ও জয়- সবার কাছে তিনি দিদিমা। তারা একবাক্যে জানাল, দিদিমা এলে আমাদের ভালো লাগে। কোনও দিন না এলে আমাদের খুব মন খারাপ হবে।

সোফিয়াকে নিয়ে সেই কোচিংয়ের শিক্ষিকারাও গর্বিত। শিক্ষিকা নিবেদিতা ভট্টাচার্য বলছিলেন, 'তাঁর এই বয়সে লেখাপড়া শেখার প্রতি আগ্রহ দেখানোর বিষয়টি ব্যতিক্রমী। আমরা যত্ন করে তাঁকে শেখাই।' আরেক শিক্ষিকা ঝুমকি পালের কথায়, 'সোফিয়া এলাকার বাসিন্দাদের প্রেরণা। কারণ ওই এলাকায় তাঁকে দেখে অনেকেই এখন এগিয়ে আসছেন।'

অভাব আছে, বয়সও বেড়েছে, কিন্তু সোফিয়ার এই অদম্য জেদ আজ রায়গঞ্জের মানুষের কাছে এক বড় দৃষ্টান্ত। টিপসইয়ের অন্ধকার জীবন ছেড়ে তিনি এখন কলমের আলোয় নিজের পরিচয় লিখতে শিখেছেন।

স্কুলের দরজা খোলাটাই বাহুল্য

প্রথম পাতার পর

২০১৩ সালে ঢাকঢোল পিটিয়ে সর্বশিক্ষা মিশনের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বানানো হয়েছিল বড়সড়ো ভবন। ৫৬ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে পথ চলা শুরু হয়েছিল। মাঝে ছাত্র সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। কোনও স্থায়ী শিক্ষক ছিল না। ২ জন অতিথি শিক্ষক দিয়ে পথ চলা শুরু করেছিল যে স্কুল, ১২ বছর বাদে সেই স্কুলের এমন দৈন্যদশা দাঁড়াল কী করে?

স্কুল লাগোয়া সদুকুড়া গ্রামের বাসিন্দা আলতাফ হোসেন বললেন, 'আসলে কাছেই তো কুশমণ্ডি হাইস্কুল। হাইস্কুল থাকলে কে আর জুনিয়ার হাইস্কুলে সন্তানকে ভর্তি করবে বলুন?'

এটা তো গেল মূল কথা। আর স্কুল কার্যত লাটে ওঠার দ্বিতীয় কারণ হল পরিকাঠামোর সমস্যা। স্কুল প্রতিষ্ঠার পর ১২ বছর কেটে গেলেও কোনও স্থায়ী শিক্ষক পায়নি এই স্কুল। স্বাভাবিকভাবেই ছেলেমেয়েদের অতিথি শিক্ষকদের কাছে পাঠাতে রাজি নন এলাকার অভিভাবকরা।

স্কুলের সামনে ফাঁকা মাঠে রোদ্দুরে ধান শুকাচ্ছিলেন আলিমা খাতুন। বললেন, 'জুনিয়ার হাইস্কুল তৈরির পর সরকার স্কুলের দিকে একবারও ফিরে তাকায়নি। তাই এই অবস্থা। স্কুল বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন ঘরের দেওয়ালে পলেস্তারার ছাপ নেই। বসার চেয়ার টেবিল থাকলেও জানালায় কপাট নেই। দূর থেকে দেখে মনে হবে কোনও পোড়ো বাড়ি।'

২০২৩ সালে এই স্কুলে কাজে যোগ দেন রঞ্জিত। তখনও পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ২৪ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। তারা মিড-ডে মিল খেত পাশের প্রাথমিক স্কুলে। চলতি বছরে শুরুতে ৮ জন পড়ুয়ার মধ্যে ৬ জন ছিল ষষ্ঠ শ্রেণির। রঞ্জিত জানালেন, তারা সকলেই টিসি নিয়ে চলে গিয়েছে। বাকি দুজন ছিল অষ্টম শ্রেণির। ওরা আর স্কুলে আসে না। টিআইসি নিজেও এসব নিয়ে বিরক্ত। ছাত্রবিহীন স্কুলে আসতে মন চায় না তাঁর।

অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সাহিম রেজা চেষ্টা করছেন যাতে স্কুল বন্ধ না হয়ে যায়। তবে সেই চেষ্টা কতদূর সফল হবে জানা নেই। এরই মধ্যে রঞ্জিত স্কুলে আসেন। কেন? 'আমি রোজ আসি, যদি একটা ছাত্রও স্কুলে আসে সেই আশায়। আর নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যাই।' বলছেন টিআইসি।

নিরামিষ স্লিপার!

প্রথম পাতার পর

সংযোগকারী দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারে কেন ব্রাত্য থাকবে মাছ-ভাত? কেন আমিষের প্রবেশ নিষেধ?

এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক নীলাঞ্জন দেব দুজনেই দায় ঠেলেছেন আইআরসিটিসি-র কাঁধে। তাঁদের বক্তব্য, 'খাবার পরিবেশনের পুরো দায়িত্ব আইআরসিটিসি-র।' অন্যদিকে, আইআরসিটিসি-র এক আধিকারিকের আজব যুক্তি, 'সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, রাতের ট্রেনের সিংহভাগ যাত্রী নাকি নিরামিষ খাবারই পছন্দ করেন। তাছাড়া নিরামিষ খাবার দ্রুত হজম হয়, তাই যাত্রীদের শারীরিক সমস্যার কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত।' তবে যাত্রীদের ক্ষোভ প্রশমনে তিনি জানান, খাবার নিরামিষ হলেও তা আসবে নামী পাঁচতারা হোটেল থেকে। যদিও এই যুক্তিতে চিঁড়ে ভিজছে না। ক্ষুব্ধ যাত্রীদের পালটা প্রশ্ন, 'রাতের যাত্রায় শরীর খারাপের দোহাই যদি দেওয়া হয়, তবে ফার্স্ট ক্লাস বা এসি কোচে স্নানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কেন? রাতে ট্রেন জার্নিতে ক'জন যাত্রী স্নান করেন?'

বাংলা ও অসমের মধ্যে এই ট্রেন চালানোর ঘোষণার দিন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দুই রাজ্যের সেরা খাবার পরিবেশন করা হবে। কিন্তু সেই 'সেরা' যে শুধুই 'নিরামিষ সেরা' হবে, তা তিনি খোলসা করেননি। বিষয়টিকে অনেকেই রেলের 'চালাকি' হিসেবে দেখছেন। উদ্বোধনী যাত্রায় মালদা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি এসেছিলেন দেশবন্ধুপাড়ার সন্দীপ দত্ত। তিনি বলছিলেন, 'সেদিন নিরামিষ খাবার দেওয়ায় একটু খটকা লেগেছিল বটে, কিন্তু চালাকিটা তখন ধরতে পারিনি। এখন বুঝছি ব্যাপারটা।' একইরকম হতাশ রেলপ্রেমী শান্তনু সরকার। নতুন মেনু পাঠিয়ে তাঁর পালটা প্রশ্ন, 'এরকমটা তো কথা ছিল না। এত টাকা দিয়ে টিকিট কেটে কেন নিরামিষ খাবার মিলবে!'

বহুচর্চিত ট্রেনের মেনুতে কী থাকছে তা ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে। হাওড়া থেকে কামাখ্যাগামী ট্রেনে দেওয়া হবে বাংলার বাসন্তী পোলাও, ছোলার বা মুগ ডাল, ঝুরঝুরে আলু ভাজা, ছানা বা ধোঁকার ডালনা, সঙ্গে সন্দেশ ও রসগোল্লা। অন্যদিকে, কামাখ্যা থেকে ফেরার পথে জুটবে অসমের সুগন্ধি জোহা ভাত, মাটি মাহুর ডালি, মুসুর ডাল, মরশুমি সবজি ভাজা ও নারকেল বরফি। আপ ও ডাউন- উভয় পথেই মিলবে চা ও কফি। পেশায় বাস্তুকার দেবাদৃতা হালদার যেমন সোশ্যাল মিডিয়ায় মেনুর ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'বাসন্তী পোলাওয়ের সঙ্গে ছোলা বা মুগের ডাল কে খায় ভাই!' সেখানেই অনেকে জানতে চাইছেন, এই মেনু কে ঠিক করলেন? কারও কারও মন্তব্য, 'যিনিই ঠিক করুন, তাঁর জিভে কোনও স্বাদ নেই।'

পরিস্থিতি যা, তাতে ভোজনরসিক যাত্রীদের সামনে এখন একটাই রাস্তা খোলা। সেই গোপালের মতো লুকোছাপার কৌশল নেওয়া। বন্দে ভারতের ঝাঁ চকচকে অটোম্যাটিক দরজা দিয়ে ঢোকার সময় ব্যাগের গোপন কুঠুরিতে লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে বাড়িতে বানানো কষা মাংস বা ফিশ ফ্রাই। তারপর ট্রেনের এসি কামরায় বসে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে, টিটি বা সহযাত্রীদের নজর এড়িয়ে সুখের কামড় বসাতে হবে তাতে। বাইরে ট্রেন ছুটবে ঝড়ের গতিতে, আর ভিতরে বাঙালি লড়বে তার চিরকালীন খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখার লড়াইয়ে।

রেল যতই বারণ করুক, গোপালের মতোই বাঙালির আমিষ-প্রেমকেও কি আর শুধু পনির দিয়ে আটকে রাখা যাবে? উত্তরটা সময়ই দেবে। তবে আপাতত বন্দে ভারতের মেনু কার্ড দেখে খাদ্যরসিকদের জিভে জল আসার বদলে চোখে জল আসার জোগাড়।

'২৬-এ দেখে নেওয়ার হুমকি আশাকর্মীদের

প্রথম পাতার পর

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে কিছু প্রভাব তো পড়বেই। পথে, স্টেশনে বাধা পেয়েও শেষপর্যন্ত উত্তরবঙ্গের অনেক আশাকর্মী বুধবার পৌঁছেছিলেন কলকাতায়। তাঁদের অনেকে স্বাস্থ্য ভবনে পুলিশের ব্যারিকেড পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন।

এই আশাকর্মীদের একজন দার্জিলিং জেলার জয়শ্রী রায় বলেন, 'দিনরাত এক করে কাজ করার পরেও কিছু পাইনি।' কোচবিহারের অণিমা বর্মন বলেন, 'আমাদের আটকে রেখে লাভ নেই। আমরা জানি, কীভাবে সংসার চলে। মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের দাবি মেনে নিতে হবে।' রাজ্য সরকার অবশ্য এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করছে। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আশাকর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন, 'কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না।'

আশাকর্মীদের মিছিলে অবশ্য এসইউসিআইয়ের শ্রমিক সংগঠন ইউটিইউসি-র পোস্টার দেখা যায়। যদিও সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাসের বক্তব্য, রাজ্য সরকার অযথা রাজনীতির অভিযোগ করছে। বাস্তবে সব আশাকর্মী এক দাবিতে একজোট হয়েছেন।' কী সেই দাবি? ১৫ হাজার টাকা বেতন চাই। এখন কত পান তাঁরা? ইনসেনটিভ সহ ৫২৫০ টাকার বেশি নয়।

আর কী দাবি? স্বাস্থ্যবিমা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, চাকরির স্থায়িত্ব, সরকারি কাজে মোবাইল ব্যবহারের জন্য ন্যূনতম ৩৫০ টাকার ৫জি ডেটা প্যাকেজ ইত্যাদি। এমন নয় যে, জোর করে বুধবার আশাকর্মীরা পৌঁছেছিলেন কলকাতায়। তাঁরা স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে ৭ জানুয়ারি আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন স্বাস্থ্যসচিব ব্যস্ত থাকবেন বলে বুধবার বৈঠকের দিন নির্ধারিত করে দিয়েছিল স্বাস্থ্য ভবনই।

তা সত্ত্বেও মঙ্গলবার থেকে শুরু হয় আশাকর্মীদের পুলিশের বাধাদান। দক্ষিণ দিনাজপুর সহ বিভিন্ন জেলায় আশাকর্মীদের বাড়ি থেকে বেরোতে বাধা দেয় পুলিশ। স্টেশনে পৌঁছালে ট্রেনে উঠতে বাধা দেওয়া হয়। ট্রেনে উঠলে হুমকি চলে। বুধবার হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশন থেকে তাঁরা যাতে না বেরোন, সেই চেষ্টা চলে। আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক ইশমত আরা বলেন, 'আমাকে কাল রাত থেকে ঘরবন্দি করে রাখার চেষ্টা করেছে।

তবে সব বাধা উপেক্ষা করে অবশ্য গ্রামের সাধারণ ঘরের মহিলারা বেগুনি পোশাকে দলে দলে ছড়িয়ে পড়েন ধর্মতলা থেকে সল্টলেকে স্বাস্থ্য ভবন পর্যন্ত। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মন্তব্য করেন, 'বর্বরোচিত সরকার, অমানবিক প্রশাসন, গণতন্ত্র বিপন্ন, মাতৃশক্তি লাঞ্ছিত, আক্রান্ত। রাজ্যে অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এমন দমনপীড়ন ইংরেজ আমলেও হত না।'

আশাকর্মীরা স্বাস্থ্য ভবন পৌঁছোনোর আগে পুলিশি বাধায় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি-বচসা করে, কিংবা পোশাক বদলে অথবা ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন আশাকর্মীরা। জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ইয়ানিক হানিফম্যানকে হারানোর পর কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। মেলবোর্নে।

তৃতীয় রাউন্ডে আলকারাজ

মেলবোর্ন, ২১ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে জয় পেলেন স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

বুধবার দ্বিতীয় রাউন্ডে আলকারাজ ৭-৬ (৭/৪), ৬-৩, ৬-২ গেমে জার্মানির ইয়ানিক হানিফম্যানকে হারিয়েছেন। প্রথম সেট জিততে বেশ বেগে পেতে হয়েছিল স্প্যানিশ তারকাকে। পরের দুই সেটে অবশ্য দাপুটে জয় ছিনিয়ে নেন আলকারাজ। প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভও দ্বিতীয় রাউন্ডে জিতেছেন। তিনি আলেকজান্দ্রে মুলারকে ৬-৩, ৪-৬, ৬-৩, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন। জয় পেয়েছেন ড্যানিল মেদভেদেভও। তিনি কোয়েন্টিন হেলসকে ৬-৭ (৯/১১), ৬-৩, ৬-৪, ৬-২ ফলে হারিয়েছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে প্রতিযোগিতার শীর্ষবাছাই আরিয়ানা সাবালেঙ্কা দ্বিতীয় রাউন্ডে ৬-৩, ৬-১ গেমে স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন জৌঝুয়ান বাইকে। প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই কোকো গফ ৬-২, ৬-২ ফলে জয় পেয়েছেন ওলগা ডানিলোভিচের বিরুদ্ধে। তবে আনাস্তাসিয়া পোটাপোভার কাছে ৭-৬ (৭/৩), ৬-২ গেমে হেরে বিদায় নিয়েছেন এমা রাদুকানু। এছাড়াও জেসমিন পাওলিনি ৬-২, ৬-৩ গেমে মাগডালেনা ফ্রেচকে হারিয়ে পরের রাউন্ডে উঠেছেন।

পুরুষদের ডাবলসে ভারতের ইউকি ভামব্রি ও আন্দ্রে গোরানসন জুটি জেমস ডাকওয়ার্থ-হিউইটকে ৬-৩, ৬-৪ গেমে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র পেয়েছেন। শীর্ষবাছাই জুলিয়ান-লয়েড ৭-৬ (৭/২), ৬-৪ গেমে জিতেছেন ব্লিগেন-বেহেরের বিরুদ্ধে। মহিলাদের ডাবলসে শীর্ষবাছাই টাউনসেন্ড-সিনিকোভা পরের রাউন্ডে উঠেছেন।

বিরাটকে সিংহাসনচ্যুত করে এক নম্বর মিচেল

দুবাই, ২১ জানুয়ারি : ওডিআই ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থান হাতছাড়া বিরাট কোহলির। গত সপ্তাহেই রোহিত শর্মাকে ছিটকে দিয়ে দীর্ঘদিন পর এক নম্বর ব্যাটারের শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। যদিও তা দীর্ঘস্থায়ী হল না। নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেলের কাছে শীর্ষস্থান খোয়াতে হল বিরাটকে।

ভারতের মাটিতে প্রথমবার ওডিআই সিরিজ জয়ের ইতিহাস গড়ে নিউজিল্যান্ড। সদ্যসমাপ্ত যে সিরিজের নায়ক মিচেল। তিন ম্যাচে দুটি শতরান সহ ৩৫২ রান করেছেন। বিরাটও (৯৩, ২৩, ১২৪) রান পেয়েছেন সিরিজে। কিন্তু মিচেলের দুরন্ত পারফরমেন্স পিছনে ফেলে দেয় ভারতীয় রান মেশিনকে। এদিন প্রকাশিত আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে তারই প্রতিফলন।

গত সপ্তাহে প্রকাশিত তালিকায় ১ পয়েন্টের ব্যবধানে মিচেলের (৭৮৪ পয়েন্ট ছিল) আগে ছিলেন বিরাট। সপ্তাহখানেকের

চতুর্থ স্থানে নেমে গেলেন রোহিত

মধ্যেই সিংহাসন হাতছাড়া। শুধু শীর্ষস্থান দখলই নয়, দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারতীয় তারকার চেয়ে মিচেলের পয়েন্টের পার্থক্য অনেকটা। বিরাট কোহলির প্রাপ্ত রেটিং পয়েন্ট যেখানে ৭৯৫, সেখানে মিচেলের নামের পাশে ৮৪৫ রেটিং পয়েন্ট।

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ওডিআই ব্যাটিং তালিকায় শীর্ষস্থান পেলেন মিচেল। গত নভেম্বরে যা মাত্র তিনদিন স্থায়ী হয়েছিল। সিরিজে টানা ব্যর্থতার জেরে তৃতীয় স্থান ধরে রাখতে ব্যর্থ রোহিত শর্মা। হিটম্যানকে পিছনে ফেলে তিনে আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান। চতুর্থ স্থানে থাকা রোহিতের (৭৫৭ পয়েন্ট) চেয়ে ৭ পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছে মিচেল, বিরাট কোহলির ঠিক পিছনেই জাদরান। পঞ্চম স্থানে ভারতীয় দলের অধিনায়ক শুভমান গিল (৭২৩)। চতুর্থ ভারতীয় হিসেবে প্রথম দশে জায়গা ধরে রেখেছেন লোকেশ রাহুল (দশম)।

মরিয়া হয়ে ড্যারিল মিচেলকে মাঠ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বিরাট কোহলি। কিউয়ি ক্রিকেটারের রান বন্যায় তাঁকেই সরে যেতে হল শীর্ষস্থান থেকে।

সদ্য ওডিআই দলে ফেরা শ্রেয়স আইয়ার ৬৫৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে এগারো নম্বর স্থানে আছেন। পাকিস্তানের বাবর আজম রয়েছে ছয়ে। ভারতের বিরুদ্ধে সাফল্যের সুবাদে মিচেলের সতীর্থ গ্লেন ফিলিপসও র‍্যাংকিংয়ে লাভবান হয়েছেন। ১৪ ধাপ এগিয়ে ৩১তম স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন।

অলরাউন্ডারদের বিভাগে এক নম্বর স্থান দখলে রেখেছেন আফগানিস্তানের আজমাতুল্লাহ ওমরজাই। বোলিং বিভাগে ভারত সিরিজে নেতৃত্ব দেওয়া নিউজিল্যান্ডের মাইকেল ব্রেসওয়েল (৩৩তম) ছয় ধাপ উন্নতি করেছেন। এক নম্বরে আফগানিস্তানের রশিদ খান (৭১০) অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছেন ইংল্যান্ডের জোরে বোলার জোফ্রা আর্চারকে (৬৭০ পয়েন্ট)। টি২০ বোলিং বিভাগেও ২ ধাপ এগিয়ে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন রশিদ খান।

শর্মাজি বিশ্বকাপ দেখবেন টিভিতে!

মুম্বই, ২১ জানুয়ারি : ২০২৪-এর ২৯ জুন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রিজটাউন। বিশ্বজয়ের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। দ্বিতীয়বারের জন্য ভারতে এসেছিল টি২০ বিশ্বকাপ। ২০০৭-এর পর ১৭ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটে রোহিত শর্মা-রাহুল দ্রাবিড় জুটির হাত ধরে। ঘরের মাঠে আর কয়েকদিন পর যে ট্রফি ধরে রাখার অভিযানে নামবে টিম ইন্ডিয়া।

রোহিত যদিও নেই। টেস্ট ও টি২০, দুই ফর্ম্যাটকে গুডবাই জানিয়েছেন। অতএব, সূর্যকুমার যাদবের দল যখন বিশ্ব অভিযানে নামবেন, রোহিত তখন মাঠে নয়, চোখ রাখবেন টিভিতে। যা নিয়ে কিছুটা ভাবুক হিটম্যান। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। অথচ, টিভিতে দেখতে হবে! রোহিতের জন্য যা নয়া অভিজ্ঞতা হতে চলেছে।

২০০৭ থেকে ২০২৪- গত প্রতিটি টি২০ বিশ্বকাপে খেলা রোহিত বলেছেন, 'ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। পারদ চড়ছে। প্রচুর আলোচনাও হচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগছে আমি খেলব না। ঘরে বসে খেলা দেখব টিভিতে! অথচ, আগের সব বিশ্বকাপে (টি২০) ভারতীয় দলে ছিলাম। তাই এবারের টি২০ বিশ্বকাপ আমার কাছে সম্পূর্ণ অন্যরকম অভিজ্ঞতা হতে চলেছে।'

রোহিতের কথায়, সূর্য ব্রিগেডের ম্যাচ থাকলে মিস করেন না। টিভিতে ভারতের টি২০ ম্যাচগুলি দেখেন। কিন্তু বিশ্বকাপের মেগা আসরের টান সম্পূর্ণ আলাদা। রোহিত আরও বলেছেন, 'আমি তো খেলব না, কথাটা যখন মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়, অদ্ভুত অনুভূতি হয়। যাই হোক, লক্ষ্য থাকবে কোনও একটা ম্যাচ স্টেডিয়ামে বসে দেখার। মাঠে খেলা আর গ্যালারিতে বসে খেলা দেখা এক না হলেও অন্যরকম অভিজ্ঞতা হবে। মুখিয়ে আছি যার জন্য।'

এদিকে, ইন্দোরে তৃতীয় ওডিআইয়ের সময় টিম হোটেলে রোহিতদের নিরাপত্তার 'বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো' সামনে এসেছে। খবর, জনৈক এক মহিলা নিরাপত্তারক্ষীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে হোটেলের মধ্যে ঢুকে রোহিতের হাত ধরে টানাটানি করেন এবং সাহায্যের আর্জি জানান।

পরে মহিলা বলেছেন, তাঁর মেয়ে অসুস্থ। সুস্থ করে তুলতে ৯ কোটি টাকার ইনজেকশন লাগবে। তাই রোহিতের মাধ্যমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই হোটেলে ঢুকে ওই কাজ করেছেন। বলেছেন, 'আমার নাম সরিতা শর্মা। আমার মেয়ে অনিকা কঠিন অসুখে ভুগছে। ওকে বাঁচাতে ৯ কোটি টাকার ইনজেকশন দরকার। আমেরিকা থেকে আনতে হবে। ছোট ছোট ক্যাম্প করে অর্থ সংগ্রহ করছি। প্রায় ৪.১ কোটি টাকা তুলেছি এখনও পর্যন্ত। আরও টাকা দরকার। এদিকে সময় চলে যাচ্ছে। তাই মরিয়া হয়ে এই কাজ করেছি।'

মেয়েকে বাঁচাতে আর্তি হিটম্যানের কাছে

আমার নাম সরিতা শর্মা। আমার মেয়ে অনিকা কঠিন অসুখে ভুগছে। ওকে বাঁচাতে ৯ কোটি টাকার ইনজেকশন দরকার। আমেরিকা থেকে আনতে হবে। ছোট ছোট ক্যাম্প করে অর্থ সংগ্রহ করছি। প্রায় ৪.১ কোটি টাকা তুলেছি এখনও পর্যন্ত। আরও টাকা দরকার। এদিকে সময় চলে যাচ্ছে। তাই মরিয়া হয়ে এই কাজ করেছি।

আরসিবি, রাজস্থানের সময়সীমা বেঁধে দিল বোর্ড

মুম্বই, ২১ জানুয়ারি : ২৭ জানুয়ারির মধ্যে হোমগ্রাউন্ড চূড়ান্ত করে ফেলতে হবে। গতবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও রাজস্থান রয়্যালসকে সময়সীমা বেঁধে দিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। এরমধ্যেই আগামী আইপিএলে কোন স্টেডিয়াম হোমগ্রাউন্ড হবে চূড়ান্ত করে ফেলতে হবে দুই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে।

গত আঠারো আইপিএলে আরসিবি-র হোমগ্রাউন্ড ছিল বেঙ্গালুরুরস্থিত এম চিন্নাস্বামী ক্রিকেট স্টেডিয়াম। রাজস্থান রয়্যালসের জয়পুরের সোয়াই মান সিং স্টেডিয়াম। যদিও দুই স্টেডিয়ামকে নিয়ে টানাপোড়েনের ফলে দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি হোমগ্রাউন্ড বদল নিয়ে ভাবছে। এহেন পরিস্থিতিতে সময়সীমা বেধে দিল বোর্ড।

বোর্ড সূত্রের খবর, আইপিএলের গত গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উঠে আসে দুই দলের পুরোনো হোমগ্রাউন্ড সংক্রান্ত অচলাবস্থার কথা। প্রাথমিকভাবে নভি মুম্বই, রায়পুরের

২৭ জানুয়ারির মধ্যে বাছতে হবে হোমগ্রাউন্ড

কথা ভাবলেও আরসিবি অগ্রাধিকার দিচ্ছে চিন্নাস্বামীকেই। কিন্তু চিন্নাস্বামীতে আইপিএল আয়োজনে একঝাঁক শর্ত আরোপ করেছে কর্ণাটক সরকার। যা ভাবাচ্ছে বিরাট কোহলিদের ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের।

রাজস্থান রয়্যালসের সমস্যা আলাদা। রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থার (আরসিএ) নির্বাচন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অচলাবস্থার শিকার তারা। বোর্ডের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, নির্বাচন সংগঠিত না হলে বিসিসিআই পরিচালিত কোনও ম্যাচ আয়োজনের সুযোগ পাবে না আরসিএ। অতএব, রাজস্থান রয়্যালসের ঠিকানা বদলাতে হচ্ছে। সূত্রের খবর, পুনের এমসিএ স্টেডিয়াম ও গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম গোলাপি ব্রিগেডের ভাবনায় রয়েছে। অগ্রাধিকার পাচ্ছে পুনে।

ভারতীয় বোর্ড চাইছে, ভাবনা ছেড়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসুক দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি। ২৭ জানুয়ারির মধ্যেই পরবর্তী আইপিএলে হোমগ্রাউন্ড হিসেবে আরসিবি এবং রাজস্থান রয়্যালস কোন মাঠকে বেছে নিচ্ছে, তা জানিয়ে দিক।

গোল করে সতীর্থ এমবাপে ও সেবায়সের সঙ্গে উচ্ছ্বাস ভিনিসিয়াসের।

অপ্রত্যাশিত হার সিটির, ছয় গোল এমবাপেদের

বোডো ও মাদ্রিদ, ২১ জানুয়ারি : আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের দেশের ক্লাবের কাছে লজ্জার হার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। অন্যদিকে ছোটবেলার ক্লাব মোনাকোর বিরুদ্ধে জোড়া গোল করলেন কিলিয়ান এমবাপে। ৬-১ গোলে ম্যাচ জিতল রিয়াল মাদ্রিদ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে অন্যতম বড় অঘটনগুলির মধ্যে বোধহয় ওপরের দিকেই থাকবে বোডো/গ্লিমটের কাছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির এই হার। মঙ্গলবার রাতে নরওয়ের ক্লাবটির কাছে ৩-১ গোলে হেরে গেল পেপ গুয়ার্দিওলার সিটি। ম্যাচের প্রথমার্ধেই দুই গোলে এগিয়ে যায় বোডো/গ্লিমট। দুটি গোলই ক্যাস্পার হগের। ৫৮ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান জেন্স পিটার হগ। ২ মিনিট পর সিটির হয়ে একটি গোল শোধ করেন রায়ান সেরকি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে

কাইরাত আলমাটি ১-২ ক্লাব ব্রাগা
বোডো/গ্লিমট ৩-১ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
টটেনহাম হটস্পার ২-০ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
ভিয়ারিয়াল ১-২ আয়াখস আমস্টারডাম
এফসি কোপেনহেগেন ১-১ এসএসসি নাপোলি
স্পোর্টিং লিসবন ২-১ প্যারিস সাঁ জাঁ
রিয়াল মাদ্রিদ ৬-১ মোনাকো
অলিম্পিয়াকোস ২-০ বেয়ার লেভারকুসেন
ইন্টার মিলান ১-৩ আর্সেনাল

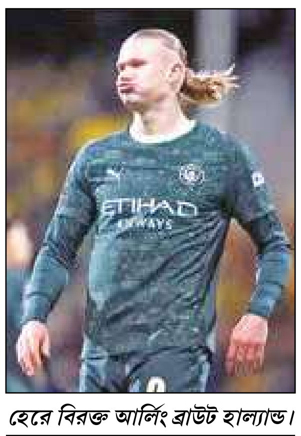

হেরে বিরক্ত আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

এরই মধ্যে ৬২ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন নীল ম্যাঞ্চেস্টারের রড্রি। ফলে ম্যাচে ফেরা আরও কঠিন হয়ে যায় সিটির জন্য। এদিন গোটা ম্যাচে সেভাবে চোখেই পড়ল না হাল্যান্ডকে। নিজের দেশের মাটিতে স্বদেশি ক্লাবের বিপক্ষে নজর কাড়তে ব্যর্থ পেপ গুয়ার্দিওলার অন্যতম সেরা অস্ত্র। সেই সঙ্গে প্রতিকূল আবহাওয়া, কৃত্রিম ঘাসের মাঠ ও প্রথম সারির একঝাঁক ফুটবলারের অনুপস্থিতি, হারের কারণ খুঁজতে গিয়ে এই বিষয়গুলিই উঠে আসছে।

এদিকে মোনাকোর বিরুদ্ধে রিয়ালের গোল উৎসব শুরু ম্যাচের পঞ্চম মিনিটে। গোল করে দলকে এগিয়ে দেন এমবাপে। ২৬ মিনিটে আরও একটি গোল করেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর মিনিট কুড়ির মধ্যে ব্যবধান দাঁড়ায় ৫-০। ৫১ মিনিটে লক্ষ্যভেদ মাস্তানতুয়ানোর। ৫৫ মিনিটে আত্মঘাতী গোল মোনাকোর। ৬৩ মিনিটে গোল করেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। ৭১ মিনিটে একটি গোল শোধ করেন মোনাকো। ৮০ মিনিটে ফের গোল করে কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন জুডে বেলিংহ্যাম। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে ইন্টার মিলানকে ৩-১ গোলে হারাল আর্সেনাল। গানারদের পক্ষে জোড়া গোল করেন গাব্রিয়েল জেসুস। একটি গোল ভিক্টর গোয়েকেরেসের। অন্যদিকে স্পোর্টিং সিপির কাছে ২-১ গোলে হেরে গেল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ।

নকআউট নিশ্চিত করতে চায় বাংলা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী, ২১ জানুয়ারি : হালকা কুয়াশার চাদর। শীত প্রায় যাই যাই করছে। জ্যাকেটে গরম ধরাচ্ছেন সূর্যিমামা।

মাঘের শীত বাঘের গায়ে। আপ্তবাক্যটাই যেন আচমকা বদলে গিয়েছে। সকালে কলকাতা থেকে কল্যাণী যাওয়ার পথে ভালোরকম মালুম হচ্ছিল। রোদের তাপ রীতিমতো ঘাম ঝরাতে শুরু করেছে।

কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠের চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়লে অবশ্য আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা ভুলে যেতে হবে। কারণ, সেখানে রয়েছে উৎসবের আবহ। একইসঙ্গে সতর্কতার বাতাবরণও। উৎসবের সৌজন্যে অনুষ্টুপ মজুমদার। বাংলা ক্রিকেটের ক্রাইসিস ম্যান। বৃহস্পতিবার

রনজিতে আজ শুরু সার্ভিসেস অভিযান

সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শততম ম্যাচ খেলতে নামছেন রুকু (অনুষ্টুপের ডাকনাম)। তাঁকে আজই সেঞ্চুরি ম্যাচের জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে সংবর্ধনা দিলেন তাঁর সতীর্থরা। সংবর্ধনা দেওয়া হল সিএবি-র তরফেও।

অনুষ্টুপ উৎসবের আবহ কাটিয়ে বাংলা শিবিরে অন্য একটি দিকও রয়েছে। যার পোশাকি নাম সতর্কতা। পাঁচ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত রনজির গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে টিম বাংলা। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা সার্ভিসেস ম্যাচে সরাসরি জয় মানেই নকআউট পর্ব নিশ্চিত হবে বাংলা দলের। সেটাই এখন পাখির চোখ বাংলার। দলের কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা আজ বেলার দিকে কল্যাণীর মাঠে দাঁড়িয়ে অনুশীলন শেষে বলছিলেন, 'ভালো খেলতে হবে মাঠে নেমে। অতীত ভুলে সামনে তাকাতে হবে।' বাংলা কোচের কথায় যুক্তি রয়েছে। কারণ, রনজি ট্রফির প্রথম পর্বে কল্যাণীর মাঠে অসমের বিরুদ্ধে ম্যাচে পা হড়কেছিল বাংলার। নিশ্চিত জেতা ম্যাচ ড্র করে আসতে হয়েছিল। সবুজ পিচে হতাশ করেছিলেন দলের বোলাররা।

কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বাইশ গজ এবারও সবুজ। কিন্তু সেই সবুজের সমারোহতে সাফল্যের ফসল পাওয়া যাবে কি? জবাব আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তার আগে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন স্বীকার করে নিয়েছেন, 'অসম ম্যাচের শেষ দিনে খুব খারাপ বোলিং করেছিলাম আমরা। সেই ভুল আর যেন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।' চোটের কারণে অভিষেক পোড়েল নেই। বিজয় হাজারে ট্রফিতে পাওয়া চোটের কারণে তাঁর বদলে উইকেটকিপার ব্যাটারের ভূমিকায় বাংলার জার্সি গায়ে নামতে

> অসম ম্যাচের শেষ দিনে খুব খারাপ বোলিং করেছিলাম আমরা। সেই ভুল আর যেন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
>
> -লক্ষ্মীরতন শুক্লা

চলেছেন সাকির হাবিব গান্ধি। বাকি দল প্রায় তৈরি। চার পেসারে সার্ভিসেস অভিযানে নামতে চলেছে টিম বাংলা। লক্ষ্মীরতন বলছেন, 'আমরা চার পেসারে দল নামানোর পরিকল্পনা করেছি। দেখা যাক কী হয় কাল।' অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের সঙ্গে ইনিংস ওপেন করবেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। তিন নম্বরে সুদীপকুমার ঘরামি। চারে বাংলার 'ক্রাইসিস ম্যান' অনুষ্টুপ। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শততম ম্যাচের আগেও তিনি বরাবরের মতো ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল।

সুমন্ত গুপ্ত, শাহবাজ আহমেদরাও তৈরি দলকে ভরসা দিতে। যদিও সার্ভিসেসের দখল নিয়ে নকআউট স্বপ্নে বিভোর টিম বাংলার অন্দরে আলোচনায় শুধুই অনুষ্টুপ। দিন কয়েক আগে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে সেঞ্চুরি ম্যাচ খেলার পর এবার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট। এমন জোড়া নজির খুব বেশি ক্রিকেটারের নেই যে।

শততম ম্যাচের আগে একান্ত সাক্ষাৎকারে অনুষ্টুপ মজুমদার

'ক্রাইসিস ম্যান তকমা চাপ নয়, অনুপ্রেরণা'

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী, ২১ জানুয়ারি : কারও কাছে তিনি জয় বাবা লোকনাথ। কেউ আবার তাঁকে বলেন, সংকটমোচন। কারও কাছে তিনি বিপত্তারিণী। আবার কারও কাছে তিনি ক্রাইসিস ম্যান।

অনুষ্টুপ মজুমদার আসলে ঠিক কী? নিজেকে কীভাবে দেখেন তিনি? দিন কয়েক আগে বিজয় হাজারে ট্রফির আসরে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে শততম ম্যাচ খেলেছেন। বৃহস্পতিবার বাংলার জার্সিতে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সেঞ্চুরি ম্যাচ খেলতে নামছেন। তার আগে আজ দুপুরে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে বাংলার অনুশীলন শেষে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন বাংলা ক্রিকেটের রুকু (অনুষ্টুপের ডাকনাম)। জানিয়ে দিলেন, সতীর্থ, কোচ থেকে শুরু করে সিএবি শীর্ষকর্তাদের দেওয়া এমন নানান তকমা তাঁর কাছে চাপ নয়। বরং অনুপ্রেরণা। সতীর্থ ও সিএবি-র থেকে শততম ম্যাচের প্রাক্কালে সংবর্ধনা হিসেবে পাওয়া 'অনুষ্টুপ ১০০' লেখা জার্সি তখন তাঁর হাতে।

সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শততম ম্যাচ খেলতে নামার আগে সিএবি ও সতীর্থদের সংবর্ধনায় ভাসলেন অনুষ্টুপ।

■ লিস্ট 'এ'র পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সেঞ্চুরি ম্যাচ

(হাসি) কখনও ভাবিনি ক্রিকেট কেরিয়ারে এমন একটা দিন আসবে। বাবা-মা, স্ত্রী, সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি এখনও চুটিয়ে ক্রিকেট উপভোগ করছি। যতদিন পারব, খেলা চালিয়ে যাব। আর হ্যাঁ, বাংলার জার্সি গায়ে রনজি ট্রফি হাতে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাব।

■ বাংলা-রেলওয়েজ-বাংলা

বাংলার হয়ে খেলা শুরু করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাংলা ছাড়তেও হয়েছিল। সেই সময় রেলওয়েজের হয়ে খেলেছি। আমার কেরিয়ারে এমন একটা সময় এসেছিল, তখন আবার বাংলায় ফিরে আসি। একজন ক্রিকেটারের জীবনে এমন সব ঘটনা চলতেই থাকে।

■ শততম ম্যাচে সেঞ্চুরি

(হাসি) আমি জ্যোতিষী নই। তাই সার্ভিসেস ম্যাচে শতরান পাব কি না, এখনই কী করে বলি। তবে চেষ্টা তো অবশ্যই থাকবে। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়া ভালো। মনে রাখতে হবে, ক্রিকেট কিন্তু এক বলের খেলা। অনিশ্চয়তায় ভরা।

■ অধরা ৩০০ করার ডাক

ম্যাকো বলল একটু আগে সংবর্ধনার সময়। হয়তো আবেগ থেকে বলে ফেলেছে ও। আসলে পরিকল্পনা করে তো আর ৩০০ রান করা যায় না। কিন্তু এটাও ঠিক, শততম প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ট্রিপল সেঞ্চুরি করতে পারলে অবশ্যই ভালো লাগবে।

■ ক্রাইসিস ম্যান তকমার চাপ

দীর্ঘ কেরিয়ারের শেষ কয়েক বছরে বহু তকমা পেয়েছি আমি। কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলি বলুন তো। তবে সব তকমার কথা মাথায় রেখেই বলছি, ক্রাইসিস ম্যানই হোক বা অন্য কোনও তকমা, এটা আমার জন্য চাপ নয়। বরং অনুপ্রেরণা।

নাইটদের ফিল্ডিং কোচ দিশান্ত

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : কলকাতা নাইট রাইডার্সের নতুন ফিল্ডিং কোচ হিসাবে নিযুক্ত করা হল দিশান্ত ইয়াগ্নিককে। ঘরোয়া ক্রিকেটে রাজস্থানের হয়ে খেলেছেন দিশান্ত। রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএলেও খেলেছেন এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। পাশাপাশি ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে দিশান্তের। এবারের আইপিএলে নাইট রাইডার্সে অভিষেক নায়ারের সহকারী হিসেবে কাজ করতে দেখা যাবে তাঁকে।

সন্তোষ ট্রফির প্রথম ম্যাচেই নাগাল্যান্ডকে চার গোল বাংলার

বাংলা-৪ (রবি, সায়ন, আকাশ ও আকিব)
নাগাল্যান্ড-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : বুধবার নাগাল্যান্ডকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে সন্তোষ ট্রফি অভিযান শুরু করল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন।

গতবার সন্তোষ ট্রফিতে যেখানে বাংলা শেষ করেছিল, এদিন যেন সেখান থেকেই শুরু করেছে তারা। প্রায় আড়াই ঘণ্টা জার্নি করে মাঠে পৌঁছায় বাংলা দল। কিন্তু সেই ক্লান্তি কাটিয়ে দুরন্ত ফুটবল উপহার দিয়েছেন রবি হাঁসদারা। ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। ২ মিনিটের মাথায় প্রথম গোলটিও পেয়ে যায় তারা। কর্নার থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক রবি হাঁসদা। ৬ মিনিটে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

প্রথমে গোল পাওয়ার পর আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে বাংলা। তবে দ্বিতীয় গোল পাওয়ার জন্য তাদের ৩২ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তন্ময় দাসের ক্রস থেকে দুরন্ত হেডে গোল করে বাংলাকে এগিয়ে দেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর বেশ কয়েকটি সুযোগ পেলেও গোল করতে ব্যর্থ রবি হাঁসদারা। দ্বিতীয়ার্ধের ৪৯ মিনিটে তৃতীয় গোল বাংলার। প্রতি আক্রমণ থেকে গোল করে যান আকাশ হেমব্রম। এই গোলের পর আকাশ ও উত্তমকে তুলে নিয়ে শিলিগুড়ির করণ রাই ও আকিব নবাবকে মাঠে নামান কোচ সঞ্জয় সেন। ম্যাচের ৯০ মিনিটে গোল করে নাগাল্যান্ডের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন আকিব নবাব।

ম্যাচের পর কোচ সঞ্জয় সেন বলেছেন, 'প্রথম ম্যাচ ছেলেরা দারুণ খেলেছে। ওদের প্রশংসা করতে হবে। তবে দ্রুত এই ম্যাচ ভুলে পরের ম্যাচে ফোকাস করতে চাই।' ম্যাচে উত্তম হাঁসদার চোট লাগলেও সেটি তেমন গুরুতর নয় বলেই জানিয়েছেন সঞ্জয়।

অভিষেক শো

জামথায়, ডেথে রিঙ্কু ঝড়

অর্ধশতরানের পর 'এল' সেলিব্রেশন অভিষেক শর্মার। বুধবার।

ভারত- ২৩৮/৭
নিউজিল্যান্ড- ৮৭/৩ (১০ ওভার পর্যন্ত)

নাগপুর, ২১ জানুয়ারি : ওডিআই সিরিজ অতীত।

টি২০ বিশ্বকাপ মোডে ঢুকে পড়ল ভারত। চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্বের প্রথম ম্যাচে রিংটোন সেট করে দিলেন অভিষেক শর্মা। নতুন বছরে ভারতীয় জার্সিতে প্রথমবার মাঠে নেমেই ঝড় তুললেন। ওডিআই সিরিজ হারের আক্ষেপে প্রলেপ লাগানোর প্রয়াসে আগাগোড়া যা বজায় থাকল।

প্রথম ওভারে ছক্কা হাঁকিয়ে টার্গেট সেট করে নেন অভিষেক। একের পর এক ছক্কায় আবারও বুঝিয়ে দিলেন তিনি যুবরাজ সিংয়ের যোগ্য ছাত্র। ২২ বলে ৫০। ৩৫ বলে ৫টি চার ও ৮ ছক্কায় সাজানো ৮৪। নতুন শুরুর চ্যালেঞ্জ। সূর্য অপরদিকে কিছুটা হতাশ। বলেও দিলেন, চেয়েছিলেন প্রথমে বোলিং করতে।

ঈশান কিষানের সঙ্গে দলে রিঙ্কু। শ্রেয়স আইয়ারের টি২০ প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা তাই দীর্ঘ। প্রথম এগারোয় জায়গা হয়নি হর্ষিত রানা, রবি বিষ্ণোই, কুলদীপ যাদবের। চোখ অবশ্য অভিষেকে। নাগপুরের জামথা স্টেডিয়ামে দল, সমর্থকদের যে প্রত্যাশা পূরণ।

ম্যাচ শুরুর আগে সাদা বলটা নিয়ে দুই হাতে মধ্যে লোফালুফি করছিলেন। চোখ সারাক্ষণ বলে। মাঠে নামার আগেই আইসেট করে নেওয়া! সঞ্জু (১০), ঈশান কিষান (৯) দ্রুত ফিরলেও অভিষেকের ওপর বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি। ঈশানের দিকেও সবার নজর ছিল। ২০২৩-এর পর জাতীয় দলে ফিরেছেন। বিশ্বকাপ দলের টিকিটও পকেটে। ভরসার মর্যাদা রাখার তাগিদ যদিও এদিন স্থায়ী হয়নি।

সর্বোচ্চ স্কোর কিউয়িদের বিরুদ্ধে

অভিষেকের তৈরি মঞ্চে রিঙ্কু সিংয়ের (২০ বলে অপরাজিত ৪৪) ফিনিশিং টাচ। মাঝে সূর্যকুমার যাদব (৩২), হার্দিক পান্ডিয়ার (২৫) ক্যামিও ইনিংসের সুবাদে ভারত ২৩৮/৭।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বোচ্চ। চাপটা ভালোমতো টের পেল কিউয়ি টপ অর্ডার। দ্বিতীয় বলেই ডাগআউটে ডেভন কনওয়ে (০)। কভার ড্রাইভ করতে গিয়ে ব্যাটের কানায় লাগিয়ে বসেন। উইকেটের পিছনে অসমান্য দক্ষতায় বাকি কাজ সারেন সঞ্জু স্যামসন। বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে প্রথম স্লিপের সামনে থেকে একহাতে দুরন্ত ক্যাচ। দ্বিতীয় ওভারে সিম মুভমেন্টে কামাল হার্দিকের। আউট রাচিন রবীন্দ্র (১)।

স্কোর বোর্ডে সবে ১ রান কিউয়িদের। ধাক্কা সামলানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন গ্লেন ফিলিপস (৪৮) ও মার্ক চ্যাপম্যান (১৫)। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড ১০ ওভারে ৮৭/৩।

এর আগে টসে জিতে ফিল্ডিং নেন মিচেল স্যান্টনার। আত্মবিশ্বাসী গলায় বলেন, গত সপ্তাহ দারুণ কেটেছে (ওডিআই সিরিজ)। এবার নতুন সিরিজে

প্রথম ওভারে ছক্কা হাঁকিয়ে শুরুর পর অভিষেক সারাক্ষণ টপ গিয়ারে ব্যাট ঘোরালেন। পেস হোক বা স্পিন—রেজাল্ট সেই এক। বেশিরভাগ বলই ফিল্ডারদের মাথার ওপর দিয়ে সোজা গ্যালারিতে। কিছুক্ষেত্রে ভাগ্য সঙ্গ দিয়েছে। ফিল্ডারদের মাঝে বল পড়েছে।

সাহসীদের ভাগ্য সহায় হয়। অভিষেকের সামনে কোথায় বল রাখবেন, খেই হারিয়ে ফেলছিলেন কিউয়ি বোলাররা। চাপে পড়ে কিউয়ি ফিল্ডিংয়ের অনুশাসনও ভেঙে পড়ল বারবার। সংগত দিচ্ছিলেন অধিনায়ক সূর্যও। ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ককে আলতো ফ্লিকে ছক্কাও হাঁকালেন। ৯৯ রানের যুগলবন্দির যোগফল, ৬ ওভারে ৬৮/২। ১০ ওভারে ১১৭/২। সূর্যকে (৩২) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন স্যান্টনার। আবারও সম্ভাবনা তৈরি করেও বড় স্কোর হাতছাড়া। অভিষেক ফেরেন ইশ সোধির স্পিনে। ওই ওভারেই ২টি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। তৃতীয় ছক্কার খোঁজে ভুলচুক। গোটা স্টেডিয়ামকে হতাশায় ডুবিয়ে ইতি অভিষেক শোয়ে। শতরান থেকে তখন ১৬ রান দূরে। যে ইনিংসকে কুর্নিশ জানিয়ে পিঠ চাপড়ে দিলেন বোলার সোধিও।

অভিষেক যখন আউট হয়, ভারতের স্কোর ১২ ওভারে ১৪৯/৪। টেম্পোটা বজায় রাখেন হার্দিক। বেশ কিছুদিন মাঠের বাইরে কাটিয়ে ফিরলেও ব্যাটিংয়ে কোনও জড়তা দেখা যায়নি। পাওয়ারফুল গ্রাউন্ড শটে আগুন ছড়ালেন। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে গড়লেন টি২০ ফর্ম্যাটে ১০০০ রান ও ১০০ উইকেটের নজির।

শেষটা টিম সূর্যের 'ফিনিশার' রিঙ্কুর। হার্দিকের সঙ্গে জুটিতে প্রথমে নিজেকে গুটিয়ে রাখলেন। হার্দিক ফেরার পর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। ফিনিশিং টাচে ডেথ ওভারে বোলারদের ওপর কার্যত বুলডোজার চালিয়ে দেন। ২০ বলে ৪টি চার ও ৩টি ছক্কায় অপরাজিত ৪৪। যার সুবাদে ২৩৮/৭-এ পৌঁছে যায় ভারত।

শেষবেলায় দাপট দেখালেন রিঙ্কু সিংও। ২০ বলে করলেন ৪৪ রান। নাগপুরে বুধবার।

ডব্লিউপিএলে আজ
গুজরাট জায়েন্টস বনাম ইউপি ওয়ারিয়র্স
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ভদোদরা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

পঞ্চম হার নর্থবেঙ্গলের

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : বুধবার বেঙ্গল সুপার লিগে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র কাছে ১-০ গোলে হারল নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি। চলতি বিএসএলে উত্তরবঙ্গের দলটি এই নিয়ে পঞ্চম ম্যাচে হারল। ম্যাচের ৫৯ মিনিটে মেহতাব হোসেনের দলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন প্রতীক।

এদিন অপর ম্যাচে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধি জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি গোলশূন্য ড্র করেছে নর্থ ২৪ পরগনা এফসি-র বিরুদ্ধে। এই ড্রয়ের সুবাদে ১৪ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রয়েছে রয়্যাল সিটি এফসি। অন্যদিকে ১২ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে নর্থবেঙ্গল রয়েছে ষষ্ঠস্থানে।

ইডেনে আজ আইসিসি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার দুপুরে কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্স পরিদর্শনে আসছেন আইসিসি-র ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল। টি২০ বিশ্বকাপকে সামনে রেখেই ক্রিকেটের নন্দনকানন পর্যবেক্ষণ করবে তারা। প্রতিনিধিদলে বিজ্ঞাপন, হসপিটালিটি, ক্রিকেট অপারেশন ও ব্রডকাস্ট দলের সদস্যরা থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশ বৈঠকের পর আইসিসি-র এই পর্যবেক্ষক দলের ইডেন পরিদর্শন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

আট গোল বাগানের

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবকে ৮-০ গোলে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সবুজ-মেরুনের হয়ে একাই চার গোল করেন সুহেল বাট। বাকি গোলগুলি করেছেন পাসাং লোরজি তামাং, আদিত্য মণ্ডল, মিংমো শেরপা ও রেমসন। ম্যাচে জোড়া পেনাল্টি রুখে দেন বাগান গোলরক্ষক প্রিয়াংশ দুবে। ডেভেলপমেন্ট লিগের অন্য ম্যাচে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩-১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদ যুব দলের হয়ে গোলগুলি করেছেন অনন্থ এনএস, দেবজিৎ রায় ও অ্যান্ড্রিউস। এদিকে বেঙ্গল ফিউচার চ্যাম্পসকে ৩-০ গোলে হারাল ডায়মন্ড হারবার এফসি।

ভারতে না এলে বিশ্বকাপ থেকে 'ছাঁটাই' বাংলাদেশ

ঢাকা ও দুবাই, ২১ জানুয়ারি : বৈঠক হল। বরফ গলল না। নিজেদের স্টান্সে অনড় রইল বাংলাদেশ।

নিট ফল, ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের আসর থেকে কার্যত 'ছাঁটাইয়ের' পথে লিটন দাসরা। বড় অঘটন না হলে কালই ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়ে যাবে। আজ বিকেলে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে আইসিসির জরুরি বোর্ড মিটিংয়ে এমন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে বলে খবর। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশকে তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য চরম সময়সীমা একদিন বাড়িয়েও দিয়েছে আইসিসি। সেই সময়সীমা শেষ হচ্ছে কাল।

ভারতে নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। বাংলাদেশের দাবি মেনে গ্রুপ বদলও সম্ভব নয়। বাংলাদেশকে টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে হলে ভারতে আসতেই হবে। যদি তারা ভারতে কুড়ির বিশ্বকাপ খেলতে হাজির না হয়, তাহলে ছাঁটাইয়ের পাশে বড় রকমের জরিমানা ও শাস্তির কবলেও পড়তে হতে পারে বাংলাদেশকে। আইসিসির তরফে আজ এমনই ইঙ্গিত মিলেছে। জানা গিয়েছে, ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে বারবার অনুরোধ করার পরও যেভাবে তাদের অনড় স্টান্স বজায় রেখেছে বাংলাদেশ, একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা।

আজ বুধবার ছিল বাংলাদেশকে দেওয়া আইসিসির চরম সময়সীমা। আজ সকালের দিকে আচমকাই 'বন্ধু' হিসেবে পাকিস্তানকে সরকারিভাবে পাশে পেয়ে যায় বাংলাদেশ। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বিশ্বকাপ বয়কটের কথা বলা না হলেও সরকারিভাবে বাংলাদেশের সিদ্ধান্তের প্রতি 'নৈতিক সমর্থন' জানানো হয় পাকিস্তানের তরফে। পরিস্থিতি ফের ঘোরাল হয়ে ওঠার পর ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে জরুরি ভিত্তিতে বোর্ড মিটিং ডাকা হয়। ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে হওয়া সেই বৈঠকে বাংলাদেশের ভারতে যাওয়া নিয়ে ভোট হয়। প্রত্যাশিতভাবে সেই ভোটে হেরে যায় বাংলাদেশ। তারা নিজেদের ভোটের পাশে শুধুমাত্র প্রতিবেশি পাকিস্তানের ভোট পেয়েছিল বলে খবর। ভোটের ফল সামনে আসার পরই আইসিসির

আইসিসি-র বৈঠকে ভোটে হার

তরফে ফের বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ খেলার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। বিসিবির তরফে ফের নিজেদের অনড় মনোভাবের কথাও ঘোষণা করে দেওয়া হয়।

সবমিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল পরিস্থিতির সমাধান হয়তো কালই হয়ে যাবে। কুড়ির বিশ্বকাপের আসর থেকে বাংলাদেশের ছাঁটাই হওয়া এখন নেহাতই সময়ের অপেক্ষা। বাংলাদেশের বিকল্প হিসেবে শেষ পর্যন্ত স্কটল্যান্ড, নাকি অন্য কোনও দেশকে সুযোগ দেয় আইসিসি, সেটাও দেখার।

ইস্টবেঙ্গলের ঘরের মাঠ কিশোর ভারতী

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : ইন্ডিয়ান সুপার লিগের শুরুতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গলের যেখানে বেশিরভাগ ম্যাচই ঘরের মাঠে, সেখানে গোটা লিগে মাত্র তিনটি হোম ম্যাচ খেলবে মহমেডান স্পোর্টিং।

বিরাট কোনও অঘটন না ঘটলে ৩ মে কলকাতা ডার্বি। এই কথা আগেই জানানো হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের। তাতেই সিলমোহর দিতে চলেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। শুধুমাত্র পুলিশি আপত্তি না হলে ওইদিনই হচ্ছে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ।

মিনি ডার্বি জেআরডি টাটায়

মহমেডানের হোম ম্যাচগুলির মধ্যে দুটোই মিনি ডার্বি। ২৮ ফেব্রুয়ারি মোহনবাগানের বিপক্ষে খেলবে মহমেডান। আর ২১ মার্চ ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে। তবে এই দুই ম্যাচই মহমেডান খেলতে চেয়েছে জামশেদপুরের জেআরডি টাটা স্টেডিয়াম থেকে। এছাড়া ১ মে তাদের ঘরের মাঠে ম্যাচ দেওয়া হয়েছে মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে। যে ম্যাচ মহমেডান, ছুটির দিন এবং নিরাপত্তা সমস্যার জন্য পিছিয়ে ৩ মে করার আবেদন জানিয়েছে। কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামের দখল নিয়ে মহমেডানের সঙ্গে এখন দড়ি টানাটানি ইস্টবেঙ্গলের। জানা গেল, এবার সন্তোষপুরের এই স্টেডিয়ামেই বেশিরভাগ হোম ম্যাচ খেলতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। সেই কারণে তো বটেই, এছাড়া আর্থিক কারণেও কিশোর ভারতীতে খেলতে চাইছে না মহমেডান। মিনি ডার্বি জেআরডি টাটায় করা প্রসঙ্গে মহমেডানের এক প্রভাবশালী কর্তা বললেন, 'কিশোর ভারতী নিয়ে ইস্টবেঙ্গল টানাটানি করছে। আমাদের এমনিতেই টাকা নেই। জেআরডি টাটাতে খেললে অনেক কম টাকায় হয়ে যাবে। তাছাড়া ওখানে কিছু সমর্থকও হবে।' কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামকেই মূলত হোম ম্যাচের জন্য ব্যবহার করতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল।

শুরুর দিকে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান প্রায় সব ম্যাচই খেলবে ঘরের মাঠে। ১৪ ফেব্রুয়ারি কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে ম্যাচের পর ২৩ তারিখ ঘরের মাঠেই খেলবে চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষে। সেখানে ইস্টবেঙ্গল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে ১৬ তারিখ খেলার পর ২১ ফেব্রুয়ারি স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিপক্ষে ঘরের মাঠেই খেলবে। মহমেডান প্রথম ম্যাচ জামশেদপুর এফসি-র বিপক্ষে ১৫ ফেব্রুয়ারি খেলেই এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে খেলতে ২০ তারিখ খেলতে যাবে মারগাঁও। এবার যেহেতু অবনমন থাকছে, তাই ১৭ মে শেষদিন থাকছে ১৪ দলেরই ম্যাচ। ওই দিন সাতটি ম্যাচ দলগুলি খেলবে একে অন্যের বিপক্ষে। শেষদিনে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ ইন্টার কাশী, মোহনবাগানের ম্যাচ স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে ও মহমেডান খেলবে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে। সবমিলিয়ে জমজমাট ফুটবল মরশুম এবার শুরু হওয়ার অপেক্ষায়।

বেঙ্গালুরুর হেড কোচ রেনেডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : খরচ কমাতে এবার ভারতীয় কোচদের দিকে ঝুঁকছে বহু ক্লাবই।

জেরার্ড জারাগোজা দল ছেড়েছেন বেশ কিছুদিন হল। তার জায়গায় এদিনই বেঙ্গালুরু এফসি হেড কোচ হিসাবে রেনেডি সিংয়ের নাম ঘোষণা করল। তবে রেনেডির এটাই হেড কোচ হিসাবে প্রথম কাজ নয়। মাঝে তিনি বেঙ্গালুরুর স্টপ গ্যাপ কোচ হিসাবে কাজ করেন। এছাড়া কোভিডের সময়ে তিনি ইস্টবেঙ্গলেও হেড কোচের দায়িত্ব পালন করেন প্রধান কোচ চলে যাওয়ায়। রেনেডি ছাড়া চেন্নাইয়ান এফসি-র দায়িত্বে আছেন ক্লিফোর্ড মিরান্ডা, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু ও জামশেদপুর এফসি-তে স্টিভেন ডায়াস। মজার কথা হল, এই কোচরা প্রত্যেকেই প্রায় একই সময়ে জাতীয় দল এবং ক্লাব স্তরে ফুটবল খেলেছেন। সেদিক থেকে বলাই যায়, ভারতীয় কোচদের পরবর্তী প্রজন্ম কাজ শুরু করে দিল।

এদিকে, বেশিরভাগ ক্লাবই এখন খরচ কমাতে বিদেশি ছেড়ে দিচ্ছে। ওড়িশা এফসির হুগো বৌমৌস যেমন লোনে চলে গেলেন মালয়েশিয়ার সেলেঙ্গার এফসি-তে। সেখানে প্রস্তুতিতে যোগ দিতে এদিনই জামশেদপুর পৌঁছে গেলেন মাদিহ তালাল। স্টিভেন জানালেন, ইতিমধ্যেই তিনি স্থানীয়দের নিয়ে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন। বাকিরাও দ্রুত দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। সদ্য ইন্ডিয়ান সুপার লিগে উঠে আসা ইন্টার কাশী এক বিদেশি গোলরক্ষককে সই করাল।

ফাইনালে আতিফ, ঈশানি

রায়গঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর ব্যাডমিন্টন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত রাজ্যস্তরের সাব-জুনিয়ার ব্যাডমিন্টনের অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের সিঙ্গলসে ফাইনালে উঠেছে রামাঞ্জন বন্দোপাধ্যায় ও আতিফ হক। রামাঞ্জন ২১-১২, ১৮-২১, ২১-৯ পয়েন্টে জিতেছে ঈশান পালের বিরুদ্ধে। আতিফ ২১-১৫, ২১-১৬ পয়েন্টে হারিয়েছে অত্রি দলুইকে। অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের সিঙ্গলসে ফাইনালে উঠল শ্রান্য গুপ্ত ও ঈশানি মণ্ডল। শ্রান্য ২১-১২, ২১-১৪ পয়েন্টে হারিয়েছে শ্রীময়ী দাসকে। ঈশানি ২১-১৯, ২৩-২১ পয়েন্টে জিতেছে রাজনন্দিনী বসুর বিরুদ্ধে।

সেরা অগ্রসেন, মেঘনাদ সাহা

রায়গঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর আন্তঃ কলেজ খো খো-তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ডালখোলা অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়। রানার্স মেঘনাদ সাহা কলেজ। অন্যদিকে, ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইটাহার মেঘনাদ সাহা কলেজ। রানার্স ডালখোলা অগ্রসেন কলেজ। ফুটবলে অংশ নিয়েছিল ৪টি কলেজ।

কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন কোচবিহার

চ্যাংরাবান্ধা, ২১ জানুয়ারি : কোচবিহার জেলা কাবাডি সংস্থার অন্তর্ভুক্ত এসএস স্পোর্টস কোচিং সেন্টারের ৮ দলীয় উত্তরবঙ্গ মহিলা কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জিতল কোচবিহার। চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে আয়োজিত প্রতিযোগিতার ফাইনালে কোচবিহার ৩১-৯ স্কোরে হারিয়েছে আলিপুরদুয়ারকে। ফাইনালের সেরা র‍্যাডার কোচবিহারের মাম্পি রায়। সেরা ডিফেন্ডার একই দলের ববিতা দাস। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দল ট্রফির সঙ্গে আর্থিক পুরস্কার পেয়েছে।

ফাইনালে কাটিহার

রায়গঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : দেবীনগর নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের জীবতোষ সরকার ট্রফি ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল বিহারের কাটিহার ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। বুধবার সেমিফাইনালে তারা ১৬২ রানে হারিয়েছে পাটনা স্পোর্টিং ক্লাবকে। কাটিহার প্রথমে ২০ ওভারে ২৭৬ রানে অল আউট হয়। জবাবে পাটনা ১১৪ রানে সব উইকেট হারায়। বৃহস্পতিবার ফাইনালে কাটিহারের প্রতিপক্ষ কালিয়াগঞ্জ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

শোকবার্তা

আমাদের প্রিয় মা
শ্রীমতী ইশানি চক্রবর্তী
১২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে সকালে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।
শোকাহত পরিবারবর্গ

স্মরণে

তপন বোস
দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী-22.1.2024
পরিবারবর্গ।
শিলিগুড়ি, আশ্রমপাড়া, যতীন দাস সরণী

শাস্তি 'মেসি ম্যাচের' রেফারিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি : সাসপেন্ড হলেন 'মেসি ম্যাচ'-এর দায়িত্বে থাকা রেফারি ও ম্যাচ কমিশনার। মোহনবাগান অল স্টারস বনাম ডায়মন্ড হারবার অল স্টারস প্রদর্শনী ম্যাচের রেফারিদের মঙ্গলবার ডেকেছিল আইএফএ শৃঙ্খলরক্ষা কমিটি। এই রেফারিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা আইএফএ-র অনুমতি ছাড়াই প্রদর্শনী ম্যাচ খেলিয়েছেন। মঙ্গলবার ম্যাচের রেফারি রোহন দাশগুপ্ত ও দুই সহকারী রেফারি দেবদত্ত মণ্ডল এবং দেবব্রত নস্কর শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সামনে হাজির হলেও আরেক সহকারী রেফারি নীলরতন সরকার আসেননি। ফলে বুধবার নীলরতনকে হাজির থাকতে বলার পাশাপাশি প্রদর্শনী ম্যাচের ম্যাচ কমিশনার অপরূপ চক্রবর্তীকেও ডাকে আইএফএ।

বুধবার নীলরতন ও অপরূপের বক্তব্য শোনে আইএফএ-র শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। বৈঠকের শেষে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'রেফারি রোহন দাশগুপ্তকে এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। ওর মাধ্যমেই বাকিদের সঙ্গে ম্যাচ খেলানোর বিষয়ে আয়োজকরা যোগাযোগ করেছিল। বাকি সহকারী রেফারি ও ম্যাচ কমিশনারকে ছয় মাস সাসপেন্ড করা হয়েছে। আমরা এই সিদ্ধান্তের কথা এআইএফএফ-কে জানিয়ে দেব।' আইএফএ সচিব আরও জানিয়েছেন, ময়দানের পরিচিত কোচ সুপ্রিয় দাশগুপ্ত রেফারি রোহন দাশগুপ্তের মাধ্যমে বাকিদের সঙ্গে 'মেসি ম্যাচ' খেলানোর জন্য যোগাযোগ করেছিলেন। তাই সুপ্রিয় দাশগুপ্তকেও ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে আইএফএ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা বিদ্যুৎ ঘোষ - কে

25.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 66H 97216 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবন বাঁধা এবং কাঁটা দিয়ে ভরা এবং আমরা কিছুটা আর্থিক সহায়তা দিয়ে এটি কাটিয়ে উঠতে পারি। ডিয়ার লটারি আর্থিক সংকট সমাধানের একটি ভালো ব্যবস্থা প্রদান করে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

খেতাব জিতে উচ্ছ্বাস বিকাশ চৌধুরী ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের। -পঙ্কজ মহন্ত

চ্যাম্পিয়ন বিকাশ কোচিং ক্যাম্প

বালুরঘাট, ২১ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিএবি-র অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বিকাশ চৌধুরী ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। বুধবার ফাইনালে তারা ৩৫ রানে হারিয়েছে গ্রিন ভিউ স্কুল অফ ক্রিকেটকে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে বিকাশ প্রথমে ৩০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৫ রান তোলে। ফাইনালের সেরা শ্রেয়স ব্রহ্মর অবদান ৪০ রান। সায়ন রায় ১৮ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে বিধান রায়ও (২৪/২)। জবাবে গ্রিন ভিউ ৩০ ওভারে ৮ উইকেটে ১০০ রানে আটকে যায়। অভিজিৎ রবিদাস ২০ রান করে। আদিত্য বর্মন ১০ রানে পেয়েছে ২ উইকেট। ভালো বোলিং করে শ্রেয়সও (২৪/২)।

বিশ্বভারতের পাওয়ার লিফটিং

বালুরঘাট, ২১ জানুয়ারি : রাজ্য পাওয়ার লিফটিং ক্রীড়া সংস্থার অনুমোদনে, দক্ষিণ দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে এবং বিশ্বভারত আদিবাসী কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে সারা বাংলা রাজ্য মহিলা ও পুরুষ সাব-জুনিয়ার, জুনিয়ার, সিনিয়ার, মাস্টার পাওয়ার লিফটিং, বেঞ্চ প্রেস ও ডেড লিফট প্রতিযোগিতা হবে ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি। বুধবার বালুরঘাটে সাংবাদিক বৈঠকে উদ্যোক্তা সংস্থার সচিব জোসেফ টুডু বলেছেন, 'গ্রামের ছেলেমেয়েদের খেলায় আগ্রহ তৈরিতে এই উদ্যোগ।'

অ্যাথলেটিক্সে সেরা কালিয়াচক

কালিয়াচক, ২১ জানুয়ারি : কালিয়াচক কলেজের তত্ত্বাবধানে মোজমপুর মাঠে বুধবার শেষ হল আন্তঃ কলেজ স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস চ্যাম্পিয়নশিপ। অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, খো খো সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জেলার ১১টি কলেজের প্রতিযোগীরা অংশ নেন। অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কালিয়াচক কলেজ। দ্বিতীয় মানিকচক কলেজ ও তৃতীয় মালদা কলেজ।

সেরা পতিরাম

পতিরাম, ২১ জানুয়ারি : পতিরাম জোনের ছেলেদের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হল পতিরাম উচ্চবিদ্যালয়ের পারপতিরাম মাঠে। বিদ্যালয়ভিত্তিক ফলাফলে ৭০ পয়েন্ট পেয়ে পতিরাম উচ্চবিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হল। গোপালগঞ্জ রঘুনাথ উচ্চবিদ্যালয় ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে রানার্স হয়েছে। প্রতিযোগিতায় প্রায় ৩০০ জন ছাত্র অংশ নেয়। অনূর্ধ্ব-১৪, ১৭ ও ১৯—এই তিনটি বিভাগে দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প সহ মোট আটচল্লিশটি ইভেন্টে খেলা হয়।